

মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী

পঞ্চমরত্ন ।

যোগমণিপ্রভা

রামানন্দস্বতি বিরচিত ।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

ক্ষুদ্রতরোপনিষৎ সমূহে সকল প্রকার যোগেরই বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর প্রপত্তি—ঈশ্বরের (অথবা তাঁহার কথা) একান্ত শরণাপন্ন হওয়া যে ঈশ্বরের ও মায়ার অনুকূল্যাত্মক উপায় ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন—“মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতৎ তদপি পুত্রা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে।

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্ত ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অবলম্বন করিয়া যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র—মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই তিন মূর্ত্তিতেই, তাঁহাকে ত্রি অধিকারীর জন্ত, সেই বেদোক্ত যোগসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিভাগ, উপদেশ করিতে হইয়াছে এবং সর্বাবস্থায় মায়া বা ভবানী, মহালক্ষ্মী, মহা ও মহাকালী এই ত্রিমূর্ত্তি ধরিয়া যোগক্ষেমবহন, শুভবুদ্ধিসংযোজন ও স্ত্যানাদিবিষয়প্ৰসারণ পূর্ব্বক, যোগোপদেষ্টার তথা জীবের অনুকূল থাকেন। এই কথাই সংক্ষেপে শাস্ত্রান্তরে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—

মহাবোগেশ্বরঃ শম্ভুমহাবোগেশ্বরো হরিঃ ।

মহাবোগেশ্বরো ব্রহ্মা ভবানী সিদ্ধযোগিনী ॥

রুদ্র যে চারিপ্রকার যোগের উপদেশ করেন, তাহা এই (১) ম (২) হঠযোগ, (৩) লয়যোগ (৪) রাজযোগ ।

(১) মন্ত্রযোগ—‘ওঁ নমো নারায়ণায়’, ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’, ‘শিবায়’; (ব্রাহ্মণের পক্ষে), গায়ত্রী, (সম্যাসীর পক্ষে) কেবল প্রণব, ইহা মহামন্ত্রের পুরস্চরণ, ধ্যান প্রভৃতির অমুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হইলে, চিন্তকে আপনাতে একাগ্র করিয়া শান্ত করিয়া দেয় এবং তদ্বারা মোক্ষ হয়; (সেই মোক্ষ অবশ্য জ্ঞানসাপেক্ষ)। ইহাঁই মন্ত্রযোগের—তানুসিংহ পূর্ব্বতাপিন্যাপনিষদে মন্ত্রযোগের উপদেশ প্রজাপতিমুখনিঃসৃত হইয়াছে। শম্ভুই আদি উপদেষ্টা। কেননা আগমে বা শিবপ্রোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র সমূহে মন্ত্র বিস্তৃত বিবরণ সমূহ পাওয়া যায়।

(২) হঠযোগে (বোধসার ১১৮ পৃঃ হইতে—১২৭পৃঃ দ্রষ্টব্য—শি সমাযোগ দ্বারা মুক্তিসাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমাত্মা শিবরূপে জীবের ব্রহ্ম অবস্থান করেন। এই স্থানেই তিনি আপনার শিবরূপ ভুলিয়া গিয়া জীবভাৱে প্রাপ্ত হন—আপনাকে জীব বলিয়া মনে করেন। এই হেতু ব্রহ্মরন্ধুর নামান্তর হইয়া (ভ্রমং রাতি দদাতি ইতি ভ্রমরঃ)। মায়া বা শক্তি, (ভুজগীকূপে পরি কুল্লিনী নামে) মূলাধারে অবস্থান করেন। প্রাণায়ামাদি দ্বারা আপন

১) উক্ত সঞ্চালিত করিয়া প্রাণবায়ুকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে
করিতে মূল্যধারিত কুণ্ডলিনীশক্তি ব্যাখিত হইয়া (সংসার) এই
কালবহলা স্বহৃদে নাদীর সাহায্যে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ
করিতে চক্রমূহ ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে অবস্থিত শিবের সহিত
সংযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বারা স্বাসউচ্ছ্বাসরূপ—প্রাণবৃত্তি বিলীন হইয়া
হইয়া মনোবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ মনোনাশমা-
ন হইতে বলায়।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মার্কণ্ডেয় হঠযোগের সাধন দ্বারা যমরাজকে বধন
করিতে হইয়া রহিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়সাধিত হঠযোগ অষ্টাঙ্গযোগে
নাই, কিন্তু মন্ত্ৰোক্ত প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে যম ও নিয়ম নামক দুই অঙ্গের
অভাব নাই। ত্রিশিবই এই সম্প্রদায়ের আদি “নাথ”। পরে এই নাথ-
দ্বারা, গোরক্ষনাথ, চর্ণটি, জলন্ধর, কনেড়ি, চতুরাঙ্গ, বিচারনাথ, প্রভৃতি
কর্তৃক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। হঠযোগের আদিম উপদেশ, যোগতত্ত্বোপনিষৎ
প্রতিপাদিত, ত্রিশিবব্রাহ্মণোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে দেখিতে পাওয়া
যায়। পরে হঠযোগসাহিত্যে ‘গোরক্ষশতক,’ ‘গোরক্ষসংহিতা,’ ‘সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি,’
‘সংগ্রহ,’ ‘গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ,’ ‘অমনস্ক,’ ‘যোগবীজ,’ ‘হঠযো-
গিক,’ ‘হঠতত্ত্বকোষদী,’ ‘যেরঙসংহিতা’ ‘নিরঞ্জনপুরাণ’ ইত্যাদি গ্রন্থ-
সমূহ হইয়া উক্ত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে।

২) লয়যোগ—সাক্ষাৎভাবে বাহ্যপ্রপঞ্চলয়ের (তদ্বারা পরোক্ষভাবে মনো-
বৃত্তি) অসংখ্য প্রকার উপায়, ত্রিশিবের ত্রীপার্বতীকে উপদেশ করিয়াছিলেন,
যে নানাবিধ সন্ধান বা দক্ষিণ কর্ণে স্থিত অনাহত নাদের শ্রবণই শ্রেষ্ঠ লয়োগ্য ;
ন, তদ্বারা সাধক দেহের সহিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হইতে পারেন।
অপর যে সকল উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের লক্ষ্য এই যে, বুদ্ধির
মেল সংসারের বাবতীয় ইষ্ট ও অনিষ্টকে, ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে চিত্তের
দেবাসক্তিশূন্য ভাব জন্মে, তদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের গ্রহণ নিরুদ্ধ হইয়া যায়,
ন জগৎ, দেহা, প্রিয় ও উদাসীন বা তটস্থ বস্তুর সমষ্টিমাত্র এবং উদাসীন
কেন কালেই বন্ধনের কারণ হয় না। ‘নাদবিন্দু,’ ‘ধ্যানবিন্দু,’ ‘তেজোবিন্দু’
এই উপনিষদেই লয়যোগের পরিস্ফুট উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে
তত্ত্ব সেই সকল উপদেশ পল্লবিত হইয়াছে।

৩) শিবশক্তিপরাক্রমভাব—মাঘার অষ্টমটনপটুতা অমৃতভব করিয়া

তখন সত্যই অমুভব হইতে থাকে :—

“নর্তকী স্বাক্ষভঙ্গেন ধনং প্রাপ্নোতি বা ন বা ।

কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্বং বশীকুরুতে পতিম্ ॥” (বোধসার পৃঃ ৫১৬), বা

“নৌকার পালে হাওয়া লাগিলে, আর দাঁড় বাহিতে হয় না ”

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত ঋবের সাকামভক্তি ও বাসিষ্ঠ রামায়ণে বর্ণিত প্রহ্লাদের নিকাম ভক্তিমূলক অভ্যাসপরিপাটীর বিচার করিলে একথা হৃদয়ঙ্গম হইবে ।

এই কারণে, কলিতে অন্নগতপ্রাণ জীবের পক্ষে ভক্তিব্যোগাভ্যাস ও ভক্তির সাহায্যে যোগাভ্যাসই প্রশস্ত বলিয়া বলিয়া মনে হয় । কলিতে যোগানুষ্ঠানের ভক্তিমূলক উপায়ের প্রতি যাহাতে কলির সাধকের চিতে অমুরাগ জন্মে, তজ্জন্ম কয়েকটি অমুভব বাক্য এই ভূমিকার শেষে শ্লোকনিবন্ধ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে । (ফলের) ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্যানুষ্ঠানরূপ ‘কর্ম্যযোগ’ ভক্তিব্যোগেরই অন্তর্গত । বর্ণাশ্রমবিহিত শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানকেই প্রাচীনগণ কর্ম্যযোগ বলিয়া বুঝিতেন । ইদানীন্তনগণ, পাশ্চাত্যকর্ম্মিগণের প্রভাবে, নিকামভাবে নরসেবায় নারায়ণেরই সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই বলিয়া প্রাচীন কর্ম্যযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন ।

নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি সূবহুগ্রন্থ ভক্তিব্যোগসাহিত্যে সুপরিচিত ।

এক্ষণে হিরণ্যগর্ভপ্রোক্ত বা ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট, যোগের বিষয় কিছু আলোচনা করিবার অবসর । হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা যে যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই গুরুপরম্পরাক্রমে পতঞ্জলি ঋষিকে প্রাপ্ত হইয়া সূত্রাকারে নিবন্ধ হইয়াছে, একথা পতঞ্জলি “অথ যোগানুশাসনম্” এই সূত্রে ‘অথ’ শব্দ দ্বারা এবং ‘অনু’—উপসর্গের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র । এই যোগের বিশিষ্টতা পরিষ্কৃত করিবার জন্য, বিজ্ঞান-ভিক্ষু ইহার লক্ষণ করিলেন—“ক্লেশকর্মাদিপরিপস্থিত্তে সতি চিত্তবৃত্তিনিরোধত্বম্ যোগত্বম্” । ইহার তাৎপর্য্য এই—চিত্তবৃত্তিনিরোধমাত্রই যোগ নহে । যে চিত্তবৃত্তিনিরোধে ক্লেশকর্মাদির অবসান হয়, তাহাই যোগ । কেননা, চিত্তের ক্ষিপ্তমুদ্রাদি অবস্থাতেও বৃত্তিনিরোধ সম্ভব, যেমন হিরণ্যকশিপুর ক্রোধবশতঃ চিত্ত-নিরোধ হইয়াছিল । ‘যোগ’ বলিতে সেইরূপ চিত্তনিরোধকে বুঝাইবে না, কেননা সে স্থলে বৃত্তিনিরোধসত্ত্বেও ক্লেশকর্মাদির অবসান হয় নাই । কিন্তু কেহ কেহ এরূপ লক্ষণ দোষ ধরিয়া কহিলেন—“বিবেকখ্যাতি”রূপ বৃত্তি দ্বারা ক্লেশকর্মাদির

অবসান হয় এবং তাহার নিরোধ কোনও যোগীর অভীষ্ট নহে বরং তাহার উৎপাদনই যোগীর লক্ষ্য, অবশ্য তাহা গোণ। স্তূতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুকত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল। এইহেতু তাঁহারা যোগের অগ্র লক্ষণ করিলেন—“ক্লেশকর্ম-বিঘটকত্বে সতি প্রমাণবিপর্যয়াদিবৃত্তিনিরোধত্বং যোগত্বম্”। তাহার তাৎপর্য্য এই—প্রমাণ, বিপর্য্য, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই বৃত্তিগুলির নিরোধদ্বারা ক্লেশ-কর্মের অবসান হয় বলিয়া, কেবল সেই বৃত্তিগুলির নিরোধকেই ‘যোগ’ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ‘বিবেকখ্যাতি’রূপ বৃত্তি, বাহ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমরূপ প্রমাণের ফলস্বরূপ, তাহার নিরোধ যোগীর অভীষ্ট নহে।

পতঞ্জলিবিবচিত হস্ত্র সমূহের অর্থ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই ভাষ্যে এই হস্ত্রগুলি “সাংখ্য প্রবচন” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই—স্বাদর্শন যেমন বৈশেষিকদর্শন-কার কণাদনিরূপিত পদার্থব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, ব্যাসের ব্রহ্মমীমাংসা যেমন কর্মমীমাংসায় জৈমিনিব্যাংপাদিত শাস্ত্রাত্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রলয়প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই “যোগানুশাসন” বিবচিত হইয়াছে। এই কারণে ভগবান্ ব্যাস “ব্রহ্মসূত্রে” সাংখ্য-স্মৃতির নিরাস করিয়া “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” (হস্ত্র ২।১।৩)-“এইরূপে সাংখ্য-স্মৃতির খণ্ডন দ্বারাই যোগস্মৃতিও খণ্ডিত হইল, অর্থাৎ যোগস্মৃতির পৃথক্ নিরসনের প্রয়োজন নাই—ইহাই সূচনা করিলেন, কিন্তু ইহার দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে যোগদর্শন একেবারেই নিরর্থক। যোগদর্শনে যে জগৎকে অচেতনো পাদানক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, পুরুষের যে বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং এইরূপ অস্বাভাবিক বেদবিরুদ্ধ কথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ব্যাসদেব উক্ত হস্ত্রে কেবল মাত্র সেই সকল কথাই অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; তিনি যোগদর্শনোপদিষ্ট ধর্মনিয়মাদি সমাধিপদার্থ যোগাঙ্গসমূহের উপযোগিতা অস্বীকার করেন নাই। আর আচার্য্যপাদ শঙ্কর স্বকীয় “অপরোক্ষানুভূতি” গ্রন্থে যে পাতঞ্জলদর্শনোক্ত যোগাঙ্গ সমূহের প্রকারান্তরে নিস্প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা কেবল রাজযোগে উত্তম-দৃষ্টি অধিকারীর জ্ঞাত। এইরূপ অধিকারী অতি বিরল। মধ্যম দৃষ্টি ও হীনদৃষ্টি অধিকারীর পক্ষে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগাঙ্গসমূহের অভ্যাস যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে বিচারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণই প্রমাণ; কেন না তাঁহারা “জীবমুক্তিবিবেক” প্রভৃতি গ্রন্থে (মধ্যমদৃষ্টি ও হীনদৃষ্টি সাধকের পক্ষে) সেই যোগাঙ্গসমূহকে, মনোনাশসাধনের পরিপাটীরূপে গোণ স্থান দেন নাই, মুখ্যস্থানই প্রদান করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে দর্শনাস্তর বা যোগাস্তর হইতে পাতঞ্জলদর্শনের বা পাতঞ্জল যোগের বিশেষত্ব এই যে, যে সকল সিদ্ধি অত্রোক্ত সংযমের (ধারণা-ধ্যান-সমাধির) ফলরূপে ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা যোগীর বর্তমান শরীরেই অনুভূত হইতে পারে ; পক্ষান্তরে অত্র দর্শনের বা অত্র যোগের প্রতিষ্ঠিত ফল দেহান্তেই হয়। কথাটি কিন্তু ঠিক নহে। কেননা মীমাংসাদর্শনে প্রতিষ্ঠিত কারীরী যোগাদির ফল বর্ষণাদির জন্ত জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং মন্ত্রযোগের ফলবিশেষের জন্তও দেহান্তের অপেক্ষা রাখিতে হয় না। তবে আজকাল কলিযুগে কি পাতঞ্জলযোগে, কি কৰ্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ফললাভ বড়ই বিরল। মন্ত্রযোগে প্রতিষ্ঠিত ফল অবশ্য তাদৃশ বিরল নহে। বর্তমান কালে যে সকল অলৌকিক সিদ্ধি যোগবিভূতি বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহারা অধিকাংশস্থলেই ঐন্দ্রজালিক কৌশল মাত্র, আদৌ যোগবিভূতি নহে। বলা বাহুল্য ঐন্দ্রজালিক কৌশললাভের জন্ত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহরূপ যমের এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও দীপ্যপ্রদানরূপ নিয়মের বা অত্র যোগীদের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ অলৌকিক শক্তিলাভের বা সিদ্ধিলাভের সুবিধাসৌকর্য্য দেখাইয়া, দর্শনবিশেষের বা যোগবিশেষের উৎকর্ষপ্রতিপাদন করা, কেবল কুতূহলিগণের অলৌকিকশক্তিদর্শনস্পৃহারূপ চিত্তদুর্বলতার সুযোগ লইয়া সম্প্রদায়পুষ্টির বা উদ্দেশ্যাস্তরসিদ্ধির চেষ্টামাত্র। তাহা শান্তিলাভের বা মুক্তিলাভের পথপ্রদর্শন নহে। বিচারই হউক বা প্রাণায়ামাদিই হউক, যাহার সাহায্যে অচিরে ও স্বল্পায়াসে কামক্রোধলোভাদির বেগকে প্রশমিত করা যাইতে পারে এবং চিত্তকে বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়া তত্ত্বানুভূত করা যাইতে পারে, তাহাই দর্শনবিশেষের বা যোগবিশেষের উৎকর্ষের পরিমাপক। পতঞ্জলি নিজেই (৩৩৭ সূত্রে) সিদ্ধিসমূহের মূল্য নির্ধারণ করিয়া সাধকগণকে তত্ত্বাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। তথাপিও যে তিনি অতিলোভনীয় বিভূতি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সেই বিভূতিলাভের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ বহুয়াসসাধ্য সংযমের অভ্যাসে চরম ফল অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভে বিলম্ব দেখিলে, যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, তজ্জন্ত উপায়শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রভূত আবশ্যকতা আছে। সেই হেতু কোনও প্রকার বিভূতিলাভ হইলে, অবলম্বিত পথে ও আপনাতে বিশ্বাস অবিচলিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ বিভূতিগুলির সহিত কিছু পরিচয় না থাকিলে, তাহারা যখন সংযমাত্মসক্রমে আপনাইহইতেই উপস্থিত হইতে থাকে, তখন যোগী

সেই সকল বিভূতিলাভে মুগ্ধ হইয়া, বাহাতে আপনাকে কৃতকৃত্য মনে না করেন, তজ্জন্ত, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক ।

যাহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনকারগণের স্ব স্ব মতপ্রতিপাদন প্রণালীগুলি পরস্পর তুলনা করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রায়ই দেখিতে পান, যে প্রতীচ্য দর্শনকারগণ অতি সহজবোধ্য অবিসম্বাদী তথ্যগুলি অগ্রে প্রতিপাদন করিয়া শিষ্য অথবা শিশিক্ষুগণকে উত্তরোত্তর কঠিন তথ্যসকলের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, পরিশেষে আপন আপন সিদ্ধান্তে উপনীত করাইয়া দেন ; কিন্তু প্রাচ্য দর্শনকারগণ প্রায়ই আপন আপন সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করিয়া পরে তত্ত্বদ্বিময়ে শিষ্যশিক্ষুগণের সন্দেহ দূর করিয়া, সেইগুলি বোধগম্য করিবার জন্ত, অথবা তাহাদের অভ্যাসের সৌকর্য্যার্থে, উত্তরোত্তর সহজবোধ্য যুক্তি অথবা স্মরণ উপায় প্রতিপাদন করিয়া, পরিশেষে ফলশ্রুতি বর্ণনা করেন, অর্থাৎ প্রতীচ্যগণ যে যে স্থলে সঙ্কলন প্রণালীর বা synthetic method এর পক্ষপাতী, প্রাচ্যগণ সেই সেই স্থলে প্রায় বিভাজন প্রণালীর বা analytic method এর পক্ষপাতী প্রতীচ্যগণের জন্মান্তরবাদে আস্থা না থাকাতে, তাঁহারা সকল শিষ্যশিক্ষুকেই প্রথম ভূমিক অর্থাৎ পূর্বসংস্কার-বিবর্জিত অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করেন কিন্তু প্রাচ্যগণের জন্মান্তরবাদে সমধিক আস্থা থাকাতে অর্থাৎ “পৌরুদেহিক বুদ্ধিসংযোগে” বিশ্বাস থাকাতে, তাঁহারা অধিকারিণিচার করিয়া উত্তমাদিকারীর বৃথাযুক্ত অথবা শ্রমাপচয়পরিহারের জন্ত একেবারেই উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বা চরম লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রেই প্রতিপাদন করেন ; মধ্যমাদম অধিকারীর জন্ত অল্পকালের বা উপক্রমোপকারক উপায়ের ব্যবস্থা করেন এবং পরিশেষে রোচক ফলশ্রুতি বা লক্ষ্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করেন ।

এই শেষোক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়াই ভগবান্ পতঞ্জলি উত্তমাদিকারী শিষ্য-শিক্ষুসমীপে প্রথম পাদে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন । এ স্থলে, যাহার চিন্তা ক্ষীণকষায় হইয়া একাগ্র হইয়াছে এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য, ক্রিয়াযোগাদিনিরপেক্ষ হইয়া সমাধিসাধনের উপযুক্ত হইয়াছে, তিনিই পতঞ্জলির অভিপ্রেত উত্তমাদিকারী । বিক্ষিপ্তচিত্ত মধ্যমাদিকারীর জন্ত, দ্বিতীয় পাদে তিনি যমাদি অষ্টাঙ্গযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ক্ষিপ্তচিত্ত মন্দাদিকারীর জন্ত তপঃ-স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । তৃতীয় পাদে তিনি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন ‘সংযম’ নামক ধারণাদিভ্যে নিরূপণ করিয়া, সেই সংযম-

জনিত যোগসিদ্ধিতে ~~করিয়াজেন~~ করিয়াছেন। চতুর্থপাদে কৈবল্য
লাভের অধিকার ~~করবার জন্ত~~ করিবার জন্ত পাঁচ প্রকার সিদ্ধির বর্ণনা
করিয়া ~~এ~~ ~~করবার~~ অতিরিক্ত বস্তু, তাহা প্রতিপাদন করিয়া,
কৈবল্য ~~করিয়াজেন~~ করিয়াছেন।

নিতরূপ পাতঞ্জল যুগ্ম সমূহের তাৎপর্যাবধারণের জন্ত যে
নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “সাংখ্য প্রবচন” নামক ব্যাস-
প্রণীত। এই ব্যাস মহাভারতকার কৃষ্ণদৈপায়ন
ভট্টাচার্য্যের অনেকে সন্দেহ করেন। এই ভাষ্যের অনেক শব্দ,
অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং সেই সকল শব্দ সংস্কৃত
ভাষায় সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ
প্রভৃতির খণ্ডন, এই ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে
সন্দেহ করেন, যে এই ব্যাস বুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পরে আবির্ভূত
হন। যাহা হউক পূর্বোক্ত বাদ সমূহের খণ্ডন এবং একভবিকবাদ, ক্ষোটবাদ
প্রভৃতির সমর্থন থাকাতে, এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে নিগূঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করা
দুর্ঘট হইয়াছে।

ইহা দেখিয়া সর্বদর্শনটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই ব্যাস ভাষ্যের “তত্ত্ববৈশারদী”
নামে এক টীকা রচনা করেন। এই টীকা ব্যাসভাষ্যকে সর্বিশেষ বোধগম্য করিয়া
দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার বচনায় বাচস্পতির অসাধারণ ধীশক্তির
পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি কোনও আধুনিক যোগাচার্য্যের মতে
তিনি তত্ত্বানুভবশূন্য অযোগী ছিলেন, অধিকন্তু গৃহস্থ (কৃতদার) ছিলেন বলিয়া
যোগতত্ত্বানুভবের অযোগ্য ছিলেন। সত্য বটে, তিনি ছয় দর্শনের টীকা রচনা
করেন এবং এক দর্শনের ব্যাখ্যানাবসরে অপরাপর দর্শনের মতখণ্ডন বা বিরুদ্ধ
সমালোচনা করেন। এইহেতু তিনি কোন্ দর্শনে সমধিক আস্থাবান ছিলেন,
তাহা নির্ণয় করা স্কট্টন। তথাপি যিনি শাস্ত্র সাগরে সমাধিমগ্ন থাকিয়া স্বকীয়
পত্নী ভামতীর সন্তানলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে বিশ্বস্ত হইয়া গিয়াছিলেন
এবং পরিশেষে আপনাকে বার্ক্ক্যে উপনীত দেখিয়া, সেই চিরসেবিকা পত্নীকে,
ভামতীটীকার নামকরণে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে উচ্চে-
শ্রোতস্কলভ্য সকল প্রকার মার্গ হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া পাতঞ্জল যোগ তত্ত্ব সমূহেরও
অনুভবের অযোগ্য হইয়া ছিলেন, একথা বেদান্তানুরাগী এবং ভামতী টীকায়
প্রকটিত বাচস্পতিপ্রতিভার সহিত পরিচিত, কাহারও হৃদয় সহসা গ্রহণ করিতে

পারিবে না। * অবশ্য শাক্তবৈদান্তে আত্মশূন্য কাহারও পক্ষে ‘ভামতী’ টীকার প্রকৃতি অনুভবের অনুধাবনই সম্ভবপর নহে। সত্যবটে, প্রতিপক্ষমতপরিচিন্তনে বহির্মুখতার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্বারা চিত্ত অন্নবিস্তর বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষগণের আক্রমণ দ্বারা স্বমতের দুর্ভেদ্যতাবধারণে বাচস্পতি যে পরিমাণ হৃদয়চিন্তাপ্রসূত একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুধাবন করিতে পাঠকগণেরও সম্ভ্রজ্ঞাতসমাধিকল্প বা তৎস্বরূপ একাগ্রতা আদিয়া যায়, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রণিধান যদি সপ্তাঙ্গযোগের সমকক্ষ হয়, তাহা হইলে সত্যনির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রপ্রণিধান বা তত্ত্বপ্রণিধান, ঈশ্বররূপাবিবর্জিত হইয়া যোগফলে বঞ্চিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ গোড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতানুভবরূপে যে “অস্পর্শযোগ” + প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহার সহিত তুলনায় বহুমানসসাধ্য পাতঞ্জলযোগ বুঝা পরিশ্রম বলিয়া অনুভূত হয়, বাচস্পতি যে সেই যোগের সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উক্ত ‘ভামতী’ গ্রন্থ হইতে সহজেই প্রতীত হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের [যিনি নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়ন ছিলেন) “তত্ত্ববৈশারদী”-রচনার অনেক পরে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসভাষ্যের “যোগবার্তিক” নামে অপর এক টীকা রচনা করেন। তাহাতে ‘তত্ত্ববৈশারদী’র প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা ‘তত্ত্ববৈশারদী’র ত্রায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও বহুবর্নমূলক অর্থাৎ সর্বগুণাবিত

* বলিতে কি, সপ্তদায়বিশেষে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে মণ্ডনমিশ্র (সন্ন্যাসী হইয়া যিনি হরেশ্বরচাৰ্য্য নাম পাইয়াছিলেন) মুক্ত হইয়াও লোকহিতার্থে বাচস্পতিমিশ্র হইয়া পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পত্নী উভয়ভারতী জন্মান্তরীণ পতিদর্শনলালদাবশে ‘ভামতী’ হইয়া আসিয়াছিলেন।

+ এই “অস্পর্শযোগ” একটি স্বতন্ত্র যোগ বা যোগপ্রণালী নহে। ইহা শৈবযোগের অন্তর্গত রাজযোগেরই চরম ফল বা অবস্থা। ইহার সহিত কষ্টসাধ্য সম্ভ্রজ্ঞাত নামক পাতঞ্জল যোগের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইলেই, ইহার ‘রাজ’রূপতার বা অনায়াসসাধ্যতার অপলোপ করা হয়। এই “অস্পর্শ” যোগের অর্থ আচার্য্যপাদ মাণ্ড্যকারিকার ভাষ্যে এইরূপে বুঝাইয়াছেন :— “অস্পর্শযোগো নামায়াং সর্ববসম্বন্ধাখ্যাস্পর্শবর্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধমুপ নিষংহ”। (৩৩৯)। ইহার ব্যাখ্যা আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন—“তত্র বর্ণ্য্যশ্রমাদিধর্ম্মেণ পাপ-দিমলেন চ স্পর্শো ন ভবতি অস্মাৎ ইতি অদ্বৈতানুভবোঃ স্পর্শঃ”। আবার (৪১২) কারিকার টীকায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—“স্পর্শনং স্পর্শঃ ন বিজ্ঞতে যন্ত যোগন্ত কেনচিৎ কদাচিদপি দোহ-স্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব।”

জনিত যোগসিদ্ধিহচক বিভূতিসকল প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্থপাদে কৈবল্য লাভের অধিকারী চিত্তের স্বরূপ নিদ্বারণ করিবার জন্ত পাঁচ প্রকার সিদ্ধির বর্ণনা করিয়া এবং আত্মা যে ক্ষণিকবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বস্তু, তাহা প্রতিপাদন করিয়া, কৈবল্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত পাতঞ্জল সূত্র সমূহের তাৎপর্য্যাবধারণের জন্ত যে সকল ভাষ্য, টীকাটিপ্পনী বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “সাংখ্য প্রবচন” নামক ব্যাস-ভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ব্যাস মহাত্মারতকার কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস কি না, তাবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। এই ভাষ্যের অনেক শব্দ, অধুনা অপ্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং সেই সকল শব্দ সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ পরমাণুবাদ প্রভৃতির খণ্ডন, এই ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে অল্পমান করেন, যে এই ব্যাস বুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। যাহা হউক পূর্বোক্ত বাদ সমূহের খণ্ডন এবং একভবিকবাদ, স্ফোটবাদ প্রভৃতির সমর্থন থাকাতে, এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করা দুর্ঘট হইয়াছে।

ইহা দেখিয়া সর্বদর্শনটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই ব্যাস ভাষ্যের “তত্ত্ববৈশারদ্য” নামে এক টীকা রচনা করেন। এই টীকা ব্যাসভাষ্যকে সবিশেষ বোধগম্য করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার বচনায় বাচস্পতির অসাধারণ যীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি কোনও আধুনিক যোগাচার্য্যের মতে তিনি তত্ত্বানুভবশূন্য অযোগী ছিলেন, অধিকন্তু গৃহস্থ (কৃতদার) ছিলেন বলিয়া যোগতত্ত্বানুভবের অযোগ্য ছিলেন। সত্য বটে; তিনি ছয় দর্শনের টীকা রচনা করেন এবং এক দর্শনের ব্যাখ্যানাবসরে অপরাপর দর্শনের মতখণ্ডন বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। এইহেতু তিনি কোন্ দর্শনে সমধিক আস্থাবান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সূকঠিন। তথাপি যিনি শাস্ত্র সাগরে সমাধিমগ্ন থাকিয়া স্বকীয় পত্নী ভামতীর সন্তানলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আপনাকে বার্কাক্যে উপনীত দেখিয়া, সেই চিরসেবিকা পত্নীকে, মানসকন্ডা ভামতীটীকার নামকরণে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে উদ্ধৃত্রোতস্কলভ্য সকল প্রকার মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পাতঞ্জল যোগ তত্ত্ব সমূহেরও অনুভবের অযোগ্য হইয়া ছিলেন, একথা বেদান্তানুরাগী এবং ভামতী টীকায় প্রকটিত বাচস্পতিপ্রতিভার সহিত পরিচিত, কাহারও হৃদয় সহসা গ্রহণ করিতে

পারিবে না। * অবশ্য শাস্ত্রবেদান্তে আত্মশূন্য কাহারও পক্ষে ‘ভামতী’ টীকায় প্রকটিত অনুভবের অনুধাবনই সম্ভবপর নহে। সত্যরটে, প্রতিপক্ষমতপরিচিন্তনে বহিমুখতার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্বারা চিত্ত অল্পবিস্তর বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষগণের আক্রমণ দ্বারা স্বমতের দুর্ভেদ্যতাবধারণে বাচস্পতি যে পরিমাণ সূক্ষ্মচিন্তাপ্রবৃত্ত একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুধাবন করিতে পাঠকগণেরও সম্প্রজ্ঞাতসমাধিকল্প বা তৎস্বরূপ একাগ্রতা আসিয়া যায়, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রণিধান যদি সপ্তাঙ্কযোগের সমকক্ষ হয়, তাহা হইলে সত্যনির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রপ্রণিধান বা তত্ত্বপ্রণিধান, ঈশ্বররূপাবিবর্জিত হইয়া যোগফলে বঞ্চিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ গোড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতানুভবরূপ যে “অম্পর্শযোগ” + প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহার সহিত তুলনায় বহ্ন্যায়সমাধ্য পাতঞ্জলযোগ বুঝা পরিশ্রম বলিয়া অনুভূত হয়, বাচস্পতি যে সেই যোগের সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উক্ত ‘ভামতী’ গ্রন্থ হইতে সহজেই প্রতীত হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের [যিনি নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়ন ছিলেন) “তত্ত্ববৈশারদী”-রচনার অনেক পরে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) বিজ্ঞানভিক্ষু বাসভাষ্যের “যোগবার্তিক” নামে অপর এক টীকা রচনা করেন। তাহাতে ‘তত্ত্ববৈশারদী’র প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা ‘তত্ত্ববৈশারদী’র ত্রায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও বহুবর্থমূলক অর্থাৎ সর্বগুণান্বিত

* বলিতে কি, সম্প্রদায়বিশেষে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে মণ্ডনমিশ্র (মন্ডানী হইয়া যিনি সুরেশ্বর্য্যচার্য্য নাম পাইয়াছিলেন) মুক্ত হইয়াও লোকহিতার্থে বাচস্পতিমিশ্র হইয়া পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পত্নী উভয়ভারতী জন্মান্তরীণ পতিদর্শনলালসাবশে ‘ভামতী’ হইয়া আসিয়াছিলেন।

+ এই “অম্পর্শযোগ” একটি স্বতন্ত্র যোগ বা যোগপ্রণালী নহে। ইহা শৈবযোগের অন্তর্গত রাজযোগেরই চরম ফল বা অবস্থা। ইহার সহিত কষ্টসাধ্য সম্প্রজ্ঞাত নামক পাতঞ্জল যোগের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইলেই, ইহার ‘রাজ’রূপতার বা অনায়াসসাধ্যতার অপলাপ করা হয়। এই “অম্পর্শ” যোগের অর্থ আচার্য্যপাদ মাণ্ড্যকারিকার ভাষ্যে এইরূপে বুঝাইয়াছেন—“অম্পর্শযোগো নামায়াং সর্বসম্বন্ধাধ্যম্পর্শবর্জিতত্বাৎ অম্পর্শযোগো নাম বৈ শ্রব্যতে প্রসিদ্ধমুপ নিষংহ”। (৩০৩)। ইহার ব্যাখ্যায় আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন—“তত্র বর্ণ্য্যশ্রমাদিধর্ম্মেণ পাপদিমলেন চ স্পর্শো ন ভবতি অস্মাৎ ইতি অদ্বৈতানুভবোম্পর্শঃ।” আবার (৪১২) কারিকার টীকায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—“স্পর্শনং স্পর্শঃ ন বিজ্ঞতে যন্ত যোগন্ত কেনচিৎ কদাচিদপি দোষস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব।”

টীকা নহে এবং তাহাতে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থলে স্থলে অবশ্য তিনি বাচস্পতির অনেক কথার প্রতিবাদ করিয়া নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন ; কিন্তু সেই সকল ব্যাখ্যার খণ্ডন, আধুনিককালে, উদাসীন শ্রামী বালরামের টিপ্পনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার অর্থাৎ মাত্র দুই বৎসর হইল, শ্রীমদ্রিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় এই ব্যাসভাষ্যের “ভাস্বতী” নামে আর একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকায় ব্যাসভাষ্যের অনেকস্থল, যাহা বাচস্পতির বা বিজ্ঞান ভিক্ষুর টীকার দ্বারা আধুনিক অল্পসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের নিকট সহজে পরিষ্কৃত হয় না, তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত ও বহুবর্থ বাচস্পতিটীকা দুই এক শতাব্দী মধ্যে প্রাচীনতায় ব্যাস ভাষ্যেরই সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর টীকার তদ্রূপ হইতে কিছু বিলম্ব হইবে। এই হেতু সরল সংস্কৃতে বিরচিত ‘ভাস্বতী’ টীকাখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

উক্ত তিন টীকাই ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যা করিবার জন্তই বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালবরাজ শ্রীমান ধারেশ্বর ভোজদেব, সাক্ষাৎ পাতঞ্জলহৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়া “রাজ মার্ভণ্ড” নামে এক টীকা রচনা করেন এবং এই টীকাকে অবলম্বন করিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনন্তদেব “চন্দ্রিকা” নামে এক টীকা রচনা করেন। তাহাতে পাতঞ্জল হৃত্রের অক্ষরার্থমাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য ভাবাগণেশ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাতঞ্জলহৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়া “প্রদীপ” নামে অপর এক টীকা রচনা করেন এবং এই টীকাকে অবলম্বন করিয়াই নাগোজীভট্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে “যোগহৃত্রবৃত্তি” নামে এক টীকা রচনা করেন। এই টীকায় নাগোজীভট্ট, ভাবাগণেশকৃত “প্রদীপের”ই শব্দ ও অর্থের অল্পসরণ করিয়াছেন এবং স্থলে স্থলে প্রদীপের খণ্ডনও করিয়াছেন। যাহা হউক, সেই সকল খণ্ডনের বিশেষ সার্থকতা নাই, এবং যোগব্যাখ্যাতা বলিয়া খ্যাতিলাভের নিমিত্তই টীকাকার উক্ত যোগহৃত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ব্যাসভাষ্য ব্যতীত অপর যে সকল ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে তত্ত্ব-বৈশারদী, যোগবার্ত্তিক ও ভাস্বতী কেবল ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। অপর টীকাগুলি পাতঞ্জলহৃত্রের অর্থব্যাখ্যানে ও তাৎপর্য্য-পরিষ্কৃটিকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দানন্দশিষ্য রাগানন্দ যতি, ব্যাসভাষ্যের

তাৎপর্যমাত্র গ্রহণ করিয়া এবং ভাষ্যের অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া এবং তৎসঙ্গে যোগসূত্রের অক্ষরার্থেরও ব্যাখ্যা করিয়া, “যোগমণিপ্রভা” নামে যে এক সরল টীকা রচনা করেন, তাহাতে ব্যাসভাষ্যের ও যোগদর্শনের তাৎপর্যাগ্রহণ স্বল্পায়াসসাধ্য হইয়াছে। অত্যান্ত টীকার সহিত তুলনা করিলে এই টীকায় নিম্নলিখিত গুণগুলি, পাঠমাত্রেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :—

(১) সূত্রসমূহের অর্থাবিস্করণ সহ ব্যাসভাষ্যের তাৎপর্যাবধারণ ইহার প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে ব্যাসভাষ্যের অনেক অবান্তর কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে দর্শনপ্রতিপাত্ত বিষয়টি সমগ্রভাবে বুঝিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই।

(২) এই টীকার ভাষা বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষা অপেক্ষা অনেক সরল এবং ব্যাখ্যা সহজবোধ্য।

(৩) ইহাতে পূর্বাণের সঙ্গতি অতি সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে।

(৪) সূত্রপ্রতিপাত্ত বিষয়ের প্রতিপাদনে, প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ (বা স্নায়ানুগত সঙ্গতি) এবং অপেক্ষিত বস্তু, প্রায় সকল স্থলেই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।

(৫) ইহা সর্বত্রই মূলানুসরণ করিয়া চলিয়াছে ; প্রস্তুতবিষয়ের অনুসন্ধান কোথাও পরিত্যক্ত হয় নাই।

(৬) সে স্থলে প্রসঙ্গ বা প্রকরণ অতিক্রম করিয়া কোনও সূত্র সংযোজিত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই ক্রমভঙ্গের কারণও উদ্দেশ্য, স্মৃতির সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৭) অতি সরল ভাষায় যোগশাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভেদন করা হইয়াছে।

(৮) এই টীকায় সিদ্ধান্ত মাত্রই প্রকটিত হইয়াছে।

(৯) এই টীকায় উপনিষদের ও গীতার অনেক বচন প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

এই সকল কারণে বাচস্পতিমিশ্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাহায্যে ব্যাসভাষ্য বুঝিবার পক্ষে, “যোগমণিপ্রভা” সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপক্রম গ্রন্থ। ‘যোগমণিপ্রভা’ এরূপ অগম হইলেও, বর্তমান শতাব্দীতে সদাশিবব্রহ্ম সরস্বতী নামে দাক্ষিণাত্যের এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ‘অমৃতবসিদ্ধ যোগপ্রক্রিয়া’ প্রদর্শনের ব্যবদেশে “যোগসুধাকর” নামে এক যোগসূত্রবৃত্তি রচনা করেন।

অনন্তদেব, নাগোজীভট্ট ও সদাশিবব্রহ্ম যতি বিরচিত এই তিন আশ্রিত বৃত্তির

একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই তিন বৃত্তিতে উপজীব্য বৃত্তির উক্তিগুলিই প্রায়শঃ সজ্জেকপে লিখিত হইয়াছে।

‘যোগমণিপ্রভা’র উক্তরূপ বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই উহা বঙ্গানুবাদের জন্ত নির্ধারিত হইয়াছে। ইতঃপূর্বে পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচূড় ও কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যোগসূত্রের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎপরে বিদ্বদ্ব্য ক্রীমদ্রহিরানন্দ আরণ্য মহাশয় ব্যাসভাষ্যের সহিত যোগদর্শনের অনুবাদ করিয়া, তৎসহ অনেক টীকাটিপ্পনী যোজনা করিয়া এবং যোগসূত্রের বার্তিকসহ লঘু অনুবাদ রচনা করিয়া যোগদর্শনকে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সুগম করিবার জন্ত বিস্তর প্রয়াস করিয়াছেন। ব্যাসভাষ্যের এইরূপ আক্ষরিক অনুবাদে উক্ত ভাষ্যের তাৎপর্য গ্রহণ প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে দুর্বল বলিয়া অনুবাদের উপর বিস্তর টীকাটিপ্পনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াও সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ব্যাসভাষ্য বুঝিবার পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাসভাষ্যের আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে যদি উক্ত ভাষ্যের সকল কথা, ছন্দোদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যার সহিত সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইত, তাহা হইলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক অধিকতর উপকৃত হইতেন। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ইত্যাদির সাহায্যে পাতঞ্জলদর্শনোক্ত অনেক তত্ত্বের পরিশুটীকরণ পাতঞ্জল সাহিত্যে নূতন। ইহার দ্বারা পাশ্চাত্য বিদ্যাভিজ্ঞ পাঠকের, বস্তুর সহিত পরিচয়াভাবজনিত মানসিক আড়ষ্টভাব অনেকটা কাটিয়া যাইবে এবং পাঠকের কৌতূহলও উদ্দীপিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির সহিত এইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানের মধ্যে কোন্টি অনুভবলব্ধ, কোন্টি বা অনুমান লব্ধ, তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত না হওয়ায়, আধ্যাত্মিককল্যাণকামী যোগাভ্যাসীর অন্তঃকরণে বিচিকিৎসা বা দ্বৈধীভাব কাটিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-গণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করায় এবং তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক শারীরবিজ্ঞান না থাকায়, বা তদ্বিষয়ে গবেষণা অতি অপরিশুট ভাবে সম্প্রতি আরম্ভ হওয়ায়, পাশ্চাত্যমনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপরীত সংস্কারাপন্ন প্রাচ্য ঋষিগণের বার্ণিত বিষয়ের সহিত সঙ্গতিকরণ বা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াস স্বভাবতঃই বিচিকিৎসিত হইতে পারে। তথাপি এইরূপ প্রয়াস ইদানীন্তনকালে অতীব প্রয়োজনীয়। সেইহেতু অনুমানলব্ধ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হইতে অনুভবলব্ধ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য পৃথগরূপে নির্দিষ্ট হইলে এবং তাহা অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হইলে, এইপথে ভবিষ্যদ্যবেষণার দিদর্শনস্বরূপ

হইত। কেননা অল্পমানলব্ধ সিদ্ধান্ত, তর্কশাস্ত্রবিহিত পরীক্ষাবারা পরীক্ষিত হইলে সর্বজনগ্রাহ্য হইতে বাধা পায় না, কিন্তু অল্পভবলব্ধ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত সংস্কারাদি দ্বারা রঞ্জিত হইয়া, বাদানুবাদের বিষয় হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে বিশুদ্ধিখ্যাপনের নিমিত্ত তাহাকে তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় উপনীত হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় (২১৪৭ খ্রের) “অনন্তসমাপত্তি” পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্কারাপন্ন ব্যাখ্যাতার নিকট আকাশাদির আনন্ত্যের ধ্যানভিন্ন অস্ত্র কিছুই নহে। তাঁহারা প্রাচ্য-সংস্কারাপন্ন অনেক টীকাকারের, “বিশ্ববাহক অনন্তনাগরূপে” আত্মধ্যানের কথা শুনিয়া পরিহাস করিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানগণ্য স্বামী শেখোক্ত মতেরই সমর্থক। তিনি বলেন, ইহা এক প্রকার অদৃষ্টকলক (অহং-গ্রহ) উপাসনা। উপাসনার বস্তু মিথ্যা হইলেও, তাহার ফল সত্য হইতে পারে, এই তথ্যটি স্মরণপথে রাখিলে বিশ্ববিধারক অনন্তনাগকে আর পরিহাসের বস্তু করা চলে না।

যাহা হউক এই সকল বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্রিহরানন্দ আরণ্যস্বামিমহাশয় এবিষয়ে পথপ্রদর্শক হওয়াতে, আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি “কল্যাণ” পত্রের ‘যোগাঙ্কে’ যোগবিষয়ক অনেক অসম্বন্ধ আলোচনা হইয়াছে, দেখা যায়। এই যোগাঙ্কের অনুষ্ঠাতৃগণ যদি এই সকল বিবাদাস্পদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ করিতেন এবং যোগ-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির সারসংগ্রহ করাইয়া লোকসমাজে প্রাচীন যোগদর্শন-সাহিত্যের পরিচয়প্রদান করিতেন, তাহা হইলে “কল্যাণ” পত্র ‘কল্যাণতম রূপ’ ধারণ করিত, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠকগণের নিকট নিবেদন—যোগমণিপ্রভার অনুবাদে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, ইহা যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য হইয়াছে, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পার না। শিরঃপীড়া নিবন্ধন ইহার প্রফ, সংশোধনে অনেক স্থান ঘটিয়াছে। আশাকরি পাঠকগণ মার্জনা করিবেন, ইতি ধাত্রীনবমী, ১৯২১ কার্তিক, সন ১৩৪২ সাল।

নিবেদক—শ্রীচুর্গাচরণ দেবশর্মা—
(চট্টোপাধ্যায়োপাধিক!)

কলৌ যোগসাধনম্ ।

(শ্রীছর্গাচরণশর্মণোপলব্ধঃ শ্লোকনিবন্ধকঃ ।)

স্বয়ম্ভুরিথাং ব্যাম্শৎ কদাচিৎ ৪—

“পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভু” *

রিথাং শ্রুতির্মহাং তনুজা † ব্যানিন্দং ।

দয়াবতী যোগিনি মোঘবীর্যো

স্বরূপসন্ধানপরে চ নিত্যম্ ॥ ১

যুগং কৃতং নাম হিতং যমায় ‡

ধ্যানানুকূলং বিগতং হি যস্মাৎ ।

মনাংসি বাহ্যার্থরতানি পুংসাং

যুগে যুগে যোগপথান্যাবেরন্ ॥ ২

কলিকালে যোগসাধনাম্ ।

কোনও সময়ে (সত্যযুগাবসানে) পরমাত্মা চিন্তা করিলেন :—

যোগী নিরন্তর আত্মস্বরূপে আপনাকে স্থাপন করিতে তৎপর থাকিয়াও বিফলপ্রয়াস হইতে থাকিলে, আমার আত্মজা * শ্রুতি, তাহার প্রতি দয়াবতী হইয়া আমাকে এইরূপে নিন্দা করিলেন—‘পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহিমুখ করিয়া নির্মাণ করিয়া তাহাদের প্রতি হিংসা (অহিতাচরণ) করিয়াছেন । †

সত্যযুগ যমনামক যোগাঙ্গের (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এইগুলির পক্ষে) উপকারক ; (কেন না সত্যযুগে এইগুলি মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ) । এইহেতু এই সত্যযুগ ধ্যানাভ্যাসের অনুকূল । ‡ সেই সত্যযুগ অতীত হইয়াছে বলিয়া, লোকের মন বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া যুগে যুগে যোগপথ হইতে স্থলিত হইতে থাকিবে । ২ ।

* কঠ উ-৪।১ ।

† “তস্ম মহতো ভূতস্ম নিঃশাসিত মেতত্তদৃশ্যেনো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদি, (বৃহা. উ ২।৪।১০)

‡ ধ্যানন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে শ্রেতায়ান্ দাপরেহচ্চ যন্ ।

যদ্যপ্যোতি তদ্যপ্যোতি কলৌ সঙ্কীৰ্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ভাগবতটীকায়—

শ্রীধরের উক্ত বচন ।

অতোহি যোগেন নিবধ্য ভক্তিং
 যোগস্ত শক্তিং বিদধামি যাসৌ ।
 ধবে কলৌ ক্ষীণদশাং প্রযাতে
 বহিমু'খং জীবমবেদপায়াৎ ॥৩
 তথাহি জীবা ময়ি দেহবন্ধে
 প্রেমাদ্র'চিন্তেন সদা রমস্তাম্ ।
 ইতি প্রদেষ্টুং সুদৃঢ়ং ত্রিকুত্বঃ
 ভবামি ভূম্যামিহ রামনাম্না ॥৪
 দধামি ভক্তিং জনকে বিধিৎসু
 জীবেষু মূলানুস্মৃতিপ্রবৃত্তিम् ।
 তনুঞ্চ গৃহ্নামি বিশুদ্ধসত্ত্বাম্
 সত্ত্বং অয়শ্বেতি দিশন্ মনুষ্ঠ্যান্ ॥৫
 সত্ত্বং গুণং তীব্ররজোহভিভূতং
 পুন পুনস্ত্রাতুমরে যতধ্বম্ ।
 ইতি প্রদেষ্টুং বিকটাং নিষেবে
 তনুঞ্চ বৈশ্রীং পরশূগ্রসারাম্ ॥৬



এইহেতু যোগের সহিত ভক্তিকে বাঁধিয়া দিয়া আমি যোগের শক্তি বিধান করিব, যাহাতে সেই ভক্তি, কলিযুগে যোগরূপ পতি ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইলে, বহিমু'খ জীবকে (সংসার সমুদ্রে নিমজ্জনরূপ) বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে । ৩ ।

এই উদ্দেশ্য এই প্রকারে সিদ্ধ করিব—আমি দেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হইলে, (বহিমু'খ) জীবগণ প্রেমাদ্র'চিন্তে আমাতেই নিরন্তর ক্রীড়া করুক—বহিমু'খতা চরিতার্থ করুক—ইহাই দৃঢ়ভাবে শিখাইবার জন্ত, আমি এই ধরাধামে রাম নাম লইয়া তিনবার অবতীর্ণ হইব । ৪

জীবের যাহাতে স্বমূলানুসন্ধান (আত্মানুসন্ধান) প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবার জন্ত আমি তিন রামাবতারেই পিতায় ভক্তি স্থাপন করিব । ' (হে জীব, কৈবল্যালাভের জন্ত) সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ কর' ইহাই শিখাইবার জন্ত আমি শুদ্ধসত্ত্ব (দাশরথি-) রাম শরীর গ্রহণ করিব । ৫

সত্ত্বগুণ তীব্র রজোগুণের দ্বারা অভিভূত হইতে থাকিলে, সত্ত্বগুণের উদ্ধার সাধন জন্ত—'ওরে জীব, বার বার যত্ন কর' ইহাই শিখাইবার জন্ত আমি পরশু-সাহায্যে বর্দ্ধিতশক্তি বিকট ব্রাহ্মণ শরীর ধারণ করিব ।

যুগে তৃতীয়ে তমসাভিভূতে
 সস্বে তমো ব্যোতু রজঃপ্রভাবাৎ ।
 ইতি প্রদেষ্টুং মদিরাবিলাসাং
 তনুং বিভস্মীহ হলপ্রচণ্ডাম্ ॥ ৭
 তনুং তজ্যন্ তাং মুখতো হি শেষং
 বহিঃ ক্ষিপন্ যোগনিরূপকেশম্ ।
 গতার্থতাং তস্মা নিবেগ্য ভক্ত্যা
 স্বরূপসিন্ধৌ বিনয়ামি লোকম্ । ৮
 তদৈব যোগেশ্বরকৃষ্ণমূর্ত্তিং
 বিধৃত্য গোত্রাক্ষণধর্মগোপ্ত্রীম্ ।
 জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ তথৈব কৰ্ম্ম
 সইহৈব ভক্ত্যা প্রদিশামি লোকে ॥ ৯
 কলৌ প্রধানেষু ক্ষয়ং গতেষু
 শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়জীবিতা সা ।

তদন্তর দ্বাপর যুগে, তমোগুণ সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিতে থাকিলে, ‘রজো-
 গুণের প্রভাবে তমোগুণ বিনষ্ট হউক’—ইহাই শিখাইবার জন্ত আমি মত্তপানাসক্ত
 এবং হলান্ন ধারণহেতু ভয়ঙ্কর (বণরাম-) শরীর ধারণ করিব । ৭

সেই শরীর পরিত্যাগকালে, মুখদিয়া যোগাচার্য্যশ্রেষ্ঠ শেষনাগকে বাহিরে
 নিক্ষেপ করিয়া, জগতে ‘যোগাভ্যাসের আর প্রয়োজন নাই’—এই কথা প্রচার
 করিব এবং ভক্তি দ্বারাই স্বরূপসিন্ধি বা কৈবল্য লাভ করিবার জন্ত, লোকসমূহকে
 শিক্ষিত করিব । ৮

সেই সময়েই আমি (কৰ্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ) গোজাতি, মন্ত্ৰের ও জ্ঞান-
 কাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ ব্রাহ্মণ এবং (যোগ দ্বারা আত্মদর্শন রূপ) ধর্ম্মের * রক্ষক
 —যোগেশ্বর কৃষ্ণশরীর ধারণ করিয়া, সংসারে ভক্তির সহিত জ্ঞান ও যোগানুষ্ঠানের
 উপদেশ করিব ! †

* “অয়মেব পরোধর্ম্মো যতোগেনাত্মদর্শনম্” । যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

† যথা গীতায় ।

বিনৈব যত্নেন দদাতি নৃভ্যঃ
 জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ ততশ্চ মোক্ষম্ ॥১০
 প্রতিধ্বনিঃ কৃষ্ণতনোশ্চ তস্তাঃ
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি প্রদীপ্তঃ ।
 অবাপ্য যোগং হি বিকল্পহীনং
 লভেত কাষ্ঠামিহ কাস্তভক্তেঃ ॥১১
 প্রতিধ্বনির্দেহযুগস্ততশ্চ
 'রামা'দি'কৃষ্ণ'স্ত বিস্তুতভক্তিঃ ।
 জ্ঞানং তথাদ্বৈতপরঞ্চ লব্ধ্বা
 লভেত কাষ্ঠামিহ দাস্তভক্তেঃ ॥১২
 রামশ্চ রামশ্চ তথৈব রামঃ
 কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণশ্চ তথৈব কৃষ্ণঃ ।
 স্মৃতাশ্চ গীতাশ্চ কলৌ স্তুতাশ্চৈতং
 দাস্তস্তি ভক্তিপ্রমুখং হি যোগম্ ॥১৩
 অস্ত্যো তু রামো সমুপাসনীয়ো
 সংজ্ঞ্যবরং লোকহিতার্থনিষ্ঠৈঃ ।

কলিযুগে জ্ঞান, কৰ্ম্ম (যজ্ঞ) ও যোগরূপ প্রধানগণ (অঙ্গিগণ) অবশ
 হইয়া পড়িলে, সেই ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণের নামমাত্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিয়া,
 লোককে আনায়াসেই জ্ঞান, যোগ এবং তত্ত্বভয়ের সাহায্যে, মোক্ষ প্রদান
 করিবে । ১০ ।

সেই কৃষ্ণশরীরের প্রতিধ্বনি, যিনি “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” এই নামে স্মৃতিত হইবেন,
 তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া কাস্তভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন । ১১ ।

সেই শরীরস্থের প্রতিধ্বনিস্বরূপ, নিকামভক্তিভাবাপন্ন, রামকৃষ্ণ অর্থেত ব্রহ্ম-
 জ্ঞানও লাভ করিয়া দাস্তভক্তির চরমসীমা প্রাপ্ত হইবেন । ১২ ।

এইরূপে কলিযুগে (দাশরথি-)রাম, (পরশু-)রাম এবং (বল-)রাম, আর
 (বাসুদেব)কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই ছয় মূর্তির যদি স্মরণ, নামকীর্তন
 ও স্তুতিপাঠ ইত্যাদি দ্বারা নিরন্তর আরাধনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা
 ভক্তির সাহায্যে যোগ অর্থাৎ সমাধি ও কৰ্ম্মযোগসিদ্ধি-প্রদান করিবেন । ১৩ ।

কলৌ নুবুদ্ধৌ প্রলয়ক্ষমায়া
 মেবং সদা তৌ হুভিষাচনীয়ো ॥১৪
 “হে রাম হে বিপ্র কুঠারপাণে
 রাজহুহীনামবনীং কুরুষ্ব ।
 বৈরাগ্যশস্ত্রেন লুনীহি লোভং
 পৃথ্বী যথা স্মাত্ সমরৈ ন দীনা” ॥১৫
 “হে রাম হে গৌর গৃহাণ সীরং
 দেশস্তা ভাণ্ডাংস্ত তমেব ছুন্ধি ।
 যথাহুদৈশৌ ন হি বক্ষিতাঃ স্ম্য
 ছুঃস্মা হি বাণিজ্যমিষেণ দেশ্যাঃ” ॥১৬
 কলিস্ত ভক্ত্যেকরসং বিদধ্যাৎ
 গর্বেণ ভক্ত্যেহৃদয়ং বিশুদ্ধং ।
 যথৈব রত্নাকরগর্ভদেশং
 মরুস্থলং ক্ষৌণিতলস্থবহিঃ ॥১৭
 কলিস্তহিংসাদিবিধানুপায়ান্
 উপেয়রূপেণ পুমর্থবিৎসু ।

কিন্তু যে ছই রাম শেখ অবতীর্ণ হইবেন, লোকহিতার্থনিরত জনগণ সম্ববদ্ধ হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিলেই ভাল হয় । কলিকালে মানুষের বুদ্ধি যখন প্রলয় ঘটাইতে সমর্থ হইবে, তখন সেই ছই রামকে এইরূপে প্রার্থনা করিতে হইবে :—

“হে রাম, হে বিপ্র, হে কুঠারধারিন্, তুমি যুদ্ধবৃত্তিক লোকগণকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত কর । তুমি বৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা লোকের লোভকে ছেদন কর, বাহাতে পৃথিবী যুদ্ধের বশে আর ছরবহা প্রাপ্ত না হয়” । ১৫ ।

“হে রাম, হে গৌর, তুমি লালস গ্রহণ কর এবং কোনও দেশের পণ্যভ্রমাসক্তার সেই দেশ হইতেই দোহন (উৎপাদন) কর, বাহাতে অত্র দেশের লোকে বাণিজ্যের ছলে কোনও দেশের দুর্বল প্রজাগণকে প্রতারণা না করে” । ১৬ ।

কিন্তু কলি, বিশুদ্ধভক্তিযোগে একান্তসরস হৃদয়েও ভক্তির গর্ভ উৎপাদন করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া দিবে ; যেমন ভূগর্ভস্থ বহি রত্নপ্রসবভূমি প্রভূত-সরস সমুদ্রতলদেশকেও মরুভূমিরূপে পরিণত করে, সেইরূপ । ১৭ ।

বিবোধ্য ঘোরং কলহং বিরোপ্য
 স্বনামবৈয়র্থ্যবিঘাতকঃ স্তাৎ ॥১৮
 তদা চতুর্বর্গবিধৌ হি সাধনম্
 প্রকল্যা ভক্তিং পুরুষার্থপঞ্চমম্ ।
 ভিদাঞ্চ মন্তঃ পরিকল্যা যোগিনঃ
 ক্রিয়েত কৈবল্যপদং নিরীশ্বরম্ ॥১৯
 প্রেম্নে স্পৃহাস্ত রসিকস্ত নিরাশকস্ত
 বন্ধায় তন্তুরিতি বেত্তি ন কোহপি জন্তুঃ ।
 ইথং হি গোপবনিতাদিজন্য বিদৃপ্তাঃ
 ক্ষীবার্জুনৌ * বিনয়তাং ছুরিতং হি তেষাম্ ॥২০
 সর্ব্বাংশ্চ মাং সমধিগন্তুমুপায়তুতান্
 ধর্ম্মান্ বিহায় শরণং সমধিত্রজনাম্ ।

কলি আবার অহিংসাদির স্থায় উপায় সকলকেও পুরুষার্থনির্ণয়কারী
 পণ্ডিতগণের নিকট উপায়রূপে (লক্ষ্যরূপে) প্রতিপাদন করিয়া ঘোর কলহ
 উৎপাদন করিবে এবং এইরূপে আপনার 'কলি' (অর্থাৎ 'কলহ') নামকে নিরর্থক
 হইতে দিবে না । ১৮-১

তখন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সিদ্ধির উপায়ভূত ভক্তিকে (এক শ্রেণীর বৈষ্ণবের
 নিকট) পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এবং (এক শ্রেণীর যোগীর
 নিকট) সিদ্ধ যোগীর অবস্থা আমা হইতে (ঈশ্বর হইতে) পৃথক্ বলিয়া প্রতিপাদন
 করিয়া, কৈবল্যপদকে ঈশ্বরশূন্য (এবং সেইহেতু নিরানন্দ) করিয়া
 তুলিবে । ১৯ ।

এই সর্ব্বভোগবিহীন রসিক পুরুষের মনুষ্যহৃদয়ের প্রেম উপভোগ করিবার যে
 ইচ্ছা, তাহাই ইহাকে বাঁধিবার ডোর, ইহা (আমি ভিন্ন) কোন প্রাণীই
 জানেনা—এইরূপে আভীররমণীগণ (আমাকে বাঁধিয়াছে মনে করিয়া) যে গর্ব্ব
 অন্ভব করে, আমাদ্বারা সংঘটিত 'ক্ষীবার্জুনসংবাদে'র ক্ষীব ও অর্জুন *
 তাহাদের সেই পাপ প্রক্ষালন করুক ।

* অগ্রে বর্ণিতবৃত্তান্তে ।

মোহাদ্বি সাধনবিধৌ ধৃতসাধ্যবুদ্ধি

যোগী লভেত সুসুখং মম যৎস্বরূপম্ ॥২১

যে সকল ধর্ম আমাকে পাইবার উপায় স্বরূপ, সেই সকলগুলিকেই পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র আমার আশ্রয় লইতে পারিলেই, যে যোগী মোহবশতঃ সাধনে সাধ্যবুদ্ধি ধরিয়া বসিয়া আছেন, অর্থাৎ অহিংসা, সমাধিসাধন প্রভৃতিকেই চরম লক্ষ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহেন না, সেই যোগী (মোহনিগ্নুক্ত হইয়া) পরমানন্দময় আমারই স্বরূপ লাভ করেন। (“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ।)

অথ ক্ষীবার্জুনীয়ম্ ।

কদাচিদৰ্জুনোহচিন্তয়ৎ :—

অথাভিযুক্তাঃ প্রবদন্তি কৃষ্ণম্ :—

“জ্যোতীংশি শুক্ৰানি চ যানি লোকে

“ত্রয়ো লোকা লোকপালান্ত্রয়ী চ

“ত্রয়োগ্নয়শ্চাহুতয়শ্চ পঞ্চ

“সর্বৈ দেবা দেবকীপুত্র এব ॥”

যে তৎকৃপাবিরহিতা স্ত ইমাং হি বাণী

মুৎপ্রেক্ষয়োপচরিতাং বিশ্বশস্তি দীনাঃ ।

শোচন্তি তে পরমসৌখ্যমবাপ্য সাক্ষা

স্মীনা ইবোপহসিতাঃ সলিলে তৃষার্তাঃ ॥১

প্রত্যক্ষতোহদর্শয়তৈব কৃষ্ণঃ

বিশ্বাশ্মমূর্তিঃ সমরাস্তনে মাম্ ।

প্রত্যেতু লোকো জগতাক্ষ নো বা

নিজানুভূতিং কিমপহুবীয় ? ॥২

ক্ষীবার্জুনীয়ম্ ।

অৰ্জুন কোনও সময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন :—

জ্ঞানবৃদ্ধগণ কৃষ্ণবিষয়ে বলিয়া থাকেন :—‘ত্রৈলোক্যেদরে যে সকল উজ্জল জ্যোতিষ্কমণ্ডল দৃষ্ট হয় তাহারা, আর তিন লোক—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ইত্যাদি লোকপালগণ, ঋগাদি বেদত্রয়, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়, পঞ্চাহুতি ও সমস্ত দেবতা— এই সব গুলিই এক ঐ দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ।’

যাহারা ভাগ্যহীন, কৃষ্ণকৃপায় বঞ্চিত, তাহারা এই কথাটিকে উৎপ্রেক্ষারঞ্জিত চাটুবচন বলিয়া মনে করে ; তাহারা নিরতিশয়ানন্দমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে সমক্ষে পাইয়াও শোকগ্রস্ত থাকিয়া যায় ; সেইহেতু তাহারা সলিলনিমগ্ন, তৃষার্ত মীনের ন্যায় হাত্যাস্পাদ হয় ।

কুরুক্ষেত্র সমরাস্তনে কৃষ্ণ, বিশ্বই যে তাঁহার নিজ মূর্তি, তাহা আমাকে প্রত্যক্ষভাবেই দেখাইলেন । জগতের লোকে, বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, আমি নিজের অনুভূতির অপলাপ করি কি প্রকারে ?

সোহয়ং মমাচ্চ প্রণয়েন বদ্ধঃ
 স্বসুঃ প্রিয়ায়াঃ ময়ি সম্প্রদাতা ।
 রথস্থ যন্তা সমরাজিরে মে
 ধনঞ্জয়হেন তথাঅমানী ॥৩
 অহন্তু কিঞ্চিন্ন করোমি তস্মৈ
 দুঃখানি তস্তাপনয়ামি সৌথৈঃ ।
 স আপ্তকামোহপি রতিং পিপাসুঃ
 কোহতো মদন্তো ভুবি ভাববেত্তা ? ॥৪
 কিয়চ্চিরং বৈ হৃদয়স্থ সাক্ষিণঃ
 চিত্তিস্বরূপাচ্চ কুপথ্যহারিণঃ ।
 মদঃ স্বভক্তেরপি নিহুতিং গতঃ
 প্রিয়ে হি তিষ্ঠেন্নিজনুলঘাতনঃ ? ॥৫

সেই কৃষ্ণ আজ আমার প্রণয়ে আবদ্ধ ; তাঁহার প্রিয়া ভগ্নী (সুভদ্রাকে) আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। সমরাজনে তিনি আমার রথের সারথি হইলেন। আবার তিনি ‘পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়’ এই বলিয়া গর্ব্ব অমুভব করেন। ৩।

সেই কৃষ্ণের স্ত্রীতি উৎপাদনের জন্ত আমি কিন্তু কিছুই করি না। আমি নিজে স্নেহে থাকিলেই, তাঁহার সকল দুঃখ অপনীত হয়। তিনি পূর্ণকাম হইলেও ভক্তির লোভ রাখেন। এই হেতু পৃথিবীতে আমার শ্রায় ভক্তিরসের অমুভবী কে আছে ? ৪।

অথও ব্যাপক চেতনাই যাহার স্বরূপ, তিনি সকল চেতন জীবেরই হৃদয়ের সাক্ষী। (হৃদয়ে যে কোন চিন্তা উদিত হউক না কেন, তাঁহার অগোচর থাকিতে পারেনা।) আর শিশু কুপথ্যাসক্ত হইলে মাতা যেমন তাহা কাড়িয়া লন, সেইরূপ ভগবানের প্রিয়জন, কুভাব লইয়া চিন্ত কলুষিত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিলোপ করিয়া দেন। সকল প্রকার গর্ব্বই চিন্তকে কলুষিত করে ; ভগবদ্ভক্তি লইয়াও সেই গর্ব্ব জন্মিলে, তাহাকেও ভগবান্ বিনষ্ট করিয়া দেন ; কেন না সেই গর্ব্ব তাহার জননী ভক্তিকেই বিনষ্ট করে। অর্জুনের ভক্তিগর্ব্ব চিন্তে উঠিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের অগোচর রহিল না।

“চিত্তিস্বরূপাং হৃদয় স্থ সাক্ষিণঃ”—অথও ব্যাপক চৈতন্যই যাহার নিজমূর্ত্তি, সর্ব্বজীবচৈতন্তের সাক্ষিস্বরূপ, সেই ভগবানের দৃষ্টিপথ হইতে ; “কুপথ্যহারিণঃ”—

‘কথং হি শল্যং হৃদয়াং সুখাবহং
 সমুদ্বরেয়ং রুধিরস্রুতিং বিনা’ ।
 হরিঃ সখিপ্ৰীতিবশাদচিন্তয়ৎ
 যদীশবৃত্তৈঃ সখিতা সুতুলভা ॥৬
 অথৈকদা দেহভৃদন্তরাষ্ট্রা
 হরিবিরিঞ্চেরপি গৰ্বহারী
 নিনায় পার্থং বনভূমিমাগং
 যদৃচ্ছয়া চক্ৰমুনাপদেশাং ॥৭
 দদর্শ দূরেহর্জুন আদদানং
 সব্যোন হস্তেন কৃপাণবল্লীম্ ।
 নগ্নং নরংকঞ্চিদদন্তমগ্রে
 স্থিতানি শুষ্কানি তৃণানি ভূমৌ ॥৮

যিনি (মাতার স্নায়) কুপথ্য কাড়িয়া লন তাঁহার নিকট হইতে; “স্বভক্তেঃ অপি মদঃ”—ভগবানের নিজের প্রতি ভক্তিরও অহঙ্কার—“কিয়চ্চিরং নিহুতিং গতঃ”—কতক্ষণ লুকায়িত থাকিয়া; “মিত্রে তিষ্ঠেৎ” ভগবানের প্রিয়জনের হৃদয়ে থাকিতে পারে? যেহেতু সেই গৰ্ব্বঃ “নিজমূলঘাতনঃ”—আপনার জননী ভক্তিকেই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ৫।

ভগবান হরি সখার প্রতি প্রীতিপরবশ হইয়া চিন্তা করিলেন, সখার হৃদয় হইতে শোণিতস্রোত না বহাইয়া—হৃদয়ে প্রবল আঘাত না দিয়া, কি প্রকারে সেই সুখপ্রদ শল্যের উদ্ধার করি (গৰ্ব্ব বিনষ্ট করি)? ভগবানের চিন্তিত হইবার কারণ এই যে, যাহাদিগকে ঈশ্বরের কার্য সম্পাদন করিতে হয় (অপক্ষপাতী হইয়া কৰ্ম্মফল প্রদান করিতে হয়), তাঁহাদের পক্ষে, (জীবের মধ্যে) সখা পাওয়া অকঠিন। ৬।

অনন্তর একদা সৰ্ব্বজীবের অন্তরাষ্ট্রা হরি, যিনি (গোহরণপর্বে) ব্রহ্মারও গৰ্ব্ব হরণ করিয়াছিলেন তিনি, যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণের ছলে, অর্জুনকে বনস্থলীর পথে লইয়া গেলেন। ৭।

অর্জুন দেখিলেন, সম্মুখে কিছুদূরে এক উলঙ্গ মহুষ্য বাম হস্তে অসিলতা ধারণ করিয়া, ভূমিতে পতিত শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। ৮।

দৃষ্টে ব সজ্জাতকুতূহলঃ সঃ
 পপ্রচ্ছ নাট্যাং ন বিশঙ্কমানঃ ।
 “কমেব যোনিং সমলঙ্করোতি ।
 সৃষ্টৌ সখে তে পুরুষোদয এষঃ” ? ॥৯
 “অসংশয়ং ক্ষীব ইবৈষ দৃশ্যতে” ।
 উবাচ কৃষ্ণোহভিনয়ং শচ বিশ্বয়ম্
 “তথাপি বৈচিত্র্যমিবাস্তু ভোজনে
 ক্ষমং হি গতা সবিশেষমুহিতুম্” ॥১০
 বিহায় কৃষ্ণঃ দৃষদাসনস্থং
 সসার পার্থঃ প্রীতি নগ্নমূর্ত্তিম্ ।
 উবাচ “মাং ভদ্র সহস্র পাশ্চ
 কুতূহলেনৈব তবাত্র নীতম্ ॥ ১১ ।
 পৃচ্ছামি পুণ্যব্রত তে বুভুক্ষা
 বিহায় ভোজ্যানি কথং বিশুদ্ধে ।
 তৃণোৎকরে যাতি ন মানবাহে ?
 জহাতি কিং বা নবশম্পকানি ?” ॥ ১২ ।

তাহা দেখিয়াই তাঁহার কৌতূহল জন্মিল । তিনি কৃষ্ণের এই নাট্যাঙ্গীলা কোন ক্রমেই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘সখে, এই পুরুষরত্নটি তোমার সৃষ্টির কোন জীবজাতিকে শোভান্বিত করিয়াছে ?’ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ বিশ্বয়ের অভিনয় করিয়া বলিলেন, ‘নিঃসন্দেহ, এই মনুষ্যটিকে মাতালের মতো দেখাইতেছে ; ইহার ভোজনও বেন বিচিত্র । তথাপি ইহার নিকটে যাইয়া ইহার ভোজনের বৈচিত্র্য সবিশেষ লক্ষ্য করিতেই পার’ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ পথপার্শ্বস্থ উপলাসনে উপবিষ্ট হইলেন । অর্জুন তাঁহার মদ্র ছাড়িয়া সেই নগ্নমূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইলেন । গিয়া, তাহাকে বলিলেন ‘হে ভদ্র এই পথিককে ক্ষমা করুন ; কৌতূহলই এই পথিককে আপনার এই স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে’ ॥ ১১ ॥

‘হে পুণ্যব্রত, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার ভোজনেচ্ছা, (মনুষ্যের) আহারযোগ্য বস্তুর প্রীতি গমন না করিয়া মানবভোজনের অযোগ্য তৃণরাশির দিকে কেন গেল ? আর তাহা হইলেও, কেনই বা কোমল নব নব তৃণগুলি পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক তৃণ গ্রহণ করিতেছেন ?’ ॥ ১২ ॥

“ন মেহস্তি তুচ্ছাশনবস্ত্রলব্ধৌ
 ক্ষণে বৃথা মন্তমথাজ্জিতুং কিম্ ?
 নিবর্তয়েহং কুতুকং কদা তে ?
 শিবোহস্ত পন্থাস্ত” উবাচ নগ্নঃ ॥ ১৩ ।
 “ইমং হি ধর্মং প্রবদস্তি তজ্জ্ঞাঃ”
 প্রোবাচ পার্থস্তনুবাচ নগ্নঃ ।
 “ধর্মেন কিং যস্য সখা নিরুদ্ধঃ ?
 জড়স্য কিং বা বহুনা শ্রুতেন ?” ॥ ১৪ ।
 “অহার্যনির্বন্ধতয়া তবাত্র
 বস্তব্যমেতচ্ছূণু সংগ্রহেণ ।
 ব্যাপাত্ততে কিং জঠরস্য তৃণৈশ্চ
 দক্ষস্য জীবনবশম্পজালম্ ?” ॥ ১৫ ।
 শ্রুত্বাজ্জুনো হ্যস্তকরঃ কপোলে
 উবাচ “যোগেশ নমোহস্ত তুভ্যম্ ।

সেই নগ্নমূর্তি বলিলেন—“তুচ্ছ গ্রাসাচ্ছাদনলাভের জন্য বৃথাচিন্তা করিবারও আমার অবসর নাই, তাহা অর্জন করিবার কথা আর কি বলিব ? আমি কখন তোমার কোতুহলনিবৃত্তি করি ? (সময় কোথায় ?) । তোমার (প্রস্থান-)পথ নিরাপদ হউক” । ১৩ ।

পার্থ বলিলেন, “ধর্মবিলগ্ন ইহাকে (পথিকের কোতুহলনিবৃত্তি করাকে) ধর্ম বলিয়া থাকেন । নগ্ন মনুষ্যটি তাঁহাকে বলিলেন “সখাকে যে (প্রীতি দ্বারা চিত্তে) আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্মের প্রয়োজন কি ? আর যে ব্যক্তি জড়, তাহারই বা অধিক শুনিবার প্রয়োজন কি ?” (সে সকল ব্যাপার বুঝিতে অক্ষম) । ১৪ ।

“দেখিতেছি, এবিষয়ে তোমার (জানিবার) নির্বন্ধকে পরিহার করিবার উপায় নাই । সেই হেতু সজ্জেক্ষে বলিতেছি শুনিয়া লও । (তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি) পোড়ারদরের তৃণের জন্য কি কোমল জীবিত শিশুতৃণরাজির প্রাণবধ করিতে হইবে” ? । ১৫ ।

সংসার্বভৌমাভ্যমহাব্রতায় *

সর্বেষু ভূতেষুভয়প্রদায়” ॥ ১৬।

“পরন্তু ব্রহ্মং গহনীকৃতং তে

জড়োহস্মি যোগিন্ বিদিতং হি পূর্বম্।

অহিংসকস্ত ব্রতিনঃ করে কিং

নিদ্রিংশ এষোহপি পিধানমুক্তঃ ?” ॥ ১৭।

স এবমুক্ত স্তম্বাচ পার্থং

“নিরঙ্কুশং তে কুতুকং হবৈমি।

অসঙ্গতং তং সহসা ক্রমস্ব

সখ্য বিয়োগং মনসি ক্রমে নো ॥ ১৮।

স্বতেহস্ম্য রূপাং কুতুকং ন মেহভূং

রূপেহহুভূতে কুতুকং নিরন্তম্।

অথাশ্রুতং মে তব সাহচর্য্যং

বৈরিক্রয়ে মাং তদবেহি দাসম্ ॥ ১৯।

অর্জুন শুনিয়া গালে হাত দিলেন ; বলিলেন “হে যোগীশ্বর, আপনাকে প্রণাম ; আপনার সার্বভৌম (অহিংসারূপ) আশ্রমহাব্রতকে প্রণাম, কেননা, এই মহাব্রত সমস্ত জীবকেই অভয় প্রদান করিতেছে” ॥ ১৬।

“পরন্তু, হে যোগিন্ আপনি আপনার চরিত্রকে, এই অধমের বুদ্ধির পক্ষে দূরবর্গাই করিয়া দিলেন। আপনি তা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে আমি জড়-বুদ্ধি। আপনি অহিংসাব্রত ধারণ করিয়াছেন, তথাপি আপনার হস্তে এই তরবারিখানি কেন ? আবার তাহাও দেখিতেছি নিক্ষেপিত” ॥ ১৭।

অর্জুন এইরূপ বলিলে তিনি উত্তর প্রদান করিলেন—“দেখিতেছি তোমার” কোতূহল নিরঙ্কুশ (দুর্য্যোদন) ; এই অসঙ্গত কোতূহল মনোবলপ্রয়োগে সহন করিয়া যাও, (যেহেতু তোমার কোতূহল নিবৃত্তি করিতে গেলে) চিন্তে সখার সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিবে, তাহা আমি সহন করিতে পারিব না।” ১৮।

সেই সখার রূপ ছাড়িয়া অস্ত্র কিছুতেই কখন আমার কোতূহল জন্মে নাই এবং তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া আমার সকল কোতূহল নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। তবে যদি তুমি এইরূপ প্রতীকৃত হও, যে আমার শত্রুত্বে তুমি সহায়তা করিবে, তবে জানিও, আমি তোমার দাস। ১৯।

* “জাতিদেণকালনয়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতমি” তজ্জায়াঃ মহাব্রতং সূচিতম্। “যা মুক্তিহেতুরবিস্তৃতমহাব্রতং চে”তজ্জ বৃহৎ ক্ষত্যাভ্যনিকেতবানাদিক্রপাং পঞ্চমাদি-সপ্তমভূমিকাস্তং ত্রেমিকমন্ত্যং মহাব্রতং সূচিতম্।

অ। কিং তেহপি বৈরী ? জগতঃ সান্ন

মসংশয়ং মে স বধাহ্ এব।

ক্ষী। নাসাবনহোহস্তি তথাপরৌ দ্বৌ

ত্রিভিঃ সখা মে স কদর্থিতোহভূৎ ॥২০।

অ। কে তে নিবেতা নিবসন্তিকুত্র

কৌ বাপরাধশ্চ সখা ক এব।

দদামি বাচং তব বৈরিমর্দে

গেহেপ্রগলভঃ খলু নৈষ জীবঃ ॥২১।

ক্ষী। স্মৃশ্তো জগৎপালনখেদভারাং

সখা পদা যো হৃদি তাড়িতঃ সন্।

কেনাপি বিপ্রাপসদেন তীত্র

মুবাচ কচ্চিদ্ব্যথসে ন বিপ্র ॥২২।

অর্জুন। আপনারও কি শত্রু আছে ? সে, তাহা হইলে, জগতের শত্রু। (তাহা হইলে) নিঃসন্দেহ (জানিবেন) আমি তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত।

ক্ষী। সেই একমাত্র শত্রু নহে, আরও দুইটি আছে। সেই তিনটায় মিলিয়া আমার সখাকে অবমানিত করিয়াছে। ২০।

অ। তাঁহারা কে বলুন, তাহাদের নিবাসস্থান কোথায় ? আর তাহারা কি অপরাধ করিয়াছে ? আর আপনার সখাই বা কে ? আমি আপনার শত্রুনাশ করিব, প্রতিশ্রুত হইতেছি। (জানিবেন) এই জীব কখনই বৃথাআত্মাঘী নহে। ২১।

ক্ষী। জগৎপালনের গুরু পরিশ্রম বশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, যাঁহার হৃদয়ে এক বিপ্রাধম, যখন তীত্র পদাঘাত করিল, তখন যিনি কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন “হে বিপ্র তোমার চরণ ব্যথিত হয় নাই ত’ ?”—তিনিই আমার সখা। সেই সখা তাঁহার চরণথানিতে হাত বুলাইবার জন্য নিজের অঙ্কে ধারণ করিলে, সেই ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া রহিল ; তাঁহার হৃদয়ে নিম্ন পদচিহ্নের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিল না। যখনই আমি ধানে আমার মিত্রকে হৃদয়ে দর্শন করি, তখন সেই পদচিহ্ন আমার হৃদয়ে শূলের স্থায় বেদনা দেয়। যখন আমি সেই

সখ্যা ধূতেহকে চরণে মৃজার্থং
 দদর্শ নাসৌ বিমুখঃ পদাঙ্কম্ ।
 ধ্যানেন পশ্যামি যদৈব মিত্রং
 শূলায়তে মে হৃদি তৎপদাঙ্কঃ ॥২৩
 প্রমার্জ্জিতুং নাহমলং তদঙ্কং
 প্রমার্জ্জমি বিপ্রং তু ভুবঃ কলঙ্কম্ ॥

অ । কিং ব্রহ্মহত্যা তব বন্ধুকৃত্যম্ ?
 নাশোহপি তত্ত্বজ্জকুলস্ত্য হেতোঃ ? ॥২৪

ক্ষী । বন্ধোঃ কৃতে তস্ত্য কিমস্ত্যকার্য্যম্ ?

অ । কো নাম বধাঃ খলু তে দ্বিতীয়ঃ ?

ক্ষী । কা নাম সেতীতি কথং ন পৃচ্ছা ?

অ । নার্যা বিনাশো নিরয়স্ত্য পস্থাঃ ॥২৫

পদচিহ্ন বিলুপ্ত করিতে পারিলাম না, তখন আমি সেই ধরিজীকলঙ্ক ব্রাহ্মণেরই
 বিলোপ-সাধন করিব । (২২, ২৩, ২৪ ই) ।

অ । ব্রহ্মহত্যা করিয়াই কি আপনি বন্ধুর প্রতি কর্তব্য পালন করিবেন ?
 আবার সেই ব্রহ্মহত্যা অস্ত্র কাহারও নহে, যিনি স্বয়ং জ্ঞানিকুলের আদিপুরুষ,
 তাঁহার । ২৪ ।

ক্ষী । সেই বন্ধুর জন্ত কোন্ অকাঙ্ক্ষা করিতে না পারি ?

অ । আপনি অস্ত্র কোন্ পুরুষকে বিনাশ করিতে চান ?

ক্ষী । পুরুষকে বলিতেছ কেন ? কোন্ নারীকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ
 না কেন ?

অ । নারীবধ নরকেরই পথ, । ২৫ । তাহা কখনই আপনার সখাকে স্মৃতি
 করিবে না, ইহা কেন বুঝিতেছেন না ?

ক্ষী । নরকে কি তাঁহার চিন্তা যায় না ? অথবা নরক হইতে আমার চিন্তা
 তাঁহার প্রতি যাইবে না ?

অ । ভাল পুতনাকে তিনি ত পূর্বেই পান করিয়াছেন । । ২৬ । সেইরূপ
 তাঁটকাকেও ভোজন করিয়াছেন ।

সখ্য ন' সৌখ্যায় কথং ন বুদ্ধম্ ?

ক্লী। কিং তস্মা চিন্তা নিরয়ে ন যাতি
তস্মিন্ ন বা মে নিরয়ে চ চিন্তা ?

অ। সা পুতনা তেন পুরৈব পীতা ॥২৬
সা তটিকা তেন তথৈব জঙ্কা।

ক্লী। শ্রুতা ত্বয়া কিং ন হি পঞ্চপত্নী
দুর্ব্বাসসঃ শাপজিহাসয়া যা
ভুক্তাবশিষ্টং হৃদদাচ্চ সখে ॥২৭
যজ্ঞেশ্বরায়ামৃতভুধরায় ?
সা চেৎ কদাচিন্নম মার্গমায়াং
নুনং ভবেৎ সা মম খড়্গলেহা।

অ। জানামি তাং পাণ্ডবধর্ম্মপত্নীং ॥২৮
যৎসুদমুন্ধো মধুসুদনস্তে
মহানসদ্বারমধিষ্ঠিতঃ সন্
কৃষ্ণেতি মিত্রীয়তি যাচমানঃ।

ক্লী। নিযচ্ছ বাচং তব নষ্টবুদ্ধে ॥২৯
কিমাশু কামস্ম রসানুবৃত্তিঃ ?
তৃপ্তায় ভুক্তোঃ স্বদতে হি ভক্তিঃ
ভারং হি তস্মা বসুধা ন বোঢ়া ॥

ক্লী। তুমি কি শুন নাই, যাহার পাঁচটি পতি, সেই নারী দুর্ব্বাসামুনির শাপ
এড়াইবার জন্য আপনাদের ভোজনাবশিষ্ট (শাক) আমার সখাকে দিয়াছিল—
। ২৭। যিনি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর এবং অমৃতভোজগণেরও অধীশ্বর। সেই নারী যদি
কখনও আমার পথে পড়ে, তখন আমার খড়্গ তাহাকে লেহন করিবে।

অ। পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী সেই নারীকে আমি জানি। ২৮। যাহার স্বহস্তপ্রস্তুত
ব্যঞ্জনাদির লোভে মুগ্ধ হইয়া, আপনার মধুসুদন তাহার রন্ধনশালার দ্বারে আসন
গাড়িয়া বসেন এবং “কৃষ্ণা” “কৃষ্ণা” বলিয়া তাহার সহিত মিতালি করিয়া ব্যঞ্জনাদি
চাহিয়া থাকেন। ২৯।

অ। বিপ্রস্তু নার্য্যশ্চ বধায় যোগিন্ ॥৩০
 স্তন্যং মমাস্থা কিমপায়য়ন্মাম্ ?
 ক্ষারেন কিং সা ন হরেন্মমায়ুঃ
 ক্ষাত্রোচিতং বৈ দিশতু ত্রতং মে ॥৩১

ক্ষী। ক্ষাত্রে হি বীর্য্যো যদি তেহভিমানঃ
 ক্ষাত্রং কুলং তৎ কুরু নিষ্কলঙ্কম্ ।
 ক্ষত্রোধমং তং জহি যোদ্ধা পাশং
 যঃ সারথিং মে কৃতবান্ সথায়ম্ ॥৩২
 শঙ্কাস্পদং ভীষ্মবলেন নীতে
 স্বজীবিতে যঃ প্রণয়াং সথায়ম্ ।
 অত্যাভয়ং স্বাং সমতাপ্রতিজ্ঞাং
 ক্লীবঃ স যোধো মরণায় জাতঃ ॥৩৩
 যৎপক্ষপাতং সমরে প্রমাষ্টুং
 দেবব্রতপ্রেম্ভ্রনিভঃ সথা মে ।

ক্ষী। ওরে দুর্ধ্বুদ্ভি, চুপ্ কর। যিনি আপ্তকান, তিনি আবার স্তন্যজুদ্ব্যবহার
 পিছনে দৌড়ান্ একি সম্ভব? যিনি ভোগে পরিতৃপ্ত, তাঁহার ভক্তিতেই রুচি হয়।
 সেই নারীর ভার পৃথিবী কখনই বহন করিবে না। ৩০।

অ। হে যোগিন্, ব্রহ্মহত্যার জন্তও নারীহত্যার জন্তই কি আমার মাতা
 আমাকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন? তাহা হইলে তিনি কি শৈশবেই লবণ
 গিলাইয়া আমার প্রাণবধ করিতেন না? ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যদি কোন কাৰ্য্য থাকে
 তবে বলুন। ৩১।

ক্ষী। আপনাকে ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া যদি তোমার অভিমান থাকে, তাহা হইলে
 তুমি ক্ষত্রিয়কুলকে নিষ্কলঙ্ক কর। তুমি সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম নিরুপষ্ট যোদ্ধাকে বিনাশ
 কর, যে আমার সথাকে আপনার সারথি করিয়াছিল। ৩২।

(ভীষ্ম বাহার জীবনকে) সংশয়াপন্ন করিলে, যে আমার সথাকে বন্ধুত্বের
 দোহাই দিয়া, সথাকে, 'এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা,
 পরিত্যাগ করাইয়াছিল, সেই ক্লীব যোদ্ধার জন্ম, কেবল মরিবার
 জন্ত। ৩৩।

তন্মুদ্রাশয়্যামভিতঃ স্থিতঃ সন্
 শুশ্রাব সূক্তং বত সাবহাসম্ * ॥৩৪
 উপান্তবীৰ্য্যোহপি স বীরমানী
 সমক্ষমায়াং হুমিবাচ্চ বক্কো ।
 নূনং স গণ্যো জগদাততায়ী
 কদর্থয়েছো জগতাং হি নাথম্ ॥৩৫
 অ । কদাপি নায়্যাং পুরতো মমাসৌ
 যতো হি মন্তো স মনাঙ্ন হীনঃ ।
 নাহঞ্চ যায়ং পুরতোহস্তু জাতু
 যতঃ স মন্তোঃ ন মনাথরীয়ঃ ॥৩৬
 অথাভিকাজ্জস্তুধুনৈব নশেৎ
 পাপঃ স তূর্ণং তব দেহি খড়্গম্ ।
 ইমাং বনোদ্দেশমভি ভ্রমন্ সঃ
 দৃষ্টৌ বয়স্মেন সহাগতেন ॥৩৭
 প্রদর্শয়িষ্যামি তদীয়মুণ্ড
 মহুয় যোগিন্ বচনং গৃহাণ ।

যুদ্ধে বাহার প্রতি পক্ষপাত করিয়া অপরাধ করিলে, সেই অপরাধের ফলান
 জন্ম, আমার সখাকে ভীষ্মের শরশয্যার সম্মুখে তাঁহার ভৃত্যের হায়ে দাঁড়াইয়া
 থাকিতে হইয়াছিল, এবং “আমার প্রাণান্তকারী অৰ্জুনের যিনি সখা, তাঁহার
 প্রতি যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি অচলা হইয়া থাকে”, হায়, ভীষ্মের এইরূপ
 অবহাসগর্ভ স্তোত্র শুনিতে হইয়াছিল, (তাহার জন্ম কেবল মরিবার জন্ম, ।

হে মিত্র, অপরের নিকট শক্তি ধার করিয়া যে আপনাকে বীর মনে করে, সেই
 কৃত্রিম বীর যদি কোনও দিন, তোমার সম্মুখে পড়ে, আজ যেমন আমার সম্মুখে
 তুমি আসিয়াছ, তাহা হইলে তাহাকে জগতের আততায়ী বলিয়া জানিবে, কেননা
 যিনি জগতের নাথ, তাঁহার সে অবমাননা করিয়াছে । (“আততায়িনমায়ান্তং
 হত্বাদেবা বিচারয়ন্”—‘আততায়ীকে আসিতে দেখিলেই বিনা বিচারে তাহাকে
 মারিয়া ফেলিবে’, এই নীতিকে লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ উপদেশ) ।

* “বিজয়সখে রতিরস্তু মেহনবজা ।” ভাগবত ১৯।৩০ ।

ক্ষী। গৃহাণ নিস্ত্রিংশমথাশিষো মে

“মৰ্ম্মাণি তে বৰ্ম্মণা চ্ছাদয়ামি

“সোমস্তা রাজামৃতেনান্নবস্তাম্ ।

‘উরোৰ্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু

“জয়ন্তস্তান্ন দেবা মদন্ত ॥৩৮

খড়্গং গৃহীত্বা তমুবাচ পার্থঃ

“শস্তোঃ প্রসাদাৎ পুনরুক্তিরেষা ।

আপৃচ্ছেনেনেদমবেহি যোগিন্

গচ্ছামি সম্যক্ সময়াধিমুক্তঃ ॥৩৯

অ। সে আমার সম্মুখে কখনই আসিয়া দাঁড়াইবে না, কেননা সে আম অপেক্ষা কিছুতেই নূন নহে। আমিও কখনই তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব না কেননা সে আমাঅপেক্ষা কিছুতেই বড় নহে। তবে যদি আপনি চাহেন যে সেই পাপিষ্ঠ এখনই বিলুপ্ত হউক, তাহা হইলে, শীঘ্র আপনি আপনার ঋজাখানি আমাকে দিন। আমার সখা, যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তিনি তাহাকে এই বনের দিকে ভ্রমণ করিতে আসিতে দেখিয়াছেন। হে যোগিন্ আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, এইক্ষণেই আমি আপনাকে তাহার মুণ্ড দেখাইব।

[প্রাণভ্রাণেহনৃতং বাচ্যমানো বা পরশু চ ।

গুরুর্থে স্ত্রীযু চৈব স্ত্রাদিবাহকরণেষু চ ॥

নিজের বা অপরের প্রাণ রক্ষার জন্ত, গুরুর অতীষ্টসিদ্ধির জন্ত, পত্নীর নিকট এবং বিবাহসম্বন্ধটনের জন্ত মিথ্যা বলা চলে।] ৩৬,৩৭।

ক্ষী। তবে এই তরবারির সহিত আমার এই আশীর্বাদও লও। [যজুর্বেদোক্ত (১৭।৪২) এই আশীর্বাদের অর্থ—] “তোমার মৰ্ম্মস্থানসমূহ আমি বৰ্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। তদনন্তর রাজা সোম তোমাকে অমৃত দ্বারা আচ্ছাদন করুন; বরুণদেবও তোমার সেই বৰ্ম্মকে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট করুন; তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিতে থাকিলে দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হউন”। ৩৮।

খড়্গাখানি লইয়া অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন—“শস্তুর রূপায় আপনার এই আশীর্বাদ পুনরুক্তি মাত্র। আমি আপনার নিকট বিদায় চাহিতেছি; আর এই সম্ভেট বিদিত হউন, আমি আপনার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে একেবারেই বিমুক্ত হইয়া চলিলাম”।

সখড়ামায়ান্তমথাচ্যুতস্তং
 প্রত্যদ্বজ্ঞাহ “সথে নিরস্ত্রম্ ।
 ত্বাং প্রেষ্য মত্তং প্রতি নগ্নখড়্গা
 মাসং ত্বহং ত্বৎপথমীক্ষমাণঃ” ॥৪১

অ । পৃথ্বীঃমদর্থং চরতোহতিচণ্ডং
 ক্ষীবস্ত হস্তে রুধিরং মদীয়ম্ ।
 পিপাসুখড়্গাঃ পুরতোহপ্যাবাপা
 স্থিতো নিবৃত্তোহম্ভবং যদৈব ॥৪১
 তদৈব বুদ্ধং হবিতোহস্মি কাভ্যাং
 যাভ্যামসিদ্ধং পিহিতং পরাত্মা ।
 সম্ভাবনাহভাববপুর্মতি র্থা
 তথাপরা যা বিপরীতরূপা ॥ ৪২
 বুদ্ধঞ্চ কো মাং পুনরানয়ত্বাং
 যো বুদ্ধিযোগো ভজতে হি নিত্যম্ ।

অর্জুনকে খড়্গ লইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আগুবাড়াইয়া গেলেন ;
 কহিলেন, ‘লোকটা ত’ একে মাতাল, তাহার উপর হাতে খোলা তরবারী ; নিরস্ত্র
 করিয়া তোমাকে উহার নিকট পাঠাইয়া, আমি তোমার পথ চাহিয়া অপেক্ষা
 করিতেছিলাম’ । ৪০ ।

অ । মাতালটা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকেই পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে ।
 তাহার হাতে যে তরবারি, তাহা আমারই রক্তের জন্ত পিপাসু হইয়া রহিয়াছে ।
 আমার সেই রক্ত সম্মুখে পাইয়াও, যখন তাহার তরবারি তাহা পান করিতে নিবৃত্ত
 রহিল, তখনই বুঝিতে পারিলাম, তোমার কোন্‌ দুই শক্তি আমাকে রক্ষা করিল—
 যে দুই শক্তিদ্বারা তুমি পরমাত্মা হইয়াও আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ ।
 তোমার সেই দুই শক্তি জীবে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপে বিद्यমান ।
 [এই ব্যক্তির অর্জুন হওয়া অসম্ভব,—অসম্ভাবনা । এই ব্যক্তি একজন পথিক-
 মাত্র, অর্জুন নহে, ইহাই বিপরীতভাবনা ।] ৪১, ৪২ ।

প্রতিশ্রুতস্তে সুলভো ন যোগৈ

বিয়োগবৎ সংশয়মোহমতোঃ ॥৪৩

ভূগোঃ পদাঘাতমবাধমচ্যুত

কথং হি মৃগ্মকরোদ্বিজাগ্রীম্ ।

তদীয় ভক্তেক্ষণশূলদুঃসহম্

যথা স হত্নেত শৃগালকোকবৎ ॥ ৪৭

কু। ঐশে সত্ত্ব বিশুদ্ধে ভবতি হি নিকষোহংকৃতেঃ সন্নিবৃতি

হেঁবং মহা স লভ্য প্রহরগমকবোন্মে হৃদি স্বাপকালে ॥

অক্ষোভ্যানন্দরূপত্বমপি চ ভবতি প্রেষ্ঠশুদ্ধৌ প্রমাণম্

খাতুধৈতন্নিরাস্তিঃ চরণমকরবৎ তস্য সম্বাহনাত্মৈঃ ॥ ৪৫

বিন্দৌ সিদ্ধং নিরীক্ষ্য ব্রজতি ময়ি লয়ং জ্ঞানমিশ্রা হি ভক্তিঃ

সিদ্ধুং বিন্দৌ নিরুদ্ধ্যাকলয়তি বত মাং জ্ঞানহীনা যদা সা ।

আরও বুদ্ধিগাম, কে আমাকে তোমার নিকট আবার ফিরাইয়া আনিল; যে তোমাকে নিত্য ভাবনা করে, তাহাকে যে বুদ্ধিযোগ দিতে তুমি প্রতিশ্রুত আছ, তাহাও সেই বুদ্ধিযোগ; তাহা উক্ত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার অপনয়নের ছায়, ভক্তিযোগভিন্ন অন্ত্যযোগসাধ্য নহে । ৪৩ ।

হে অচ্যুত, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি ভৃগুর পদাঘাত অবাধে সহ করিয়া সেই দ্বিজবরকে তোমার ভক্তগণের নিকট চক্ষুঃশূলের ছায় দুঃসহ করিয়া রাখিলে, তাহাতে তিনি শৃগাল বৃকের ছায় (তাহাদের হাতে) নিহত হইতে পারেন । ৪৪ ।

কু। ভৃগু ভাবিয়াছিলেন, যে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ, অহঙ্কারের একান্ত নিবৃতিই তাহার নিকষ (বিশুদ্ধিপরীক্ষার উপায়)—সত্ত্বগুণের সহিত অহঙ্কারের লেশও না থাকিলে তাহাই ঈশ্বরের নিজমূর্তি। এই ভাবিয়া তিনি (ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে পরীক্ষা করিবার পর) যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম, তখন আমার বৃকের উপর লাতিপ্রহার করেন। (তিনি বুঝেন নাই যে) আরাধ্য দেবতার স্বরূপভূত আনন্দ, (সর্বাবস্থায়) অবিকলিত থাকিলে, তাহাই তাঁহার সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধি প্রমাণ; এই তত্ত্বটি তাঁহার বুদ্ধিতে পৌছাইয়া দিবার জন্ত, তাঁহার চরণ টিপিয়া, হাত বুলাইয়া, আমি তাঁহার চরণের ব্যথা দূর করি । ৪৫ ।

আবিষ্কৃত্বান্ তদাহং শিশুমুখবিলগা লোকসংস্থা দ্বিসপ্ত
ব্রহ্মী কুব্ধব্রহ্মীক্ণং শিশুকরনহনং জ্ঞানমৌহে প্রদাতুম্ ॥ ৪৬

গত্বা প্রদর্শয় শিরস্তব সংশ্রুতং যৎ
ক্ষীবায় বেদয় সখে তব কিং ন যোগিন্,
জ্ঞাতং সখা তব রিপো হৃদয়ে নিলীনো
হ্যাস্তে তবাদরবিদারমপেক্ষমানঃ ॥ ৪৭

অ। ক্ষীবং সশস্ত্রং হৃগমং ন ভীতঃ
তস্মাদশস্ত্রাত্ম বিভেতি চিত্তম্।
ন বেত্তি হেতুং ত্বষিতং তু বেত্তুং
কৃষ্ণা কিমর্থং মরণায় কুণ্ডা ॥ ৪৮

ক। পাঞ্চালী মাং বিপদিশরণং পাণ্ডবানাঞ্চ মহা
পাঞ্চালীং মামিব কৃতবতী সূদতৃপ্তং করস্থাম্।
নাভুমত্বং সুখরিবহিতং কেবলং মৃত্যুরূপং
খ্যাতুৈকৈতন্নিখিলজঠরে বহ্নিমূর্ত্তি হৃৎকাশে ॥ ৪৯

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই বিন্দুতে সিদ্ধ দেখিতে পাইয়া, আমাতে লয় পায়। সেই
ভক্তি জ্ঞানহীনা হইলে, সিদ্ধকে বিন্দুতে আবদ্ধ করিয়া, যখন আমাকে ধরিতে যায়,
তখনই আমাকে শিশুমুখগহবরে চতুর্দশ ভুবন দেখাইয়া, শিশুকরবন্ধনের রজ্জুকে
বার বার ছোট করিয়া, আমাকে জ্ঞানপ্রদান করিতে হয়, (জ্ঞানহীনা ভক্তিকে
জ্ঞানমিশ্রা করিতে হয়)। ৪৬।

সখে, এখন যাও, তুমি যে মুণ্ড সেই মাতালকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া
আসিয়াছ, তাহা দেখাইয়া তাহাকে বলিও 'হে যোগিন্, তোমার সখা তোমার
শস্ত্রর হৃদয়ে লুকাইয়া আছেন, এবং তাঁহার প্রতি তোমার অত্যন্ত আদরজনিত
খজ্রাবিদারণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। ৪৭।

অ। মাতালটা যখন সশস্ত্র ছিল, তখন তাহার নিকট যাইতে আমার আদৌ
ভয় হয় নাই। এখন সে নিরস্ত্র; এখন কিন্তু তাহার নিকট যাইতে মন ভয়
পাইতেছে। মন ইহার কারণ বুঝে না, জানিতে কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক। আর
দ্রৌপদীকে মারিবার জন্ত কেনই বা তাহার সঙ্কল্প?

ক। পাঞ্চালী আমাকে নিজের ও পাণ্ডবদিগের বিপদে আশ্রয় বলিয়া জানিয়া,
উত্তম উত্তম বাঞ্ছনাদি খাওয়াইয়া আমাকে হাতের পাঞ্চালী বা পুতুলিকা করিয়া

নিশম্য চৈতদ্বিশৃংশ্চ ভাবম্

সসার নগ্নাভিমুখং স পার্থঃ ।

দিক্চক্রবালে ন বিবেদ কঞ্চিৎ

স্বপ্নাদিমুক্তা প্রহিতেৰ্দ্দৃষ্টিঃ ॥ ৫০

মুখং পরাবর্ত্য সখায়মীক্ষিতুং

দদর্শ ক্ষীৰং প্রবিশস্তমর্চিষা

হরেকরঃ কৌস্তভবাস্তুলেখয়া

ভুজপ্রসারৈঃ কৃতশৌভনাগতম্ ॥ ৫১

অ । অহো সখে কিং নরঘাতকস্য

সিংহাসনং তে হৃদি নিশ্চিতং স্ম্যৎ ? ।

কু । ন্যস্তো হি মোলৌ সুখয়েন্ন নেত্রে

মজ্জীব সর্বেষমভয়স্য দাতা ॥ ৫২

অ । তথাপি নারীদ্বিজীবহন্তা ।

কু । মৈবং, স লোকে মম মুখ্যভক্তঃ ।

রাখিয়াছে । যাহা ক্ষুদ্র বা সসীম তাহা যে কেবল সুখহীন, তাহা নহে ; তাহা মৃত্যুরূপ (গাঢ় অজ্ঞানস্বরূপ) । এই তত্ত্ব তাহাকে বুঝাইবার জন্যই আমি সকলজীবের (বিশেষতঃ শিশু্য চর্যাসার) জঠরে বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে দ্রোপদীর নিকট প্রকটিত হইয়াছিলাম ।

এই কথা শুনিয়া এবং তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অর্জুন সেই ন্যাংটার অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু দ্বিমুণ্ডে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । স্বপ্ন দেখিবার পর চক্ষু খুলিলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কিছুই দেখা যায় না, সেইরূপ ।

তখন সখা-শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য অর্জুন যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি দেখিলেন সেই মাতালটা, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েই প্রবিষ্ট হইতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অবস্থিত কৌস্তভমণি হইতে যে সকল জ্যোতির্লেখা বিনির্গত হইতেছে, তাহার। যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে স্বাগতাত্তার্থনা করিতেছে ।

অর্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ‘সখে নরহন্তার !সিংহাসন তোমার হৃদয়েই নিশ্চিত হইবে না কি ?

কৃষ্ণ । তাহাকে মস্তকের চূড়ায় রাখিলে, সে যে (সর্বক্ষণই) আমার নয়নে আনন্দ দিতে পারিবে না । সে যে আমার সমস্ত জীবকেই অভয় দিয়াছে ।

অ । তাহা হইলেও সে যে নারীহন্তা, বিপ্রহন্তা ও জীবহন্তা ।

কু । এমন কথা বলিও না, ত্রিভুবনে সে-ই আমার প্রধান ভক্ত ।

অ । বুদ্ধেৰ্গতিস্ত গহনা সদৈব
 শ্রীতে মিশ্ৰেণ হুয়ি ভক্তিদন্তী । ৫৩
 হত্ৰাপি লোকান্ দিবি দায়ভাক্ স্যাৎ
 বৈষম্যনৈম্ব গ্যবদীশনিন্দা ॥

কু । জ্ঞাতং কিমর্থং তৃণমন্তি শুক্লং
 ন ধারয়েদ্ যন্মমুজস্য জীবং ? ।

অ । জ্ঞাতং হুহিংসাত্ৰতমেব হেতুঃ ॥ ৫৪

কু । যঃ প্রাণানাং শরীরং সপদি বিজহতাং পাতি কৃত্যামহিংসাং
 মত্ৰা মাং ধৰ্মিতং যঃ পরিহরতি চ তাং তৎক্ষণাদম্মদার্থে ।
 নূনং তেনৈব বুদ্ধং কথমিহ বিম্ভজন্ সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ মনুষ্যো
 মামেব প্রাপ্য মুখ্যং শরণদমচিরং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপিণঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীচুৰ্গাচরণবিরচিতং ক্ষীবার্জুনীয়ং সমাপ্তম্ ॥

স্বধীভিঃ কৃপয়া শুদ্ধিঃ কাথ্যা ।

পৃষ্ঠায়াং	পংক্তৌ	অশুদ্ধং	শুদ্ধম্
১৮০	৪	শুক্লানি	শুদ্ধানি ।
১৮০	৯	চণ্ডক্রমণা	চণ্ডক্রমণা ।
১৮০	১৭	শম্পকানি	শম্পকানি ।
২০	১১	মনাথরীয়ঃ	মনাথরীয়ান্

অ । তোমার বুদ্ধির গতি চিরদিনই দুৰ্ব্বোধ্য । তোমার প্রতি ভক্তির ছলনা
 করিয়া যে আপনাকে ভক্ত বলিয়া দস্ত করে, সে লোকের প্রাণবধ করিয়াও স্বর্গ-
 বাসর অধিকারী হইল ! ইহাতে পক্ষপাতী ও নির্দয় ঈশ্বরের নিন্দাই রটিবে ।

কু । তুমি কি জান, কিজন্ত সে শুক্ল তৃণ খাইতেছে ?

অ । জানি, অহিংসাত্ৰতই তাহার কারণ ।

কু । প্রাণ শরীরকে ত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইলেও, সেই প্রাণকে অনাদর করিয়া
 যে অহিংসাকে কর্তব্য বলিয়া পালন করে, সে, যখনই মনে হইল, আমি অবমানিত

হইয়াছি, তখনই সে আমার জন্ত অহিংসাব্রত পরিত্যাগ করিল, (ব্রহ্মহত্যা
করিতে প্রস্তুত হইল !) বস্তুতঃ কেবল সেই ব্যক্তিই বুঝিয়াছে, লোকে সকল ধর্ম
পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই শরণদাতা বলিয়া আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে
অচিরে সর্বপাপবিমুক্ত হইতে পারে ।

ইতি—শ্রীদুর্গাচরণবিরচিত “ক্ষীবার্জুনীয়” সমাপ্ত ।

— — — — —

পাতঞ্জলদর্শনের বিষয়সূচী ।

সমাধিপাদ ।

বিষয়	হুত্র সংখ্যা	পৃষ্ঠা
যোগশাস্ত্রের উপক্রম	১	১
যোগের সাধারণ লক্ষণ	২	৩
বৃত্তিনিরোধে পুরুষের স্বরূপাবস্থান	৩	৫
ব্যুত্থানে, বৃত্তিতাদাত্ত্ব	৪	৫
পাঁচ প্রকার বৃত্তির নিরূপণ	৫	৬
পাঁচ বৃত্তির নাম, প্রমাণের লক্ষণ ও বিভাগ	৬	৭
বিপর্যয়ের লক্ষণ	৮	৮
বিকল্পের লক্ষণ	৯	৯
নিদ্রার লক্ষণ	১০	৯
স্মৃতির লক্ষণ	১১	১০
নিরোধোপায়	১২	১১
অভ্যাসের লক্ষণ	১৩	১১
অভ্যাসের দৃষ্টান্তিকত্বসাধন	১৪	১২
বৈরাগ্যের লক্ষণ	১৫	১২
পরবৈরাগ্যের লক্ষণ	১৬	১৩
সম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ ও বিভাগ	১৭	১৪
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ	১৮	১৬
ভবপ্রত্যয় সমাধির অধিকারী	১৯	১৬
উপায়প্রত্যয় সমাধির অধিকারী	২০	১৭
উপায়তারতম্যে ফলতারতম্য	২১/১২	১৮
ঈশ্বরারাধনা নিরোধসমাধির উপায়	২৩	১৯
ঈশ্বরের লক্ষণ	২৪	১৯
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতানিরূপণ	২৫	২১
ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠতা	২৬	২২

বিষয়	স্থত্রসংখ্যা	পৃষ্ঠা
ঈশ্বরের বাচক	২৭	২২
ঈশ্বরপ্রণিধানের স্বরূপ	৩৮	২৪
ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল	২৯	২৪
যোগাস্তরায়বর্ণন	৩০	২৫
তাহারা দুঃখেরও আকর	৩১	২৬
তদপসারণোপায়	৩২	২৬
চিত্ত প্রসাদনোপায়	৩৩	২৭
চিত্ত স্বেৰ্ঘ্যোপায়	৩৪	২৮
উপায়ান্তর	৩৫	২৮
তাহার অবাস্তুর ফল	৩৬	২৯
বীতরাগচিত্তের সমাপত্তি	৩৭	২৯
স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানলব্ধন	৩৮	২৯
যথাভীষ্ট ধ্যান	৩৯	৩০
চিত্তস্থিতির নিদর্শন	৪০	৩০
স্থিরচিত্তের সমাপত্তির স্বরূপ বর্ণন	৪১	৩১
সবিতর্ক সমাপত্তির লক্ষণ	৪২	৩২
নির্বিতর্ক সমাপত্তির লক্ষণ	৪৩	৩৩
সবিচার নির্বিচার সমাপত্তি নির্ণয়	৪৪	৩৪
সূক্ষ্ম বিষয়ত্বের অবধিনিরূপণ	৪৫	৩৪
উক্ত সমাপত্তি সকল সবজ্ঞ	৪৬	৩৫
নির্বিচার সমাপত্তির উৎকর্ষ	৪৭	৩৬
ঋতন্তরাপ্রজ্ঞার লক্ষণ	৪৮	৩৬
ঋতন্তরাপ্রজ্ঞা বিশেষ বিষয়ক	৪৯	৩৭
নির্বিচারসমাপত্তিসংস্কার অপর- -সংস্কারবিরোধী	৫০	৩৮
নির্বীজ সমাধির লক্ষণ	৫১	৩৯
সাধন পাদ ।		
ক্রিয়াযোগস্বরূপ বর্ণন	১	৪১
ক্রিয়াযোগ ফল	২	৪২

বিষয়	স্থত্রসংখ্যা	পৃষ্ঠা
পঞ্চক্লেশনিকরূপণ	৩	৪২
অবিজ্ঞা ইহিতেই ক্লেশোৎপত্তি	৪	৪২
অবিজ্ঞালক্ষণ	৫	৪৩
অস্মিতালক্ষণ	৬	৪৪
রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের লক্ষণ	৭।৮।৯	৪৫
স্থলক্লেশহানোপায়	১০	৪৬
স্থলক্লেশহানোপায়	১১	৪৭
কর্মান্বয়ই ক্লেশহেতু	১২	৪৭
কর্মান্বিপাকের স্বরূপ	১৩	৪৮
কর্মান্বিপাকের ফল	১৪	৪৯
সুখদুঃখাত্মক বলিয়া হয়	১৫	৪৯
অনাগত দুঃখই হয়	১৬	৫১
হয়হেতুর স্বরূপ	১৭	৫২
দৃশ্যস্বরূপ	১৮	৫২
দৃশ্যের অবাস্তব বিভাগ	১৯	৫৩
দ্রষ্টৃস্বরূপ নিকরূপণ	২০	৫৪
দৃশ্য দ্রষ্টার ভোগাপবর্গসাধকমাত্র	২১	৫৪
অমুক্তের পক্ষে দৃশ্য অনাদি	২২	৫৫
সংযোগস্বরূপ নিকরূপণ	২৩	৫৬
অবিজ্ঞাই সংযোগের হেতু	২৪	৫৭
হানের স্বরূপবর্ণন	২৫	৫৭
হানোপায়বর্ণন	২৬	৫৮
জীবন্তুক্তের জ্ঞানবৈভব সাত প্রকার	২৭	৫৮
প্রজ্ঞার সাধননিকরূপণ	২৮	৬০
অষ্টবোগাঙ্গকথন	২৯	৬০
যমের স্বরূপ বর্ণন	৩০	৬১
সার্কভৌমমহাব্রতবর্ণন	৩১	৬১
নিয়মবর্ণন	৩২	৬২
যমনিয়মপ্রতিবন্ধকের অপসারণ	৩৩	৬৩

বিষয়	মুদ্রসংখ্যা	পৃষ্ঠা
বিতর্কের স্বরূপাদিবর্ণন	৩৪	৬৪
অহিংসার ফল	৩৫	৬৫
সত্যের ফল	৩৬	৬৫
অস্ত্রায়ফল	৩৭	৬৬
ব্রহ্মচর্যফল	৩৮	৬৬
অপরিগ্রহফল	৩৯	৬৬
শৌচফল	৪০।৪১	৬৭।৬৮
সন্তোষফল	৪২	৬৮
তপঃ ফল	৪৩	৬৮
স্বাধ্যায়ফল	৪৪	৬৯
ঈশ্বরপ্রাণিধানফল	৪৫	৬৯
আসনের স্বরূপ	৪৬	৭০
আসনের সাধন	৪৭	৭০
আসনের ফল	৪৮	৭১
প্রাণায়ামের সাধারণস্বরূপ ও বিশেষস্বরূপ	৪৯।৫০।৫১	৭১-৭৩
প্রাণায়ামের অবাস্তর ফল	৫২।৫৩	৭৩-৭৪
প্রত্যাহারস্বরূপ	৫৪	৭৪
প্রত্যাহারেরফল	৫৫	৭৫

বিভূতিপাদ ।

ধারণার লক্ষণ	১	৭৬
ধ্যানের লক্ষণ	২	৭৮
সমাধির লক্ষণ ও সমাধির স্বরূপবর্ণন	৩	৭৯
সংযমসংজ্ঞা	৪	৭৯
সংযমেরফল	৫	৭৯
সংযমের ভূমিনির্দেশ	৬	৮০
ধারণাদির অন্তরঙ্গত্ব	৭	৮০
সংযমও অসম্প্রজাত সমাধির বহিরঙ্গ	৮	৮১
নিরোধপরিণাম লক্ষণ	৯	৮১
প্রশান্ত চিত্তের নিরোধস্থিতি	১০	৮২

বিষয়	স্থত্রসংখ্যা	পৃষ্ঠা
সমাধিপরিণামস্বরূপ	১১	৮২
একাগ্রতাপরিণামলক্ষণ	১২	৮৩
ধর্মাদিত্রয়পরিণাম বর্ণন	১৩	৮৩
ধর্মিলক্ষণ	১৪	৮৪
ক্রমভিন্নতাহেতু পরিণামভিন্নতা	১৫	৮৫
পরিণামত্রেয় সংঘমের ফল	১৬	৮৬
শব্দার্থ প্রত্যয়বিবেকে সংঘমের ফল	১৭	৮৭
সংস্কারসাক্ষাৎকারে পূর্বজন্ম জ্ঞান	১৮	৮৯
প্রত্যয়সাক্ষাৎকারে পরচিন্তাজ্ঞান	১৯	৯১
প্রত্যয়সাক্ষাৎকারে তদ্বিষয়ের সাক্ষাৎকার	২০	৯১
কায়ের রূপে সংঘমের ফল	২১	৯২
কর্মে সংঘমের ফল	২২	৯৩
মৈত্র্যাদিতে সংঘমের ফল	২৩	৯৪
বলে সংঘমের ফল	২৪	৯৪
হৃদয়, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান	২৫	৯৫
চতুর্দশভূবনজ্ঞান	২৬	৯৫
তারাবাহজ্ঞান ও তারাগতি জ্ঞান	২৭।২৮	৯৬
কায়বাহ জ্ঞান	২৯	৯৬
ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির উপায়	৩০	৯৬
চিন্তাস্থৈর্যলাভের উপায়	৩১	৯৬
সিদ্ধগণের দর্শন লাভ	৩২	৯৭
সর্বজ্ঞতাসিদ্ধি	৩৩	৯৭
বুদ্ধিসাক্ষাৎকার লাভ	৩৪	৯৭
পুরুষজ্ঞানসিদ্ধি	৩৫	৯৮
প্রাতিভজ্ঞান ও দিব্যেন্দ্রিয় সিদ্ধি	৩৬	৯৯
সিদ্ধির সকল সমাধির বিয়	৩৭	৯৯
পরকায়প্রবেশ সিদ্ধি	৩৮	১০০
অনিমজ্জন ও উৎক্রমণ সিদ্ধি	৩৯	১০০
দিব্যশ্রবণসিদ্ধি	৪০।৪১	১০১

বিষয়	হুত্রসংখ্যা	পৃষ্ঠা
আকাশগমন সিদ্ধি	৪২	১০২
মহাবিদেহধারণা ও বুদ্ধির আবরণ ক্ষয়	৪৩	১০২
ভূতজয়সিদ্ধি	৪৪	১০২
অগ্নিমানসিধনোপায়	৪৫	১০৩
কায়সম্পদের বর্ণন	৪৬	১০৪
ইন্দ্রিয়জয়সিদ্ধি	৪৭	১০৪
ইন্দ্রিয়জয়ের ফল	৪৮	১০৫
সর্বজ্ঞতাসিদ্ধি	৪৯	১০৫
কৈবল্যাভের উপায়	৫০	১০৬
কৈবল্যবিয়নিবৃত্তির উপায়	৫১	১০৬
ক্ষণে ও ক্ষণক্রমে সংযমের ফল	৫২	১০৮
বিবেকজ্ঞানের ফলে হৃদয়বিষয়াপলকি	৫৩	১০৮
তারকজ্ঞানের লক্ষণ	৫৪	১০৯
সত্ত্বগুরুযাত্নাখ্যাতির ফল কৈবল্য	৫৫	১১০

কৈবল্যপাদ ।

সিদ্ধির বিশেষ বিশেষ কারণ	১	১১১
জাত্যন্তর পরিণামের প্রয়োজন	২	১১১
ধর্মাদি, প্রকৃতির প্রয়োজক হইতে পারে না	৩	১১৩
নির্মাণ চিত্ত বর্ণন	৪	১১৩
ভোগানুকূল চিত্ত নির্মাণ	৫	১১৪
নির্মিত চিত্তের মোক্ষযোগ্যতা	৬	১১৪
কর্মের বিশেষ বিশেষ প্রকার	৭	১১৪
কর্মের অনুগুণ বাসনারই অভিব্যক্তি হয়	৮	১১৫
বাসনা সকল ব্যবহিত হইলেও, তাহাদের মধ্যে		
অব্যবধান সম্ভাবনা	৯	১১৬
বাসনাসকল অনাদি	১০	১১৭
তথাপি বাসনার সমুচ্ছেদ সম্ভবপর	১১	১১৮
ধর্মসমূহের অধ্বভেদ পরিণতি	১২	১১৯
ধর্মসকল গুণরূপ	১৩	১২০

বিষয়	স্থত্র সংখ্যা	পৃষ্ঠা
বস্তুগত একত্র ব্যবহারের নিমিত্ত	১৪	১২১
অর্থ ও জ্ঞানের ভেদাবভাস	১৫	১২২
অর্থের জ্ঞানসহভাবিত্বগুণ	১৬	১২৩
চিন্তের পরিণামিত্বে অভিব্যক্তির প্রকার	১৭	১২৪
পুরুষের অপরিণামিত্ববর্ণন	১৮	১২৫
চিন্তা স্বাভাস নহে	১৯	১২৬
চিন্তকে স্বয়ংপ্রকাশ বলিলে দোষ হয়	২০	১২৭
চিন্তকে চিন্তান্তরভাস ^{১২৭} বলিলে দোষ হয়	২১	১২৮
চিতিশক্তি পরিণত না হইয়াও আপনার বুদ্ধিকে জানিতে পারে	২২	১২৯
চিন্তের সর্বার্থতা ঔপাধিক	২৩	১৩০
চিন্তাতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্বহেতু	২৪	১৩১
আত্মজ্ঞানের অধিকারী কে ?	২৫	১৩২
আত্মজ্ঞানাদিকারীর চিন্তের স্বরূপ	২৬	১৩৩
জ্ঞানীর ব্যুত্থিতচিন্তার কারণ	২৭	১৩৩
ব্যুত্থিতচিন্তা নিবারণের উপায়	২৮	১৩৪
পরবৈরাগ্যে প্রসংখ্যাননিরোধ	২৯	১৩৪
ধর্মমেষ হইতে সমূলে ক্রেশনিবৃতি	৩০	১৩৫
তৎকালে জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞেয় অল্প	৩১	১৩৫
চরিতার্থ গুণত্রয়ের পরিণাম ক্রমসমাপ্তি	৩২	১৩৭
ক্রমের লক্ষণ	৩৩	১৩৭
কৈবল্যস্বরূপ নিরূপণ	৩৪	১৩৯

উপক্রমণিকা ।

জগৎপ্রপঞ্চে প্রকৃতির জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই তিনটি শক্তিই পরিলক্ষিত হয় ।* জ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য, ক্রিয়া রজোগুণের কার্য্য, এবং বল (সঞ্চিত শক্তি) তমোগুণের কার্য্য । (গীতার ১৭শ অধ্যায়ে এই গুণত্রয়ের সর্বিশেষ বিবরণ লওয়া যায়) । এই হেতু জগৎপ্রপঞ্চ উক্ত গুণত্রয় নির্মিত বলিয়া বুঝা যায় ।

অন্তঃকরণ জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত একটা প্রপঞ্চ । সেই হেতু অন্তঃকরণও উক্ত গুণত্রয়নির্মিত । তবে অন্তঃকরণোপাদানের মধ্যে সত্ত্বগুণেরই আধিক্য-বশতঃ অন্তঃকরণকে সাত্বিক বলা হয় । অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ, জ্ঞানোৎপত্তির প্রধান কারণ ; রজোগুণ, রাগাদি চেষ্টার উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং তমোগুণ, স্থিতির বা সংস্কারধারণের প্রধান কারণ ।

অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ, রাগাদিচেষ্টারূপ, ও সংস্কাররূপ এই তিন ধর্ম্মকে চিত্ত বলা হয় ।

চিত্তকে অল্পভবের বিষয় করিতে গেলে, দেখা যায় যে চিত্তের কতকগুলি ভাব পরিস্ফুট ও কতকগুলি গুপ্ত । পরিস্ফুট ভাবগুলির নাম প্রত্যয় এবং গুপ্ত ভাবগুলির নাম সংস্কার । জ্ঞান ও রাগাদি চেষ্টারূপ চিত্তধর্ম্ম পরিস্ফুট ; এইহেতু প্রত্যয়ের অন্তর্গত । চিত্তের অপর ধর্ম্ম সংস্কারের অন্তর্গত । পরিস্ফুট শব্দের অর্থ লয়োদয়শীল ।

প্রত্যয়ের লয়োদয়শীল জ্ঞানরূপ অবস্থাই যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নামে অভিহিত । খণ্ড খণ্ড জ্ঞানাবস্থাই চিত্তবৃত্তি নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

সকল প্রাণীর চিত্ত স্বভাবতঃ মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ অবস্থার কোন না কোনটিতে থাকে । মনুষ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় অযোগী ও যোগী । সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত মূঢ় ও ক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে বলিয়া মনুষ্য সাধারণতঃ অযোগী । মূঢ়ের চিত্ত তমোগুণ প্রধান, ক্ষিপ্তের চিত্ত

* মোটামুটি বৃত্তিতে গেলে জগৎপ্রপঞ্চে Potential, Kinetic ও Sentient এই তিন প্রকার energy দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথম দুই প্রকার energy, Physics শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ; Sentient energy, psychology শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ; উক্ত দুই শাস্ত্র ভারতীয় জড়বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত ।

রজোগুণ প্রধান, এইমাত্র প্রভেদ । এই অযোগিগুণের চিত্তকে অশ্রেষঃ, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকে ।

বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগের আরম্ভ ; বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রচিত্তে যোগের সাধনা এবং নিরুদ্ধচিত্তে যোগের পরিসমাপ্তি বা উদ্‌ঘাটন ।

বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র ভূমিকার যোগী তিন প্রকার হইয়া থাকেন যথা (১) প্রথমকল্লিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ।

প্রথমকল্লিক যোগীর চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য এবং অপ্রধান রজঃ ও তমোগুণতুল্যবল । মধুভূমিক ও প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ যোগীর চিত্ত সত্ত্বপ্রধানরজোগুণযুক্ত কিন্তু বিতমস্ক । ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই দুই প্রকার যোগীর চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে । এই দুই প্রকার যোগীর মধ্যে প্রভেদ এই, ঋতন্তুরাপ্রজ্ঞা নামক অলৌকিক জ্ঞানলাভ হইলে, যোগীর নাম মধুভূমিক এবং ভূতেন্দ্রিয়জয় হইলে তাঁহার নাম প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ।

নিরুদ্ধ ভূমিকায় পৌছিলে, যোগীর নাম অতিক্রান্তভাবনীয় । নিরুদ্ধভূমিকারূঢ় যোগীর চিত্ত, “শুদ্ধসত্ত্ব” অর্থাৎ তাঁহার চিত্তের সত্ত্বগুণ বিধূতরজস্তমোমল । এই ভূমিকায় বিবেকজ্যোতিঃ (বুদ্ধিও পুরুষের পৃথক্ব্যবিষয়ক প্রজ্ঞা) প্রসঙ্গান (বিবেকার্জন) ও ধর্মমেষ (পুরুষমাত্র ধ্যান) যোগীর চিত্তকে আশ্রয় করে ; তাহার পরিণাম অসম্প্রজাত সমাধি এবং তদ্বারা কৈবল্যালাভ । ইহাই সংক্ষেপতঃ পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের তৎপের্য্য ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শ্রীরামানন্দচরিতবিবরণিত “যোগমণিপ্রভা” টীকার
অনুবাদ সহিত

পাতঞ্জল দর্শন ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

বন্দে ক্লেশাভ্যসংসৃষ্টং পুরাণপুরুষং হরিং ।

প্রকৃত্যা সীতয়া জুফং যোগেশং • যোগদায়িনম্ ॥১॥

অর্থ্য । (অহং) ক্লেশাদিভিঃ অসংসৃষ্টং পুরাণপুরুষং প্রকৃত্যা সীতয়া
জুফং যোগেশং যোগদায়িনং হরিং বন্দে ॥১॥

অনুবাদ । প্রকৃতিরূপিণী সীতা বাঁহাকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন
এবং যিনি যোগেশ্বর^১ যোগিগণকে যোগসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন,
আমি সেই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয় প্রভৃতির দ্বারা অকলঙ্কিত * সনাতন
পুরুষ হরিকে বন্দনা করি ।

পতঞ্জলিং সূত্রকৃতং প্রণম্য ব্যাসং মুনিং ভাষ্যকৃতং চ ভক্ত্য ।

ভাষ্যানুগাং যোগমণিপ্রভাখ্যাং বৃত্তিং বিধাস্তামি যথামতীভ্যাম্ ॥২॥

অর্থ্য । সূত্রকৃতং পতঞ্জলিং, ভাষ্যকৃতং ব্যাসং মুনিং চ ভক্ত্য প্রণম্য ভাষ্যা-
নুগাং যোগমণিপ্রভাখ্যাং ইভ্যাং বৃত্তিং যথামতি বিধাস্তামি ॥২॥

অনুবাদ । সূত্রকার পতঞ্জলিকে এবং ভাষ্যকার মুনি ব্যাসকে ভক্তি
পূর্বক প্রণাম করিয়া, ভাষ্যানুসারিণী যোগমণিপ্রভানাম্নী টীকা আমি স্বকীয়
বুদ্ধি অনুসারে রচনা করিব, বাহাতে ইহা সজ্জনসমাদৃত হইতে পারে ।

ভগবান্ পতঞ্জলি, বিচারশীল ব্যক্তিদিগের, এই শাস্ত্রের বিচারে বাহাতে
প্রবৃত্তি হয়, এই নিমিত্ত সেই প্রবৃত্তির প্রযোজক শাস্ত্রপ্রতিপাত্ত বিষয়টী সূত্রের
দ্বারা স্চনা করিতেছেন :—

* সমাধি পাদে ২৪ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥১॥

অথ যোগানুশাসনম্ (কথ্যতে) ।

এস্থলে “অথ” শব্দের অর্থ “আরম্ভ” ; যোগশাস্ত্রের আৰম্ভ করা হইতেছে, ইহাই ইহার অর্থ । যদিও হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) এই যোগশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই শাস্ত্র অত্যন্ত বিস্তৃত, এই মনে করিয়া সেই শাস্ত্রের অনুযায়ী এই শাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে, এই কথাই সূত্রকার “অনুশাসনম্” শব্দের দ্বারা স্থচনা করিতেছেন । (অনু—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ, ব্রহ্মার যোগোপদেশের পশ্চাৎ, তাহারই অনুসরণে, পতঞ্জলি এই যোগোপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া এই উপদেশকে ‘অনুশাসন’ বলিয়াছেন ।) এই সূত্রে যোগই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় (১) ইহাই উক্ত হইয়াছে । সুতরাং ইহা ইহতে জানা যাউতেছে যে যোগের যোগসম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা আছে, তিনিই এই শাস্ত্রের অধিকারী (২) । যোগের ফল বা প্রস্রোতজন (৩) কৈবল্য বা স্বরূপে অবস্থান । আর বিষয়, অধিকারী ও ফল এই তিনের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহাই গ্রন্থের সম্বন্ধ (৪) নামক অনুবন্ধ, (অর্থাৎ যোগরূপ বিষয় এবং কৈবল্যরূপ ফল, এই দুয়ের মধ্যে উপায়-উপায় সম্বন্ধ, অধিকারী ও ফল এই দুয়ের মধ্যে প্রাপক-প্রাপ্য সম্বন্ধ) এই রূপে এই শাস্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় সিদ্ধ হয়, বৃত্তিতে হইবে । তন্মধ্যে যোগ দুই প্রকারের, সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত । সেই যোগ চিন্তেরই ধর্ম, কেননা চিন্তের বৃত্তিসকল চিন্তেরই ধর্ম বলিয়া সেই বৃত্তি সকলের নিরোধরূপ যোগও চিন্তের ধর্ম * । সেই চিন্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা যথা,—ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ । তন্মধ্যে ক্ষিপ্তনামক যে ভূমি রজোগুণের প্রভাবে অত্যন্ত চঞ্চল, তাহা দৈত্যাদিগের ভূমি । মুঢ় নামক যে ভূমি তমোগুণের প্রভাবে নিদ্রাদিবিশিষ্ট, তাহা রাক্ষসদিগের ভূমি । বিক্ষিপ্তনামক যে ভূমি, তাহা ক্ষিপ্তনামক ভূমি হইতে ভিন্ন ; তাহা দেবতা ও তজ্জাতীয় জীবের ভূমি । ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত এই দুই ভূমির মধ্যে প্রভেদ এই যে বিক্ষিপ্ত ভূমিতে অত্যন্ত চঞ্চল চিন্তাও কখন কখন স্থিরতা লাভ করে । তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মুঢ় এই দুই ভূমিতে যোগের গন্ধও নাই অর্থাৎ সেই দুই ভূমিতে যোগসিদ্ধি একেবারে অসম্ভব । কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিন্তে যোগ কখন কখন উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা প্রচুর

* যোগ চিন্তের পক্ষে আগন্তক হইলে যোগাভ্যাস কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক হইত, এবং বন্ধ্যযোগ উপদেশও নিরর্থক হইত ।

বিক্ষেপরূপ বহিঃ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া যাওয়াতে (নবোদগত অজ্ঞেরের জ্ঞায়) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া নিষ্ফল হয় ; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যাহাকে যোগ বলে, তদ্ব্যতীত তাহাকে গণ্য করা যায় না । / কিন্তু যে চিত্ত একাগ্র, সম্বন্ধগপ্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্যে অবস্থিত, সেই চিত্তে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নিরোধ সহ এক প্রকার সাংস্কৃতিকবৃত্তিরূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগ উৎপন্ন হয় ।, তদ্বারা, লক্ষ্যপ্রমাণ এবং অনুমানপ্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া যে বস্তু পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অননুভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং সাক্ষাৎকার লাভ হইলে অবিজ্ঞা প্রভৃতি ক্লেশসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর পুণ্য ও পাপ কর্ম সকল দৃষ্ট হইয়া যায় । তদনন্তর অসম্প্রজ্ঞাত যোগ উৎপন্ন হয় । তাহাতে সাংস্কৃতিক বৃত্তিরও নিরোধ ঘটে । সেই যোগ কেবল সংস্কাররূপে অবশিষ্ট নিকটচিত্তে উৎপন্ন হয় । ভগবান্ ভাস্কর্য্যকার ব্যাস এই কথাই (এইরূপে) বলিতেছেন—“কিন্তু যে যোগ একাগ্রচিত্তে সংস্কাররূপ বস্তুকে প্রকাশিত করে, ক্লেশসমূহের বিনাশ সাধন করে, কর্মবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়, এবং চিত্তের নিরোধকে নিকটবর্তী করে, সেই যোগ সম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে” ।) এক্ষণে উক্ত দুই প্রকার যোগের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন :—

✓যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥২৥

চিত্তস্ত বৃত্তয়ঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ, তাসং নিরোধঃ যোগঃ (উচ্যতে) ।

চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে । ইহাই সূত্রের অর্থ । এইহেতু সম্প্রজ্ঞাত যোগে সাংস্কৃতিক বৃত্তি থাকিলেও অর্থাৎ তাহার নিরোধ না হইলেও তাহাকে যোগ বলে এবং যোগের উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি বা একাংশবৃত্তিতারূপ দোষ ঘটে না । (প্রশ্ন) আচ্ছা চিত্ত নামক বস্তু একটি হইলেও তাহার অনেকগুলি অর্থাৎ ক্ষিপ্ত প্রভৃতি পাঁচটা ভূমি কিরূপে সম্ভবপর হয় ? এইরূপ যদি আশঙ্কা করা হয়, (তদন্তরে আমরা বলি) ইহাতে দোষ হয় না, কেননা চিত্ত ত্রিগুণাজুক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণদ্বারা নির্মিত । চিত্ত, জ্ঞানসুখাদিস্বভাব বলিয়া, প্রবৃত্তিগুণাদিবিশিষ্ট বলিয়া এবং আলম্ব্যদৈন্ত্যাদির্যুক্ত হওয়াতে, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা নির্মিত বলিয়া বুঝা যাইতেছে ! তদ্ব্যতীত, যখন রজঃ ও তমোগুণ দুইটি, সম্বন্ধগপ্রমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকিয়া পরস্পর সমান হয়, তখন চিত্ত

সম্বন্ধবশতঃ ধ্যানাভিমুখ হয়, এবং তখন তাহা তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে এবং রজোগুণবশতঃ ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া বিষয়প্রিয় হইয়া পড়িলে, তাহাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে। কিন্তু যখন চিত্ত তমঃপ্রধান হইয়া মূঢ় হইয়া পড়ে, তখন অশ্রেয়, অদম্ব, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ভোগ করে। এ স্থলে অজ্ঞান অর্থে ভ্রম ও নিদ্রা বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন চিত্ত রজঃপ্রধান হয়, তখন তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। এই ক্ষিপ্ত ও মূঢ় নামক ভূমিদ্বয় সর্বসাধারণের অর্থাৎ যোগিভিন্ন লোকের হয়। কিন্তু বিক্ষিপ্তনামক ভূমি প্রথম যোগীরই (যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত নূতন সাধকেরই) হইয়া থাকে। যোগী চারিপ্রকার, যথা—(১) প্রথমকলিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, ও (৪) অতিক্রান্ত ভাবনীয়। তাহাদের লক্ষণ পরে বলা হইবে। আবার যদি চিত্ত সম্বন্ধপ্রধান হইয়া একেবারে তমোগুণশূন্য কিন্তু রজোগুণবৃত্ত হয়, তখন সম্প্রজাত যোগে * সিদ্ধ হইপ্রকার মধ্যমযোগীর চিত্ত একাগ্র হইয়া ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। কিন্তু যখন চিত্ত শুদ্ধসম্ব হইয়া একেবারে রজস্তমোমলশূন্য হয়, তখন যোগী বিবেকখ্যাতি করিয়া ধর্ম্মমেঘনামক কেবলমাত্র পুরুষধ্যান করে। তাহার পর ‘প্রসংখ্যান’ হয়; ধ্যানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তখন চিত্ত এইরূপ নিশ্চয় করে যে “চিতিশক্তি অপরিণামিণী অর্থাৎ তাহার স্বরূপাধি আকারে পরিণাম হয় না; তাহা অপ্রতিসংক্রমা অর্থাৎ বিষয়সঙ্গশূন্য অর্থাৎ নিলোপা, তাহা দর্শিতবিষয়া অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হইয়া, চিতিশক্তিকে বিষয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা শুদ্ধা এবং অনস্তা”। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিবেকখ্যাতি নামক যে সম্বন্ধের বিচার, তাহাতেও আসক্তিশূন্য হইয়া, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ চিত্তের অবস্থা চতুর্থ প্রকার যোগীরই হইয়া থাকে। তাহাই পূর্বোক্ত অসম্প্রজাত সমাধি; এই অবস্থায় কিছুই প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এই পর্য্যন্ত বলিলে আপাততঃ পর্য্যাপ্ত হইবে। “চিতিশক্তি” হইতে ‘অনস্তা’ পর্য্যন্ত শব্দগুলি ব্যাসভাষ্য হইতে উদ্ধৃত অংশ বিশেষের অনুবাদ। এস্থলে ‘অপ্রতিসংক্রমা’ এই শব্দের অর্থ এই যে সর্ব যেরূপ গন্তে প্রবিষ্ট হইয়া স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ সংস্কারণ করে না সেইরূপ চিতিশক্তি বুদ্ধ্যাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কারণ করে না। বুদ্ধি কতৃক বিষয় দর্শিত হয়, যাহার প্রতি, তাহাকে ‘দর্শিতবিষয়া’ বলে। ‘শুদ্ধ’ শব্দের অর্থ স্বথ-দুঃখ-মোহশূন্য ॥ ২ ॥

আচ্ছা, পুরুষ ত' স্বরূপতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বৈ আর কিছুই নহে ; তাহা হইলে বুদ্ধি বৃত্তির নিরোধ ঘটিলে পুরুষের অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকে ? এই আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত হুত্র করিতেছেন :—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্ ॥৭॥

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্ (ভবতি) ।

তখন দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের নিজরূপে অবস্থান হয় । যখন চিত্তের শাস্ত অর্থাৎ সাত্ত্বিক, ঘোর অর্থাৎ রাজসিক, মূঢ় অর্থাৎ তামসিক, সকল বৃত্তিরই নিরোধ ঘটে, তখন দ্রষ্টার অর্থাৎ চিদাশ্রয়ার স্বাভাবিকরূপে স্থিতি ঘটে । স্ফটিকের সন্নিহিত জবাকুম্মকে সরাইয়া লইলে স্ফটিকের যেরূপ অবস্থা হয় সেইরূপ । চৈতন্যমাত্রই পুরুষের স্বরূপ, বৃত্তিগুলি পুরুষের স্বরূপ নহে । ইহাই হুত্রের ভাবার্থ ॥৭॥

ভাল, তাহা হইলে ত' ব্যাখ্যান হইলে অর্থাৎ বৃত্তিনিরোধের পর বৃত্তির প্রচার হইলে, পুরুষের আপন স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

স্বস্তিস্বাক্ষপ্যমিতরত্র ॥৮॥

ইতরত্র স্বস্তিস্বাক্ষপ্যম্ (ভবতি) ।

অন্য সময়ে (পুরুষের), চিত্তবৃত্তির সহিত সমানরূপতা ঘটে ।

অন্যসময়ে অর্থাৎ নিরোধ ছাড়িয়া ব্যাখ্যান অবস্থা ঘটিলে, শাস্ত, ঘোর প্রভৃতি চিত্তের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহার সহিত সমানরূপতা ঘটে অর্থাৎ বৃত্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধিকে পৃথক করিয়া না জানা হেতু পুরুষের 'আমি শাস্ত, আমি হুঃখী ও আমি মূঢ়' এই রূপে বৃত্তির সহিত একরূপতাব্রম ঘটে । ইহাই হুত্রের অর্থ । এই হেতু পুরুষের স্বরূপাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ স্বগন ঘটে না । নিকটে জবাকুল থাকা হেতু, যখন স্ফটিককে লোহিত বলিয়া ভ্রম হয়, তখন তাহার প্রকৃত শুভ্র-স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটে না । ইহাই ভাবার্থ । চিত্তের নিরোধে যুক্তি এবং ব্যাখ্যান অবস্থায় বদ্ধ, ইহাই হুত্রের তাৎপর্য ॥৮॥

যে সকল বৃত্তির নিরোধসাধন করিতে হইবে, সেই সকল বৃত্তি সংখ্যায় কতগুলি, তাহাই এই হুত্রে বলিতেছেন :—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ, ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

বৃত্তয়ঃ (প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ইতি) পঞ্চতযাঃ ।

(পরমার্থসাধনাপেক্ষয়া দ্বিতযাঃ) ক্লিষ্টাঃ, অক্লিষ্টাঃ ।

বৃত্তি সকল পাঁচ প্রকারের, (কিন্তু পরমার্থসাধনের জন্ম তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট । ভোজরাজকৃত “বার্তিক” এই বিশেষ কথা উক্ত হইয়াছে, যে দ্বিতীয় সূত্রে যে “চৈতন্যবৃত্তিনিরোধঃ” এই পদের উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে “নিরোধ” অর্থাৎ নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সূত্রকার তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে “চৈতন্য” ব্যাখ্যা করিলেন এই রূপে—যাহার নিরোধে মুক্তি ও ব্যুত্থানে বন্ধন, তাহাকেই চিত্ত বলে । এক্ষণে এই পঞ্চম সূত্রের দ্বারা “বৃত্তির” ব্যাখ্যা করিয়া, (“অভ্যাসবৈরাগ্যাত্মা” ইত্যাদি) দ্বাদশ সূত্র হইতে প্রথম পাদের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা “নিরোধ” ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

পঞ্চতযাঃ—পঞ্চনৃ+অবরবার্থে তযপ্, জ্বলিঙ্গে ঈপ্=পঞ্চতয়ী শব্দ ১মার বহুবচন । বৃত্তিশব্দে সাধারণতঃ সকল প্রকার বৃত্তিকে বুঝিতে হইবে । চৈত্ৰ নামক, মৈত্রনামক ইত্যাদি নানাব্যক্তির চিত্তভেদে, বৃত্তির প্রকারও বহু বলিয়া এই সূত্রে “বৃত্তয়ঃ” এই পদটি বহু বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । অগ্রিম সূত্রে অর্থাৎ ষষ্ঠ সূত্রে “প্রমাণ” প্রভৃতি পাঁচটি ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বৃত্তি নামক জাতির পাঁচটি অবয়ব । পাঁচ হইয়াছে অবয়ব বাহাদিগের, তাহারা পঞ্চতয়ী ।

সেই পাঁচ প্রকারের বৃত্তির কোন্গুলি হয় ও কোন্গুলি উপাদেয়, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই শ্রেণীতে আর এক প্রকার বিভাগের উল্লেখ করিলেন । রাগ, ঘেব প্রভৃতি বৃত্তি ক্রেশের হেতু বলিয়া তাহাদিগকে “ক্লিষ্ট” নামক শ্রেণীভুক্ত কর হইয়াছে । বন্ধনই এই সকল বৃত্তির ফল । “প্রমাণ” প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, সকল জীবই সেই সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি বশতঃ কৰ্ম্ম করিয়া সূত্র প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয় । যে সকল বৃত্তি ক্রেশের বিনাশ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে, সেই হেতু, “অক্লিষ্ট” বলা হইয়া থাকে । তাহারাই মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে । যে সকল অক্লিষ্ট বৃত্তি, সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের ভিন্নতা অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করে, তাহারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা, ক্লিষ্ট বৃত্তির স্রোতের মধ্যে উৎপন্ন হয়, এবং তাহারা নিজে যে সকল অক্লিষ্ট সংস্কার উৎপাদন করে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ সেই সকল সংস্কার বুদ্ধি পাইলে, ক্লিষ্ট সংস্কারের নিরোধ

দ্বারা ক্লিষ্টবৃত্তিশ্রোতকে নিরোধ করিয়া, পরবৈরাগ্যাবশতঃ তাহারা নিজেও নিরুদ্ধ হইয়া যায় । তাহার পর চিত্ত, সংস্কারমাত্ররূপে পর্য্যবসিত হইয়া বিলীন হইলে, মুক্তি হয় । ইহাই পঞ্চম সূত্রের ভাবার্থ ॥৫॥

এই স্থানে সেই পাঁচটি বৃত্তির উল্লেখ করিতেছেন :—

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিশ্লঃ ॥৬॥

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিশ্লঃ (ইতি পঞ্চতয়াঃ বৃত্তয়ঃ) ।

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি ; এতদ্ভিন্ন অন্তবৃত্তি নাই । ইহাই এই সূত্রে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখের ফলরূপে, জানা গেল ॥৬॥

তন্মধ্যে প্রমাণ নামক বৃত্তির বিভাগ করিতেছেন ।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি (ভবন্তি)

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ)—এই তিনটিই প্রমাণ । প্রমাণ তিনটি বৈ নহে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ । এস্থলে প্রমাণ করণকে প্রমাণ বলে, ইহাই প্রমাণরূপ জ্ঞাতির সাধারণ লক্ষণ । অজ্ঞাতপদার্থবিষয়ক লৌকিক বোধ বাহ্য চিত্তের বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার নাম প্রমা । বৃত্তি তাহার করণ, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা ঘটাদি বস্তুর সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ঘটিলে, যে বৃত্তি, জ্ঞাতি ও ব্যক্তিরূপ পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ নিরূপণ করে তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলে । তন্মধ্যে পদার্থাকার বৃত্তিতে চিদাঙ্গার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাও বৃত্তিদ্বারা বিষয়রূপে আকারিত হইয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলরূপ হয় । এইরূপে কোনও অভীক্ষিত পদার্থ সামান্যরূপে অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জ্ঞাত থাকিলে, সমাধি অর্থাৎ চিত্তসংযমের দ্বারা তাহাতে যদি কোনও বিশেষ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । অনুমান প্রমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞানের * এবং আগম প্রমাণে, সঙ্গতি জ্ঞানের † অপেক্ষা আছে বলিয়া বহিঃপ্রভৃতি জ্ঞাতিতে সেই সেই জ্ঞান হয় । সেই হেতু

* ‘পর্বতে বহি আছে, যেহেতু সেখানে ধূম রহিয়াছে’ এইরূপ অনুমানে যে, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে বহি থাকে—এইরূপ জ্ঞানের আবশ্যক, সেই জ্ঞানের নাম ব্যাপ্তি-জ্ঞান । এস্থলে পর্বত পক্ষ, ধূম লিঙ্গ এবং বহি সাধ্য । উক্ত অনুমানে যে বহিজ্ঞান হয় তাহা বহিজ্ঞাতিরই জ্ঞান, বহিব্যক্তির নহে ।

† সঙ্গতি শব্দে যোগ্যতা অর্থাৎ অর্থের অবাধা বুঝিতে হইবে । যেমন ‘অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে’ এই বাক্যে অর্থের বাধা হইতেছে ।

উক্ত দুই প্রমাণ জ্ঞাতিবিষয়ক বটে। তন্মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে “পক্ষে” অবস্থিত “লিপ্তের” জ্ঞান হইতে, যে বৃত্তির দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞাতির * নির্ধারণ হয় তাহাকে অনুমান (প্রমাণ) বলে।

কোনও আপ্ত ব্যক্তি নিজে কোন বিষয় দেখিয়া অথবা অনুমান করিয়া যে শব্দের দ্বারা উপদেশ করেন, সেই শব্দ হইতে শ্রোতার মনে সেই বস্তুবিষয়ক যে বৃত্তি হয়, তাহাকে আগমপ্রমাণ বলে। পরম আপ্ত ঈশ্বর বেদপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইবে ॥৭॥

বিপর্যয়ের লক্ষণ করা হইতেছে,—

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥

অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্ মিথ্যাজ্ঞানম্ বিপর্য্যয়ঃ (ভবতি) ।

যে পদার্থের বাহা স্বরূপ, সেই পদার্থের জ্ঞান যদি সেই স্বরূপানুযায়ী না হয়, তবে সেই জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান বলে, অর্থাৎ এক দ্রব্যকে অন্তরূপ বলিয়া জানা, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। তদ্রূপে অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে বাহার প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি নাই, তাহাকে অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠ বলে।

যে যে বস্তুর বাহা বাহা প্রকৃত রূপ, জ্ঞান যদি সেই সেই রূপবিষয়ে প্রতিষ্ঠা-শূন্য হয় অর্থাৎ কোনও বাধা থাকাহেতু সেই সেই প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে “অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠ” জ্ঞান বলে। এইরূপ বিচারে (নবমসূত্রোক্ত) বিকল্প ‘অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠ’ হইয়া পড়ে, সুতরাং লক্ষণে বাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ না ঘটে, এই হেতু “মিথ্যাজ্ঞান” এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। সেই ‘মিথ্যাজ্ঞান’ শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান যাইতেছে যে সেই মিথ্যাজ্ঞান তদ্বিষয়ক বস্তুর ব্যবহারবিলোপকারিনী যে বাধা নিজে জন্মাইয়াছে, তাহা সর্ববাদি-সম্মত, কিন্তু বিকল্পে সেইরূপ বাধা নাই। সেইহেতু কোন কোন পণ্ডিতের সেই বিষয়ে বাধাবুদ্ধি থাকিলেও পূর্ববৎ ব্যবহারের লোপ হয় না। সংশয়, (দ্বিকো-টিক জ্ঞান হইলেও অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠ বলিয়া) লক্ষ্যের মধ্যেই পরিগণিত হওয়াতে তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিল না। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য। পাঁচ প্রকার ক্লেশ (দ্বিতীয়পাদের তৃতীয় সূত্রে কথিত) এই বিপর্য্যয়েরই ভেদ, ইহা পরে কথিত হইবে।

এক্ষেপে বিকল্পের লক্ষণ বর্ণিত হইল :—

* অর্থাৎ বহিজ্ঞাতির; কোনও বিশিষ্ট কাষ্ঠাদির দ্বারা নির্দিষ্ট বিশিষ্ট উদ্ভাপালোক বিশিষ্ট বহির নহে।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৯॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যঃ (কিন্তু ব্যবহার্য্যবৃত্তিরূপঃ) বিকল্পঃ (ভবতি) ।

যে বৃত্তি কেবলমাত্র শব্দজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তদনুসারে উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাহার অবলম্বনস্বরূপ কোন বস্তু নাই, তাহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। যেমন মনুষ্যশব্দ, আকাশকুমুম প্রভৃতি শব্দ শুনিবার পর ‘অবশ্য আছে’ এই প্রকার যে বস্তুশূন্যবৃত্তি জন্মে, তাহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। এই বিকল্পবৃত্তি বস্তুশূন্য বলিয়া ইহা প্রমাণ নহে অর্থাৎ কোন যথার্থ জ্ঞানের কারণ নহে। এই বিকল্পবৃত্তি, অতঃ প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইলেও, ইহা অবশ্য থাকিয়া যায় এবং ব্যবহারের হেতু-স্বরূপ হয় বলিয়া, ইহাকে বিপর্য্যয় বলা যায় না। যেমন চৈতন্ত্যই পুরুষ এই উভয়ের কোনও ভেদ নাই, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলেও লোকে যেমন ‘পুরুষের চৈতন্ত্য’ এইরূপ বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা মিথ্যা ভেদ কল্পনা করে; তাহাই বিকল্পের দৃষ্টান্ত। (অথবা সংসারে ভাবপদার্থের অতিরিক্ত অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলেও লোকে যেরূপ বলিয়া থাকে “পুরুষঃ সর্কধর্ম্ম্যভাববান্” অর্থাৎ সর্কধর্ম্মের অভাবকে একটা বস্তুস্বরূপ ধরিয়া তাহার সহিত পুরুষের বিশেষণবিশেষ্যভাব কল্পনা করিয়া থাকে; তাহাও বিকল্পের দৃষ্টান্ত। এইরূপ ‘রাহুর মৃত্যু’ প্রভৃতি আরও (দিক্, কাল ইত্যাদি) বিকল্পের দৃষ্টান্ত আছে ॥ ৯ ॥

নিদ্রার লক্ষণ করিতেছেন—

অভাবপ্রত্যক্ষালম্বনা স্বত্বাতি ॥১০॥

অভাবপ্রত্যক্ষালম্বনা বৃত্তিঃ (ভবতি) ।

যে তমোগুণ, আবরণরূপে উদ্ভিত হইয়া বস্তুসমূহের অভাব প্রতীত হয়, সেই তমোগুণকে অভাবপ্রত্যয় বলে। যে বৃত্তি, সেই তমোগুণকে আপনার বিষয়ীভূত করে তাহাকে নিদ্রা বলে। (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের) অভাবের প্রত্যয় অর্থাৎ হেতু (যে তমোগুণ) তাহাই যে বৃত্তির অবলম্বন, সেই বৃত্তির নাম নিদ্রা। [প্রত্যয় + প্রতি + অয় + অচ; কার্য্যের প্রতি ‘অয়তে’ অর্থাৎ ‘গচ্ছতি’ গমন করে বলিয়া প্রত্যয় শব্দে ‘হেতু’ বুঝায়। তমোগুণই জাগ্রৎবৃত্তি ও স্বপ্নবৃত্তি সমূহের অভাবের কারণ। সেই তমোগুণই আলম্বন অর্থাৎ বিষয় যে বৃত্তির, সেই বৃত্তিকে নিদ্রা বলে। পূর্ব পূর্ব স্তত্র হইতে ‘বৃত্তি’ এই পদের অল্পবৃত্তি চলিতেছে বলিয়া, এই স্তত্রে তাহার উচ্চারণ না করিলেও চলিত, কিন্তু উচ্চারণ করিবার কারণ এই যে, কেহ কেহ

বলেন যে নিদ্রা একটা বৃত্তি নহে, উহা জ্ঞানের অভাব মাত্র । সেই মত খণ্ডন করিবার নিমিত্তই এই স্বত্রে ‘বৃত্তি’ শব্দের পুনরুচ্চারণ দেখা যায় । নিদ্রা হইতে উথিত হইলে লোকে কখন কখন স্মরণ করে, ‘আমি স্বখে ঘুমাইয়াছিলাম’ । এই প্রকার স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ সেই অনুভব বুদ্ধিসত্ত্বসম্মিলিত তমোগুণকে অবলম্বন করিয়া জন্মিয়াছিল । লোকে আবার যখন স্মরণ করে ‘আমি হুঃখে ঘুমাইয়াছিলাম,’ তখন সেই স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ, সেই অনুভব রজোগুণযুক্ত তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল । আবার যখন লোকে স্মরণ করে, ‘মৃৎ হইয়া গাঢ়ভাবে ঘুমাইয়াছিলাম’ তখন সেই স্মরণ হইতে অনুমিত হয় যে, যে অনুভব উক্ত স্মরণের কারণ, তাহা কেবল তমোগুণকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই অনুভব বুদ্ধির ধর্ম, তাহাকে নিদ্রা বলে । সেই বৃত্তি, একাগ্রবৃত্তির প্রায় অনুরূপ হইলেও তমোগুণজনিত বলিয়া যোগার্থিগণ অবশ্য তাহার নিরোধ করিবেন । ইহাই স্বত্রের ভাবার্থ ॥ ১০ ॥

স্মৃতির লক্ষণ করিতেছেন—

অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ (ভবতি) ।

যে বিষয় অনুভব করা গিয়াছে তাহার যে অসংপ্রমোষ অত্যাগ বা অনুভব-জনিত অনুসন্ধান, তাহাকেই স্মৃতি বলে ।

(ষষ্ঠ স্বত্রে প্রমাণ, বিপর্যয় প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৃত্তি দ্বারা,) যথার্থ জ্ঞান, (মিথ্যাজ্ঞান,) প্রভৃতি যে সকল অনুভব হয়, সেই সকল অনুভবহইতেই স্মৃতি জন্মে বলিয়া, তাহারাই স্মৃতির জনক বা পিতা । সংসারে পিতার ধন যেরূপ পুত্রের নিজস্ব হয়, সেইরূপ অনুভবের বিষয়ও স্মৃতির নিজস্ব হয় । স্মৃতি যদি পিতা-অনুভবের বিষয়ের অধিক বিষয় গ্রহণ করে, তবে তাহা পরস্বাপহরণ অর্থাৎ সম্প্রমোষ বা চুরি হয় । সেইরূপ অনুভবের বিষয় সন্ধান্তে যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তদধিক বিষয়ের অগ্রহণ, বা অনুভূত বিষয় মাত্রেরই গ্রহণ, তাহাকে স্মৃতি বলে । লোকের জ্ঞান যখন তাহার চিন্তাবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখন তাহাকে অনুভব বলে । সেই অনুভব স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তাহাকে জানিবার জ্ঞান লোকের অশ্রু কিছুরই প্রয়োজন হয় না । সেই অনুভব সকল সংস্কার উৎপাদন করে; সেই সকল সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি, অনুভবের বিষয় সকলকে

আপনার বা নিজস্ব করিয়া লয় । (শঙ্কা) ।—আচ্ছা, কোন লোকে নিজ শরীরে (জাগ্রদাবস্থায়) গজের সহিত সংযোগ অমুভব না করিলেও, স্বপ্নে কেন তাহা অরূপ করে (করিতে পারে, বা লোকের সেইরূপ করা সম্ভব হয় ?) (উত্তর) ।
এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা সেই স্বপ্নের গজ বিপর্যায়ের বিষয় অর্থাৎ মিথ্যাভ্রান্ত ।

এক্ষণে উক্ত প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহের বাহাতে নিরোধ হইতে পারে, তাহারই উপায় বলিতেছেন :—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ (ভবতি) ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় । (যেমন তীব্রবেগশালী নদীপ্রবাহকে অগ্রে বাঁধনিৰ্ম্মাণ দ্বারা নিবারণ করিয়া, পরে তাহা হইতে ছোট ছোট প্রণালী প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্ৰাণু ক্ষুদ্র প্রবাহরূপে পরিণত করা হয়, সেইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীর বিষয়াভিমুখ প্রবাহকে নিবারণ করিয়া সমাধির অভ্যাস দ্বারা প্রস্তুত প্রবাহরূপে পরিণত করা যায় ।)

সকল প্রাণীরই চিত্তবৃত্তিরূপ নদী স্বভাবতঃই রূপরসাদি বিষয় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সংসাররূপ সাগরের (অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর) অভিমুখে ধাবিত হয় । যোগী (রূপরসাদি) বিষয়ে চিত্তবৃত্তির প্রবাহকে বৈরাগ্যের দ্বারা ভাঙ্গিয়া দেন এবং বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্যবিচার অভ্যাস করিয়া, সেই নদীর প্রবাহকে অন্তর্মুখ করিয়া দেন । সাধারণতঃ, লয় প্রাপ্ত হওয়া বা নিদ্রিত হওয়া এবং বিক্ষিপ্ত হওয়া, এই দুইটী চিত্তের স্বভাব । তন্মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া স্বভাবটি বৈরাগ্যদ্বারা বিনষ্ট হইলে, যদি সেইসঙ্গে অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে নিদ্রাই আসিয়া থাকে । সেই হেতু লয় বা নিদ্রার নিবৃত্তির জন্ত বিবেকাভ্যাস, ও বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্ত বৈরাগ্যাভ্যাস এই দুই প্রকার নিরোধই একসঙ্গে করিতে হইবে, ইহাই বুঝান হইতেছে ॥ ১২ ॥

অভ্যাসের স্বরূপ বলিতেছেন :—

তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র (তয়োঃ অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ মধ্যে) স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ (ভবতি) ।

(স্থিতি শব্দের অর্থ নিশ্চলতা বা নিরোধ । ‘যত্ন’ শব্দের অর্থ মানসিক উৎসাহ । ‘চিত্ত স্বভাবতঃই বহিমুখে প্রবাহিত হইয়া যায়, আমি তাহাকে সৰ্ব্বপ্রকারে নিরোধ করিব’—এই প্রকার উৎসাহের আকৃতি করিলেই তাহাকে

অভ্যাস বলে । এখানে টীকাকার কিন্তু অভ্যাসের অর্থ আপাততঃ অশ্রুপ, ফলতঃ একইরূপ, করিতেছেন যথা :—)

সেই পূর্বস্বত্রোক্ত ‘অভ্যাস’ ও ‘বৈরাগ্যের’ মধ্যে, ‘অভ্যাস’ শব্দের অর্থ করিতেছেন । রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিশূন্য চিত্তের একাগ্রতাকে স্থিতি বলে । সেই স্থিতি অভ্যাস করিতে যম, নিয়মাদি যে যে সাধন অবলম্বন করিতে হয়, সেই সেই সাধন সম্বন্ধে প্রযত্ন বা অমুষ্ঠানকে অভ্যাস বলে ॥১৩॥

(শঙ্ক) আচ্ছা, অনাদিকালের প্রবল রাজসিক ও তামসিক বিরোধী সংস্কার, অভ্যাসকে বাধা দিয়া খুজিত করিয়া রাখিলে । সেই অভ্যাস কি প্রকারে স্থিতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে ? এই প্রশ্নকার সমাধানহেতু হত্ন করিতেছেন :—

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যাসংকারসেবিতো ' ত্রা
দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

সঃ (অভ্যাসঃ) তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সংকারসেবিতঃ দৃঢ়ভূমিঃ (ভবতি) ।

সেই অভ্যাস কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর ও আদরপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলে, দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ স্থির হয় ।

হত্নে “তু” (কিন্তু) শব্দ পূর্বোক্ত প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে । সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, উপাশ্রম ও শ্রদ্ধারূপ আদরের সহিত অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হইলে, দৃঢ়সংস্কারবিশিষ্ট হয় । তখন সেই অভ্যাস ব্যুত্থানকালের সংস্কারসমূহের দ্বারা পরাভূত হয় না, কিন্তু টিকিয়া থাকিতে পারে । শ্রুতিতে (প্রশ্ন, উপনিষৎ ১.১০) আছে “অথোত্তরেন তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রদ্ধয়া বিদ্যাস্ত্রানমস্বিত্য” ‘আর অনাবৃত্তিসাধক উত্তরপথে (অর্চিরাদি মার্গে) তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অশ্বেষণ করিয়া’ । এইরূপে শ্রুতি, ‘সংকার’ শব্দের অর্থ বুঝাইলেন ॥১৪॥

বৈরাগ্যের স্বরূপ বলিতেছেন :—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা
বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ (ভবতি) ।

দৃষ্টবিষয়ে অর্থাৎ ইহলোকের আদিব্যভোগ্যবস্তুসমূহে এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে

অর্থাৎ বেদোক্ত নন্দনকাননাদি দিব্যভোগ্যবস্তুসমূহে, একান্ত স্পৃহাশৃংখ হইয়া যোগীর যে স্থিতি হয়, তাহাকে ‘বশীকার’ নামক বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য প্রধানতঃ দুই প্রকারের যথা—অপরবৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য। তন্মধ্যে অপর বৈরাগ্য আবার চারি প্রকারের যথা :—যতমানসংজ্ঞক, ব্যতিরেকসংজ্ঞক, একেক্সিয়সংজ্ঞক, ও বশীকারসংজ্ঞক। তন্মধ্যে চিত্তস্থিত রাগদ্বৈষাদি কষায়, বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়াভিমুখে প্রবৃত্ত করে, সেই কষায়সকলের পরিপাক বা দূরীকরণের নিমিত্ত যে প্রযত্ন, তাহাই যতমানসংজ্ঞক বৈরাগ্য। তদনন্তর কয়েকটি কষায় পরিপক হইলে, তাহাদিগকে, অপর যে সকল কষায়ের পরিপাকলাভ করিতে বাকী আছে, তাহাদিগের হইতে পৃথক করিয়া অবধারণ করার নাম ব্যতিরেকসংজ্ঞক বৈরাগ্য। তাহার পর ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত করিতে পারে, এইরূপ সকলপ্রকার কষায়ই পরিপাক লাভ করিয়া কেবল মনেই ঔৎসুক্যরূপে অবস্থান করিলে, সেই বৈরাগ্যের নাম ‘একেক্সিয় বৈরাগ্য’ হয়। জ্ঞী, অন্ন, পান ইত্যাদি ইহলোকের ভোগসকলকে দৃষ্ট বা অদিব্য ভোগ বলে। আর বেদে যে ইন্দ্রাদির নন্দনকানন, অমৃত পান ইত্যাদি দিব্যভোগের কথা আছে তাহাদিগকে আনুশ্রবিক ভোগ বলে। অনু-পশ্চাৎ অর্থাৎ গুরুতর উচ্চারণের পর, যাহার শ্রব অর্থাৎ শ্রবণ হয় তাহাকে অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ বলে। সেই বেদে ঐ ভোগসকল উক্ত হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে আনুশ্রবিক ভোগ বলে। এই দিব্য ও অদিব্য এই উভয় প্রকার ভোগ্যবস্তুতেই অভ্যাসের দ্বারা ‘ইহারা বিনষ্ট হইয়া পরিতাপের কারণ হয়,’ ‘অন্ত পাত্রে এই সকল ভোগের আধিক্য দেখিলে চিত্ত ঈর্ষাদি দোষে কলুষিত হয়’ ইত্যাদি প্রকার দোষ দর্শন করিতে শিখিলে, সেই সকল ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা বা উপেক্ষা বৃদ্ধি জন্মে। সেই বৈরাগ্যই বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য। এইরূপে অপরবৈরাগ্য বর্ণনা (করিয়া, ‘পরবৈরাগ্য’ বর্ণন) করিতেছেন :—॥১৫॥

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥১৬॥

পুরুষখ্যাতে: (যৎ) গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ তৎ পরম্ (বৈরাগ্যম্ ভবতি)।

পুরুষখ্যাতি হইতে ত্রিগুণের অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য। সম্প্রজাত সমাধির অভ্যাসে পটুতা লাভ করিলে, তদ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, পুরুষের খ্যাতি বা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। সেই সাক্ষাৎকারের ফলে সর্বপ্রকার ত্রিগুণময় ব্যবহারের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য।

অপরবৈরাগ্য পরবৈরাগ্যের হেতু । যে সকল যোগাঙ্গ পরে বর্ণিত হইবে, সেই সকল যোগাঙ্গের অমুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হইলেও, বিষয় সমূহে দোষ দর্শন দ্বারা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় । তদনন্তর শুদ্ধ-পদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ হইতে পুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অমুষ্ঠান দ্বারা, চিত্তের তমো রঞ্জন মল বিনষ্টপ্রায় হইলে, চিত্তে সম্বন্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকে । সেই চিত্ত সাতিশয় নির্মল হয় । সেই প্রসন্নতা সাতিশয় শুদ্ধচিত্তের ধর্ম্ম । ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যান আরম্ভ হইবার পর হইতে, উহার আরম্ভ হয় এবং উহা সেই ধর্ম্ম-মেঘ নামক ধ্যানেরই ফলস্বরূপ । গুণত্রয়ের প্রতি অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে এবং মোক্ষবিৎ পণ্ডিত-গণ তাহাকে মুক্তির হেতুভূত সাক্ষাৎকার বলিয়া থাকেন । এই পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, যোগীর অবিজ্ঞা, অস্মিতা প্রভৃতি সকল প্রকার ক্লেশ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল প্রকার কর্ম্মের সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয় । তিনি পূর্বে বিবেকখ্যাতি (অর্থাৎ সম্ব ও পুরুষের ভিন্নতা জ্ঞানের অভ্যাস) করিলেও, এখন তত্ত্বজ্ঞাতেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন । তিনি মনে করেন আমার বাহ্য কর্ম্ম ছিল, তাহা সব করিয়াছি ; বাহ্য লাভ করিবার ছিল, তাহা লাভ করিয়াছি, কিছুই বাকী নাই । যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার পরেই চিত্তে কেবলমাত্র অসম্প্রজ্ঞাত সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে । আর যাহাকে অপরবৈরাগ্য বলে, তাহা তমোগুণরহিত অত্যন্ত রঞ্জনগুণবিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম । এই বৈরাগ্যের ফলেই যোগিগণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিবিধ প্রকার ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন । এই কথাই প্রকারান্তরে অল্প বলা হইয়াছে, যথা—“বৈরাগ্য হইতে ‘প্রকৃতি লয়’ ঘটে” ॥ ১৬ ॥

এই প্রকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য নিরূপণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন করা যায়, তাহারই চারি প্রকার ভেদ প্রথমে দেখাইতেছেন ।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাক্রপানুগমাৎ

সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাক্রপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ (যোগঃ ভবতি) ।

(বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই কয়েক প্রকার পদার্থের স্বরূপানু-সারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রকার ।)

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মসিদ্ধি শিখিতে আরম্ভ করে, সে প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিধিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ প্রথমাত্মাসী যোগী, ধ্যানের দ্বারা স্থূলবস্তুর শালগ্রাম প্রভৃতিরই সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করেন। সেই স্থূল সাক্ষাৎকারকে ‘বিতর্ক’ বলে। সেই স্থূল পদার্থের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্ত্রাদি, ধ্যানের দ্বারা তাহাদিগের সাক্ষাৎকারকে ‘বিচার’ বলে। স্থূল ইন্দ্রিয়সকল পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া, তাহারা সাত্ত্বিক। ধ্যানের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষাৎকারের নাম ‘আনন্দ’। ধ্যানের দ্বারা, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ যে বুদ্ধি, তাহা যখন বিজ্ঞাতা পুরুষের সহিত একীভূত হয়, তখন তাহাকে ‘অস্মিতা’ বলে। * ধ্যানের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তাহাকেও ‘অস্মিতা’ বলে। তন্মধ্যে স্থূলবস্তুরূপ গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণের কারণ (যন্ত) এবং বাহ্যকে অস্মিতা বলে, তাহাই গ্রহীতা। যখন উক্ত তিনটি বস্তুতে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ, ও গ্রহীত্বরূপে ধ্যান পরিপাক লাভ করে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিটির স্বভাব অনুসরণ করে বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত যোগও চারি প্রকার, যথা, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ, ও সাস্মিত। ইহার মধ্যে, যেমন ঘটের জ্ঞানে, ঘটের উপাদান মৃত্তিকার জ্ঞানও অন্তর্গত থাকে, কেননা ঘট মৃত্তিকাস্থক, সেইরূপ, স্থূলযোগেও স্থূল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগও অন্তর্গত থাকে এবং সূক্ষ্ম যোগেও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগও অন্তর্গত থাকে। অপর দুইটি যোগের বিষয় (যথাক্রমে) দুইটি ও একটি। ভাষ্যকার (বাস) এই বিশেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে মৃত্তিকার জ্ঞানের মধ্যে যেমন ঘটের জ্ঞান অন্তর্গত নাই, সেইরূপ সূক্ষ্মাদিবিষয়ক তিনটি যোগের মধ্যে, পূর্ব পূর্ব যোগটি বা যোগগুলি অন্তর্গত নাই। ভোজবৃত্তিতে কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গুলি সবিতর্ক যোগের বিষয়, তন্ত্রাদিগুলি সবিচার যোগের বিষয়, অহঙ্কার সানন্দ যোগের বিষয় এবং মহত্ত্ব সাস্মিত যোগের বিষয়। তন্মধ্যে অন্তঃকরণ ‘অহং’কে বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে অহঙ্কার বলে। অন্তঃকরণ যখন অন্তর্মুখ হয় এবং সত্তামাত্র—মহত্ত্ব-লীন হইয়া, সত্তামাত্রের অবভাসক হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলে। উভয়ের মধ্যে এইমাত্র ভেদ। পুরুষই গ্রহীতা ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তাহার উপায় বলিতেছেন—

* তাহা ‘বুদ্ধিই আমি’ এইরূপে অনুভূত হয়।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ ॥১৮॥

অন্তঃ (অসম্প্রজাতঃ যোগঃ) বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষঃ (ভবতি) ।

বিরাম বা বৃত্তিশূন্যতার কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইতে যে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট সমাধি হয়, তাহার নাম অসম্প্রজাত ।

বিরাম শব্দের অর্থ সকল বৃত্তির অভাব । তাহার প্রত্যয় বা কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইয়াছে “পূর্ব্ব” বা উপায় বাহার, (বহুব্রীহি) । ইহার দ্বারা অসম্প্রজাত সমাধির উপায় কথিত হইল । “অন্তঃ” অর্থাৎ অসম্প্রজাত “সংস্কারশেষ” । পরবৈরাগ্য সম্প্রজাত সমাধির সংস্কার সকলকে অভিভূত করিয়া, নিজের সংস্কারকেই অবশিষ্ট রাখে । সেই অসম্প্রজাত সমাধিকেই নির্বীজ সমাধি বলে, কেননা, তাহাতে অবলম্বন ও কর্ম্মবীজ থাকে না ।

এই অসম্প্রজাত সমাধি দুই প্রকারের, যথা, ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয় । তন্মধ্যে ভবপ্রত্যয় নামক অসম্প্রজাত সমাধি মোক্ষকামিগণের নিকট হয় । এই কথাই পরবর্ত্তীস্থত্রে বলিতেছেন ॥১৮॥

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥১৯॥

বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ভবপ্রত্যয়ঃ (নির্বীজ-অসম্প্রজাত সমাধিঃ) (ভবতি) ।

বিদেহ ও প্রকৃতিলীনদিগের ভবপ্রত্যয় নামক নির্বীজ অসম্প্রজাত সমাধি হয় ।

(বাহার ভূত কিম্বা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন একটা বিকাররূপ অনাত্ম বস্তুতে আত্ম ভাবনা করেন, তাহার দেহনাশের পর সেই ভূতে অথবা ইন্দ্রিয়ে লীন থাকিয়া ষাট্‌কৌশিক দেহ শূন্য হইয়া থাকেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে ‘বিদেহ’ বলে ।) ‘অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটি অনাত্মস্বরূপ ‘প্রকৃতি’ পদার্থের মধ্যে, যে কোনটিতে আত্ম ভাবনা করিলে, যোগী তাহাতেই লীন হন । তখন তাঁহাকে প্রকৃতিলীন বলে ।) এই প্রকার যোগীদিগের চিতে কেবল সংস্কার ভিন্ন অস্ত্র কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । এই নিমিত্ত তাঁহাদের সেই সমাধি অসম্প্রজাত সমাধি, কিন্তু তাঁহা ভবপ্রত্যয় নামক শ্রেণীর অন্তর্গত । ‘ভব’ শব্দে অবিদ্যাকে বুঝায় । ‘ভবন্তি জায়ন্তে জন্তবঃ অশ্রাম্’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া ‘ভব’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । ইহার অর্থ অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি, তাঁহা

যাহার প্রত্যয় বা কারণ, তাহাকেই ভবপ্রত্যয় সমাধি বলে । অবিদ্যাই এই সমাধির মূল, এবং এই যোগের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা সাবসান বা অনিত্য । বায়ুপুরাণে এইরূপ আছে—

“শতমবস্তরানীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ।

“ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ ॥

“বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজরাঃ ।

“পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ ॥

‘পুরুষং নিষ্ঠুর্গং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্বতে ॥’

“যাহারা ইন্দ্রিয়ে আত্মভাবনা করে, তাহারা শত মবস্তর ধরিয়া এখানে অবস্থান করে । যাহারা ভূতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ সহস্র মবস্তর ; যাহারা অহঙ্কারে আত্মভাবনা করে, তাহারা সহস্র মবস্তর ; যাহারা মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা দশসহস্র মবস্তর সর্বদ্রুৎশূন্য হইয়া এই অবস্থায় বাস করে । যাহারা অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ শতসহস্র মবস্তর এইভাবে থাকে । কিন্তু যিনি নিষ্ঠুর্গ পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, তাহার পক্ষে আর কালের সংখ্যা নাই ।”

এইরূপে যাহাদের বিবেকখ্যাতি হয় নাই, তাহাদের চিত্ত লীন হইয়া গেলেও, উক্তি হইয়া, স্পষ্ট ব্যক্তির চিত্তের জায় আবার সংসারে পতিত হয় ॥১৯॥

মুমুক্শু যোগীগণ যে উপায়-প্রত্যয়-নামক দ্বিতীয় প্রকার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সমাদর করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কথাই বলিতেছেন ।

X শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা পূর্বক ইতরেশান ॥২০॥

ইতরেবাম্ শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্বকঃ (নির্বীজঃ

অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ চ ভবতি)

শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়াবলম্বনপূর্বক অপর যোগীদের অর্থাৎ মুমুক্শুদিগের কৈবল্যসিদ্ধি হয় ।

‘শ্রদ্ধা’—পুরুষবিষয়ক সাত্বিক বৃত্তি বিশেষ ; তাহার সাহায্যে ‘বীৰ্য্য’ বা প্রবল জন্মে । তদ্বারা যমনিয়মাদির অভ্যাস পরম্পরা ক্রমে, স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে ।

তাহা হইতে সমাধি হয় । সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষবিষয়ক ত্যাগিত্ব বা জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় । তাহা হইতে, পরবৈরাগ্যের দ্বারা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অপর প্রকার যোগীর অর্থাৎ মুমুক্শুদিগের জন্মে ॥২০॥

প্রজ্ঞা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই কয়টি উপায় । সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই এই উপায়-প্রত্যয় সমাধি জন্মে । প্রাণীদিগের পূর্বসংস্কারের প্রবলতাবশতঃ সেই সকল উপায় মূহ, মধ্য ও অধিমাাত্র এই তিন প্রকারের হয় । তদনুসারে যোগীরও এই তিন প্রকারভেদ হইয়া থাকে যথা মূহপায় যোগী, মধ্যোপায় যোগী ও অধিমাাত্রোপায় যোগী । তন্মধ্যে মূহপায় যোগী আবার তিন প্রকারের হ'ন, যথা মূহসংঘেগ যোগী, মধ্যসংঘেগ যোগী ও তীত্র-সংঘেগ যোগী । মধ্যোপায় যোগী এবং অধিমাাত্রোপায় যোগীরও এইরূপ তিন তিন প্রকারভেদ আছে । এইরূপে সর্বশুদ্ধ নয় প্রকারের যোগী আছেন । উপায়ের তারতম্যানুসারে তাহাদের সিদ্ধিও দীর্ঘকালে, দীর্ঘতর কালে, শীঘ্র এবং শীঘ্রতর কালে হইয়া থাকে । তন্মধ্যে, শীঘ্রতরকালে কোন্ প্রকার যোগীর সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ? এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদন্তরে বলিতেছেন :—

তীত্র সংঘেগানামাসন্নঃ ॥২১॥

তীত্রসংঘেগানাম্ আসন্নঃ (সমাধিলাভঃ) ভবতি ।

যাহাদের বৈরাগ্য তীত্র, তাহাদের সমাধিলাভ অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে ।

“সংঘেগ” শব্দের অর্থ বৈরাগ্য । সেই বৈরাগ্য, যাহাদের তীত্র এবং উপায়ও অধিমাাত্র শ্রেণীর, সেই যোগিগণের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অতি নিকটবর্তী । তাহা হইতে তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥২১॥

মূহমধ্যাধিমাাত্রস্ত্রয়াং ততোহপি বিশেষঃ ॥২২॥

মূহমধ্যাধিমাাত্রস্ত্রয়াং ততঃ অপি বিশেষঃ (ভবতি) ।

তাহাতেও (অর্থাৎ তীত্র সংঘেগ থাকিলেও) আবার সংঘেগের মূহতা, মধ্যতা ও অধিমাাত্রতাহেতু বিশেষ, অর্থাৎ সমাধি লাভের কালভেদ হয় ।

তীত্র সংঘেগেরও আবার মূহ, মধ্য ও অধিমাাত্র এই তিন প্রকার ভেদ আছে । যে সকল যোগীর তীত্রসংঘেগ মূহ প্রকারের, তাহাদের সমাধিলাভ নিকটবর্তী হইলেও, যাহাদের তীত্রসংঘেগ মধ্যম প্রকারের তাহাদের সমাধি লাভ আরও

নিকটবর্তী, এবং বাঁহাদের তীব্র সন্বেগ অধিমাত্র শ্রেণীর, তাহাদের সমাধি লাভ সৰ্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে ॥২২॥

✽ ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥২৩॥

ঈশ্বরপ্রণিধানং বা (আসন্নঃ সমাধিলাভঃ ভবতি)।

(অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যেরূপ হয়) ঈশ্বরে কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রণিধান অর্থাৎ এক বিশেষ প্রকারের ভক্তি জন্মিলে, সমাধি লাভ সৰ্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয়। যত্রে যে “বা” শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার দ্বারা ইহা বুঝান হইতেছে যে ভক্তিরূপ উপায়টি পূর্বোক্ত উপায়ের বিকল্প। ভক্তি অত্র কোনও উপায়েরই অপেক্ষা রাখে না বলিয়া, ঈশ্বর, ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, ‘ইহার এই ইষ্ট সিদ্ধ হউক’—এইরূপ অনুগ্রহ করেন ॥২৩॥

(এক্ষণে) ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

ক্লেশকর্ষবিপাকশষ্টৈশ্বরপরাশ্রুষ্ঠঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ॥২৪॥

ক্লেশকর্ষবিপাকশষ্টৈঃ অপরাশ্রুষ্ঠঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ (ভবতি)।

ক্লেশ, কর্ষ, বিপাক এবং আশয়ের সহিত কোনরূপে সম্বন্ধ নহেন, এইরূপ এক বিশিষ্ট পুরুষই ঈশ্বর।

‘ক্লেশ’—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ ঘেয ও অভিনিবেশ এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলে। ‘কর্ষ’—ধর্ম্মাধর্ম্ম। ‘বিপাক’—উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল (দেহ, আয়ু ও সুখদুঃখভোগ)। ‘আশয়’—উক্ত ফল বাহাদের অনুকূল (উৎপাদক) এইরূপ (বাসনা নামক) সংস্কারকে আশয় বলে, (আ+শী+অচ্) ; যেন ইহারা ‘শয়ন’ করিয়া থাকে, এই হেতু ইহাদিগকে আশয় বলে। যেমন, মনুষ্য যদি হস্তিভক্ষয় লাভ করে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের কাষ্ঠভোজনের সংস্কার হয় ; কেননা, তাহা না হইলে, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেই ক্লেশাদি যে জীবের চিত্তে অবস্থান করিয়া, সেই জীবের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই জীবকে ‘সাংসারিক’ জীব বলে ; কেননা সেই জীব, আপনাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ বলিয়া না জানিয়া, ‘ভোক্তা’ হইয়া পড়ে। উক্ত ক্লেশ, কর্ষ, বিপাক ও আশয়ের সহিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালে, যে পুরুষের সম্বন্ধ ঘটে না, তিনিই ঈশ্বর। যত্রে ‘বিশেষ’ এই শব্দটি থাকাতে, তিনকালে

ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকা সূচিত হইতেছে। যে জীবগণ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অতীতকালে, উক্ত ক্লেশাদির সম্বন্ধ ছিল। সেইজন্য মুক্ত জীবগণ ঈশ্বর নহেন। (বন্ধন তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃত বন্ধ, বৈকারিক বন্ধ এবং দক্ষিণাবন্ধ)। যাঁহারা এখন মুক্ত হইয়াছেন, পূর্বে তাঁহাদের উক্ত তিনটি বন্ধন ছিল বলিয়া, তাঁহারা ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন। যাঁহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়াছেন তাঁহাদের বন্ধনকে প্রাকৃতবন্ধ বলে। যাঁহারা পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিকার-পদার্থে লীন হইয়া বিদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের বন্ধনকে বৈকারিক বন্ধ বলে। দেব, নর প্রভৃতি অপর সকল জীবের বন্ধনের নাম দক্ষিণাবন্ধ, (১) কেননা তাঁহাদিগকে চিত্ত নামক অগরের ছন্দানুবর্তী হইয়া কর্মফল ভোগ করিবার জন্ত আবদ্ধ হইতে হয়।

(শঙ্ক) আচ্ছা, ঈশ্বর নামক পুরুষ যদি পরিণামরহিত হইলেন, তাহা হইলে, জ্ঞানশক্তিসম্পন্নতা, ক্রিয়াশক্তিসম্পন্নতা প্রভৃতি পরম ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

(সমাধান) বলিতেছি। ঈশ্বরের যে শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণস্বরূপ নিরতিশয় জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট চিত্ত আছে তাহা অনাদিসিদ্ধ এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ভগবান সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায়, সেই চিত্ত গ্রহণ করেন, কেননা সেইরূপ চিত্ত না থাকিলে জ্ঞানোপদেশ, ধর্মোপদেশ ও ভক্তের প্রতি অমুগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, যে চিত্তগ্রহণের পূর্বে ভগবানের কি প্রকারে ইচ্ছাদি রাখিতে পারে? তত্ত্বতরে বলি এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, কেননা, সৃষ্টিপ্রলয়ের প্রবাহ বীজাকুরের তায় অনাদি। যখন সমস্ত সৃষ্টির প্রলয় হইয়া যায়, তখন ভগবান এইরূপ সংকল্প করেন যে ভবিষ্যৎকালে গোষ্ঠদিগকে অমুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সেই চিত্ত, সেই সংকল্পের সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পরে পুনর্বার সৃষ্টির প্রারম্ভে, সেই চিত্ত জন্মে। তদ্বারা ঈশ্বর অমুগ্রহ করিয়া থাকেন; সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যান নির্দোষ।

(শঙ্ক) আচ্ছা (ঈশ্বরের) যে সেইরূপ চিত্ত আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

(সমাধান) বেদবাক্য তাহার প্রমাণ, যথা—ঋতাত্মতর উপনিষদে “পরাত্মশক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।” (৬।৮)।

সেই পরমেশ্বরের পরাশক্তি অনেকরূপ বলিয়া বেদে শুনা যায়। জ্ঞানক্রিয়া

(১) “দক্ষিণঃ সরলোদারপরচ্ছন্দানুবর্তিঃ” ইতি পরেচ্ছানুপালনপরঃ দক্ষিণঃ।

নিরূপণ।]

অর্থাৎ সর্ববিষয়জ্ঞান-প্রাপ্তি, এবং বলক্রিয়া অর্থাৎ নিজের সন্নিধিমাতেই সকলকে স্ববশে আনিয়া নিয়মিত করা, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। (মাণ্ডূক্যোপনিষদেও “এব সর্বৈশ্বরঃ এব সর্বজ্ঞঃ” (৬) ইত্যাদি। “ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ।” অগ্রত এইরূপ আরও অনেক বাক্য আছে। নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইহেতু বেদের প্রামাণ্য বা বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ইহাই বক্তব্যের সংক্ষেপ; (ইহাতেই সকল কথা রহিল) ॥ ২৪ ॥

এইরূপে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আছেন, ইহা বেদের প্রমাণ হইতে অর্থাৎ শব্দ—প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আবার অমুমানের দ্বারাও সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। ইহাই এই সূত্রে বলিতেছেন :—

তত্র নিরতিশয়ঃ সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

তত্র সর্বজ্ঞবীজম্ নিরতিশয়ম্ (ভবতি) ।

সেই ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়তা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ বিষয়ে গ্রায়শাস্ত্রসম্বত অমুমান এইরূপ :—আমাদিগের গ্রায় জীবের জ্ঞান, নিরতিশয় জ্ঞানবিদ্যা থাকিতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, আমাদিগের গ্রায় জীবের জ্ঞান সাতিশয়, অর্থাৎ তাহাতে তারতম্য আছে। যে বস্তুতে তারতম্য আছে, তাহা তারতম্যের অতীত তৎসমানজাতীয় বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না। যেমন কুস্তুর পরিচ্ছিন্নপরিণাম, বিভূ (অর্থাৎ সর্বপরিচ্ছিন্নের অতীত) পরিমাণ ভিন্ন, থাকিতে পারে না। এইরূপে অমুমান দ্বারা সিদ্ধ, নিরতিশয় (অর্থাৎ তারতম্যের অতীত) জ্ঞান, সর্বজ্ঞের বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা প্রমাণ। যেখানে জ্ঞান নিরতিশয় হইয়াছে অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই সর্বজ্ঞতা আছে, ইহা বুঝা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ। এইরূপে সাধারণ ভাবে যে সর্বজ্ঞের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাঁহারই শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহেশ্বর প্রভৃতি বেদপুরাণাদি প্রমাণসিদ্ধ নামসমূহ শুনা গিয়া থাকে। যথা বায়ুপুরাণে আছে—

“সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদি বোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপশক্তিঃ ।

“অনন্তশক্তিঃ চ বিভোবীজিতাঃ ষড়্ভাঙ্গানি মহেশ্বরস্ত ॥

* “স্বতন্ত্র জ্ঞানশক্তির উপাদান। প্রকৃতির স্বতন্ত্র অপরিস্রব বলিয়া, জ্ঞানশক্তিও অপরিস্রব। সেই অপরিস্রব জ্ঞানশক্তিকে, অতিক্রম হইতে ক্রমবিবর্তমান অসংখ্য অংশে বিভক্ত করিলে, চরম অংশও পরিশেষে অপরিস্রব বা ‘নিরতিশয়’ থাকিয়া যাইবে। সেই নিরতিশয় জ্ঞানশক্তিমানই ঈশ্বরপরব্রাহ্মণ।”

“জ্ঞানবৈরাগ্যমৈশ্বৰ্য্যং তপঃ সত্যং ক্রমা ধৃতিঃ ।

“অষ্টভূতমাস্বপোধো হৃদিষ্ঠাতৃহমেবচ ॥

“অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শব্দরে ।” ইতি—

তথা মহাভারতে—(বিষ্ণুসহস্রনাম)—

“অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

“লোকাধাক্ষং স্তবগিত্যং সর্বভূতখাতিগো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ ইত্যাদি”

শাস্ত্রবিদগণ বলেন যে বিভূ মহেশ্বরের ছয়টি অঙ্গ, যথা সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অনুপ্ত শক্তি (যে শক্তির কোনও কালে হ্রাস হয় না, সেই শক্তি) ও অনন্তশক্তি (যে শক্তির কোনও কালে লোপ নাই, সেই শক্তি) । (অপরে বলেন) যে, শব্দরে এই দশটি গুণ অব্যয় ও নিত্যরূপে বিরাজমান আছে, যথা—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বৰ্য্য, তপঃ, সত্য, ক্রমা, ধৃতি, স্বজনশক্তি, জ্ঞানবিষয়ক সমাগ্জ্ঞান, এবং (সৃষ্টির) অধিষ্ঠাতৃত্ব । আর মহাভারতেও আছে :—“অনাদিনিধনং সর্বলোকের মহেশ্বর, লোকাধাক্ষ বিষ্ণুর গুণকীর্তন করিয়া লোকে চিরদিনই সর্বভূত অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে ।” ইত্যাদি । ২৫

ব্রহ্মাদি হইতে সেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিতেছেন :—

পূৰ্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

সঃ পূৰ্বেষাম্ অপি গুরুঃ, কালেন অনবচ্ছেদাৎ ।

তিনি পূৰ্ব পূৰ্ব পুরুষদিগেরও গুরু, কেননা, কালের দ্বারা তাঁহার অবচ্ছেদ করা যায় না ।

পূৰ্বেষাং—সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাহাদের স্থিতি-কাল নির্দিষ্ট, তাঁহাদিগের । গুরুঃ—ঈশ্বর বা নিয়ন্তা ; তাহার হেতু কি ? উত্তর—“কালেন অনবচ্ছেদাৎ” কেননা তিনি অনাদি ও অনন্ত । বেদেও আছে—“যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূৰ্বম্, যো বেদাংশ্চ গ্রহিণোতি তস্মৈ” (শ্বেতা, উ ৬।১৮) । যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে বেদসমূহ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, ঈশ্বরপ্রতিধান বর্ণনা করিবার জন্ত ঈশ্বরের গোপনীয় বা অব্যক্তমহিমাত্মক নাম উল্লেখ করিতেছেন :—

১ তস্মা বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

প্রণবঃ তস্মা বাচকঃ (ভবতি)

প্রণব বা ওঙ্কার সেই ঈশ্বরের বাচক ।

সূত্রটি সহজবোধ্য বলিয়া ব্যাখ্যা নিম্নরোজন । এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে,

তাহা এই। (পূর্বপক্ষ) শব্দের বাচকতা বলিতে শব্দের অর্থের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই ত বুঝায়? তাহার নামান্তর “অভিধাশক্তি”। আচ্ছা, সেই সম্বন্ধ, সংকেতদ্বারা নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে অথবা সেই সম্বন্ধ পূর্ব হইতে থাকে এবং সংকেত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র? যদি বলা হয় সংকেতের দ্বারা সেই সম্বন্ধের নূতন সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বলি এইরূপ ত’ বলা চলে না; কেননা, প্রতিকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর যদি অপর সকল পদার্থ সৃজনের জ্ঞায়, উক্ত সম্বন্ধের ও সৃজন করেন, তাহা হইলে, সেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র (স্বাধীন) বলিয়া, প্রতিকল্পে তাঁহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত নিরূপণ করা অসম্ভব নহে। তাহা হইলে কোন একটি নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ পরবর্তী করে না থাকাই সম্ভব। (সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকৃত হইলে বেদও প্রতিকল্পে নূতন এবং সেইহেতু অনিত্য, বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। আর যদি বলা যায়, উক্ত সম্বন্ধ পূর্ব হইতে থাকিয়া সংকেতের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, তবে বলি তাহাও বলিতে পারা যায় না, কেননা মনে কর কেহ ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা পুত্রের নাম করণ করিল। এক্ষণে যদি ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা উহার অর্থ দিনকর এই মাত্র অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে ‘পুত্র’ বুঝাইবার জ্ঞা পিতার ঐ সংকেতটি বিফল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা তাহার পুত্রকে কোনরূপে বুঝান যায় না। কেননা ‘পুত্র’ বুঝাইবার জ্ঞা ‘সূর্য্য’ এই শব্দে, উক্ত সংকেত, বাহ্যকে অভিব্যক্ত করিবে, এইরূপ শক্তি (বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ) নাই। আর যদি অভিব্যক্ত করিবার উপযোগী কোন সম্বন্ধ না থাকিল, তাহা হইলে ঐ অভিব্যক্তক শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সেইহেতু এই সংকেত সূত্র ব্যর্থ।

(উত্তর পক্ষ বা সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। কেন, তাহা বলিতেছি। শব্দের শক্তি, বাহ্য পূর্ব হইতেই আছে, তাহা সংকেত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যেমন পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ পূর্ব হইতে থাকিয়াই ‘এইটি আমার পুত্র’ এই বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, সেইরূপ ‘গো’ প্রভৃতি শব্দ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হইয়া, তৎস্বরূপাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তি লইয়া সেই সকল শব্দ উৎপন্ন হইলে উক্ত শব্দসমূহে বিশেষ বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জিকা বিশেষ বিশেষ শক্তি, ঈশ্বর, সংকেতের দ্বারা জীবকে জানাইয়া দেন, কেননা জীবের সংস্কার প্রলয় কালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। (আর ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা যে পুত্রের নাম করণের কথা বলিলে, তৎকর্ত্তরে বলি) ইদানিস্থান কালেও পিতা প্রভৃতির সংকেত,

শব্দের শক্তি বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ উৎপাদন করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন সকল শব্দেরই সকল অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে; সেই হেতু পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত, শক্তির উৎপাদক না হইয়া, শক্তির অভিব্যঞ্জক মাত্র। কিন্তু বেদের অর্থ স্থির রাখিবার নিমিত্ত, ঈশ্বর, 'গো' প্রভৃতি শব্দের শক্তি, সঙ্কেত দ্বারা বিশেষ বিশেষ অর্থে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের মত। ফলতঃ সকল মত হইতেই ইহা নির্গত হয়, যে বৈদিক শব্দ সমূহের বেদ প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত সম্বন্ধ, নির্দিষ্ট (ঈশ্বরের সঙ্কেতিত) ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥

এইরূপে ঈশ্বরের বাচক বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরপ্রণিধান বর্ণনা করিতেছেন :—

॥ তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্ (ঈশ্বরপ্রণিধানম্) ।

প্রণবের রূপ (অ+উ+ম+) ও প্রণবের অর্থ বুদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ সন্নিবিষ্ট করিয়া, ঈশ্বর প্রণিধান করিতে হয়।

এই স্থলে এই সূত্রের ভগবান্ ব্যাসকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে :—
“প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা। যোগী প্রণব জপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা করিলে, তাঁহার চিত্ত কেবলমাত্র ভগবানে একাগ্র হইয়া শান্ত হয়”। (বিষ্ণু-পুরাণে) এই কথা এইরূপে উক্ত হইয়াছে :—

“স্বাধ্যায়াত্মোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনং ।

“স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥”

স্বাধ্যায়ের অর্থাৎ প্রণব জপের পরেই যোগাভ্যাস করিবে। এবং যোগাভ্যাসের পরেই পুনর্বার প্রণবাবৃত্তি অর্থাৎ প্রণবজপ করিবে। প্রণবজপ ও সমাধির অভ্যাস—এই দুই উপায়ের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

সমাধি লাভ সেই ঈশ্বর প্রণিধানের আসন্নতম বা অত্যন্ত নিকটবর্তী ফল, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তদমুরূপ অস্ত্র ফলের কথা বলিতেছেন :—

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোহপ্যস্ত-

বাস্ত্বাভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ অপি চ অন্তরায়াভাবঃ (ভবতি)।

সেই ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে (যোগী নিজের বুদ্ধ্যভিব্যাপী) প্রত্যক্ চেতনের

সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহার (নিম্নলিখিত) যোগবিষয়সকল দূরীভূত হয়।

প্রত্যকচেতন—প্রত্যক্ শব্দে যে ‘প্রতীপং’ অর্থাৎ বিপরীত ভাবে ‘অজ্ঞতি’ জ্ঞানে বা অজ্ঞত্ব কবে, তাহাকে বুঝায় অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা (অবিজ্ঞাভিশিষ্ট পুরুষ)। ইহার দ্বারা ঈশ্বর * হইতে প্রভেদ সূচিত হইল। অথবা, প্রত্যক্ শব্দে বুদ্ধিরও অভ্যন্তর-বর্তী, এই অর্থ বুঝায়। যে চেতন সেইরূপ, তাহার ‘অধিগম’ বা সাক্ষাৎকার, তাহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান হইতে, হয়। তাহা হইতে আর ও কি হয়? না, ‘অন্তরায়ভাবঃ’ অর্থাৎ সকল বিষয়ের বিনাশ।

(শঙ্কা) আচ্ছা, ঈশ্বর ত যোগীর আত্মা হইতে ভিন্ন; সেই ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে যোগীর আত্মসাক্ষাৎকার হয়, কি প্রকারে? দেখা যায় যজ্ঞ (স্বর বিশেষ) প্রভৃতির অভ্যাস কালে যদ্বিষয়ক অভ্যাস, তদ্বিষয়ক-ই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানটি ভিন্নবস্তুরবিষয়ক হয়না। (সুতরাং) ঈশ্বরবিষয়ক প্রণিধান, ঈশ্বরজ্ঞানই জন্মাইতে পারে, আত্মজ্ঞান নহে।

(সমাধান) এইরূপ শঙ্কা কেন উঠিতে পারে না, বলিতেছি। ঈশ্বর যেক্রপ অসঙ্গ, চিৎস, কূটস্থ ও ক্লেশাদিশূন্য, জীবও ঠিক সেইরূপ। এই সাদৃশ্যবশতঃই ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ জীবের স্বরূপসাক্ষাৎ কারের হেতু হয়। সুতরাং কোনরূপ দোষারোপ চলিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

যোগবিষয় সকল বর্ণনা করিতেছেন :—

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালম্ব্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনা-
লব্ধভূমিকজ্ঞানবহিতজ্ঞানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্ত-
রায়াঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদ-আলম্ব্য-অবিরতি-ভ্রান্তিদর্শন-অলব্ধভূমিকত্ব-অনবস্থিতজ্ঞানি চিত্তবিক্ষেপাঃ (ভবন্তি)। তে অন্তরায়াঃ (ভবন্তি)।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ব্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব, ইহার চিত্তবিক্ষেপের কারণ হইয়া যোগের অন্তরায় হয়।

যাহারা চিত্তকে যোগ হইতে বিক্ষিপ্ত বা প্রচ্যুত করে, তাহাদিগকে চিত্ত-বিক্ষেপ বলে। যোগের অন্তরায় বা বিষয় নয়টি। তন্মধ্যে ব্যাধি—বায়ুপিত্তক-ফের, অন্নরসের এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়তা। স্ত্যান—চিত্ত কর্ম করিতে লুপ্ত হইলেও। কর্ম করিবার অযোগ্যতা। সংশয়—(ইহার অর্থ সকলেই

* যিনি শাস্ত্রাত্মক সত্ত্বোৎকর্ষাসম্পন্নবিজ্ঞাবান্।

জানেন)। প্রমাদ—যোগাঙ্গের অমুষ্ঠান না করা। আলম্ভ—চিন্তের গুরুত্ব-
হেতু অপ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয়তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শন—বিপরীত জ্ঞান, যাহা
সংশয়ের দ্বারা উভয়কোটিক না হইয়া, এককোটিক হয়। অলব্ধভূমিকত্ব—
সমাধিভূমি লাভ করিতে না পারা; মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমি পরে বর্ণিত
হইবে। অনবস্থিতত্ব—ভূমিলাভ হইলেও চিন্তের অস্থিরতা; চিন্তা পূর্বভূমিতে
অবস্থিত থাকিয়াই উত্তর ভূমি জয় করিতে পারে, সেই হেতু পূর্বভূমিতে
অস্থিরতা একটি দোষ ॥ ৩০ ॥

এই গুলি যে কেবলই বিক্ষেপ বা যোগ নাশক, তাহা নহে, ইহারা হুঃখাদিও
উৎপাদন করিয়া থাকে ।

দুঃখদোষ্মনস্ত্যঙ্গমেজয়ত্বাংসপ্রাশাস

বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখ-দোষ্মনস্ত্য-অঙ্গমেজয়ত্ব-আংস-প্রাশাসাঃ বিক্ষেপসহভুবঃ (ভবতি)

দুঃখ, দোষ্মনস্ত্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, আংস, ও প্রাশাস ইহার বিক্ষেপের সহ ভাবী
হয় ।

দুঃখ তিন প্রকার :—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক । তন্মধ্যে
আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার, যথা—শারীর ও মানস ; প্রথমটি ব্যাধি
প্রভৃতি হইতে জন্মে, দ্বিতীয়টি, কামাদি হইতে । আধিভৌতিক দুঃখ ব্যাঘ্র
প্রভৃতি জীব হইতে জন্মে । আধিদৈবিক দুঃখ গ্রহণীড়াদি হইতে জন্মে ।
দোষ্মনস্ত্য—ইচ্ছা ব্যাহত হইলে, মনে যে ক্ষোভ জন্মে তাহা । অঙ্গমেজয়ত্ব—
অঙ্গমেজয়ের ভাব অর্থাৎ অঙ্গসমূহের কম্পন বা চঞ্চল্য । আংস—প্রাণীর
ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রাণ যে বায়ুকে শরীরভিতরে প্রবেশ করায় তাহা । ইহা
সমাধির অঙ্গ রেচকের বিরোধী । প্রাশাস—প্রাণীর ইচ্ছা না থাকিলেও কোষ্ঠস্থিত
বায়ুর বহির্গমন । ইহা পুরক নামক সমাধির অঙ্গের বিরোধী । ইহারা
বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে অর্থাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত প্রাণীরই হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাই এই সকল বিক্ষেপ তিরোহিত হইয়া থাকে, এই কথা-
টির উপসংহার করিতেছেন :—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাত্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাত্যাসঃ (কর্তব্যঃ) ।

সেই বিক্ষেপের প্রতিষেধের জন্ত একতত্ত্বের অভ্যাস করা উচিত ।

বিক্ষেপসমূহকে বিনাশ করিতে হইলে একতত্ত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের, অভ্যাস

অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে । এই হস্তের ভাষ্য লিখিবার কালে ভগবান্ ব্যাস
কণিকবিজ্ঞানবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন । [তাঁহারা বলেন, চিত্ত অপর
সকল বস্তুর স্থায়ী কণস্থায়ী ও প্রতি বস্তুপলঙ্কির জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন (অর্থাৎ উৎপন্ন
ও পরিসমাপ্ত হয়) বলিয়া সর্বদাই একাগ্র ; কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও
কণস্থায়ী হয়, তবে প্রত্যেক চিত্ত একবিষয়ক বলিয়া একাগ্র । সুতরাং, তাহার
আবার একাগ্রতাসম্পাদনের উপদেশ ব্যর্থ ।] ভাষ্যকার ব্যাস বলেন যে চিত্ত
কণিক নহে, স্থায়ী (এবং তাহা একাধিক বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেইহেতু)
চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের প্রয়োজন আছে । ব্যাসের সিদ্ধান্ত এই যে
“আমি সেই” এই প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা বুঝা যায় চিত্ত প্রতি বস্তুপলঙ্কি
পক্ষে স্বতন্ত্র নহে, তাহা এক হইয়া একাধিক বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহা
স্থায়ী, (কণিক নহে । এই হেতু একাগ্রতাভ্যাসের উপদেশ ব্যর্থ নহে) ॥ ৩২ ॥

সেই চিত্ত অস্থ্যাদি-মলযুক্ত বলিয়া তাহা যোগাভ্যাসের অমুপযুক্ত ; সেই
কারণে চিত্তের মল দূরীকরণের উপায় সকল নির্দেশ করিতেছেন :—

✓ মৈত্রী-করণা-মুদিতোপেক্ষানাং সূখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-
বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সূখ-দুঃখ-পুণ্য-অপুণ্য-বিষয়ানাং মৈত্রী-করণা-মুদিতা-উপেক্ষানাম্
ভাবনাতঃ চিত্তপ্রসাদনম্ (ভবতি) ।

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীর প্রতি যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা,
মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত নির্মল হয় ।

সুখী প্রাণীতে মৈত্রী বা মিত্রতা, দুঃখী প্রাণীতে করুণা বা দয়া, পুণ্যবৃত্তি
প্রাণীতে মুদিতা বা হর্ষ, অপুণ্যবৃত্তি অর্থাৎ পাপে রত, প্রাণিসমূহে উপেক্ষা
অর্থাৎ মধ্যস্থবৃত্তি, ভাবনা করিবে । সেইরূপ ভাবনা দ্বারা সাত্বিক ধর্ম উৎপন্ন
হয় । তাহাদের প্রতি দ্বেষী, অপকারেচ্ছা, অস্থ্য ও দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমল-
সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এবং তাহা দ্বারা শুদ্ধধর্ম (কেবল সূখদ ধর্ম)
(কৈবল্যপাদে বা চতুর্থ পাদে ৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য ।) উৎপন্ন হয় বলিয়া চিত্ত প্রসন্ন
হয় । চিত্ত প্রসন্ন হইলে পর বর্ণিত উপায়সমূহের সাহায্যে একাগ্র হইয়া স্থিতি
পদ লাভ করে । ইহাই হস্তের তাৎপর্য ॥ ৩৩ ॥

মৈত্র্যাদিভাবনাদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে, চিত্তের স্থিতির নিমিত্ত যে সকল
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন :—

২/ প্রচ্ছদনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

প্রাণস্ত প্রচ্ছদনবিধারণাভ্যাং বা (বক্ষ্যমাণৈঃ উপাঠৈঃ সহ বিকল্পেন)

(একত্র স্থিতিপদং লভতে) ।

প্রাণের প্রচ্ছদন অর্থাৎ প্রযত্নবিশেষ পূর্বক ভ্যাং, এবং তৎপরে বিধারণ অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ না করিয়া তাহা বাহিরে ধারণ করা, এই দুই প্রকার প্রাণায়াম সহযোগে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে ।

‘প্রচ্ছদন’—রেচন । রেচিত প্রাণকে বাহিরেই ধরিয়া রাখার নাম ‘বিধারণ’ । যথাশক্তি এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে চিত্ত একই লক্ষ্যে স্থিতি লাভ করে । প্রাণকে জয় করিতে পারিলেই চিত্তকে জয় করা হয়, কেননা তাহার উভয়ে পরস্পর বিভক্ত নহে । প্রাণায়ামের দ্বারা সর্বপাপনিবৃত্তি হয় এবং পাপের নিবৃত্তি হইলেই চিত্তস্থির হয় । সূত্রের ‘বা’ শব্দটি পশ্চাত্ত্বজ্ঞ অল্প উপায়ের সহিত বিকল্প সূচনা করিতেছে । পূর্বোক্ত মৈত্র্যাদি ভাবনার সহিত নহে ; কেননা উক্ত মৈত্র্যাদি ভাবনা, সকল উপায়েরই সহকারী বলিয়া, সেই সেই উপায়ের সহিত এই সকল ভাবনারও সহানুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

অল্প উপায়ের কথা বলিতেছেন :—

৩/ বিষয়বতী বা প্রস্থতিরূপমাত্রা মনসঃ

স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

বিষয়বতী প্রবৃত্তিঃ উপমা (সত্যী) মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী (ভবতি) ।

(কোন কোন অধিকারীর) চিত্তে বিষয়বতী প্রবৃত্তির উপপত্তিও চিত্তের স্থিতিলাভের কারণ হয় ॥

নাসাশ্রে চিত্তসংযম করিলে দিব্যগন্ধের সাক্ষাৎকার লাভ হয় ; জিহ্বাশ্রে সংযম করিলে দিব্যরসের জ্ঞান হয় ; তালুতে সেইরূপ সংযমের দ্বারা দিব্যরূপের জ্ঞান হয় ; জিহ্বা মध्ये সেইরূপ সংযমের দ্বারা দিব্যস্পর্শের জ্ঞান হয় এবং জিহ্বা মূলে দিব্যশব্দের জ্ঞান হয় । গন্ধাদিবিষয়সম্বন্ধীয় এইসকল জ্ঞান-রূপ প্রবৃত্তি অনতিদীর্ঘ সাধনের ফলে উপপন্ন হইয়া যোগীর হৃদয়ে বিশ্বাস উপপাদন করে, এবং সেই বিশ্বাসের বশে যোগী অতিসূক্ষ্ম ঈশ্বরাদির সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার মন স্থিতি লাভ করে । শাস্ত্রে বিশেষলক্ষণ দ্বারা নির্দিষ্ট, কোন বিষয়ের অনুভূতি হইলে পর, যোগী শ্রদ্ধাবশতঃ অতি সূক্ষ্ম বিষয়েও চিত্ত সংযম করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

✓ বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী (প্রবৃত্তিঃ উৎপন্নঃ মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনৌ ভবতি) ।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতিলাভের কারণ হয় । অষ্টদল হংসপক্ষকে রেচকের দ্বারা উর্দ্ধমুখ করিয়া অর্থাৎ উর্দ্ধমুখ হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত বীজকোষের অভ্যন্তরে উর্দ্ধমুখী যে সুষুম্নানামী নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম অভ্যাস করিলে মনের সাক্ষাৎকার লাভ হয় । সূর্য্যোদয়, চন্দ্রোদয়, গ্রহদিগের ও বিবিধ প্রকার মণির যতপ্রকার জ্যোতিঃ আছে সেই সেই জ্যোতিঃস্বয়মূর্ত্তি অনুসারে মনও অনেক প্রকারের হইয়া থাকে, সেই সাত্ত্বিক জ্যোতিঃই মন । তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং তরঙ্গহীন মহাসমুদ্রের ত্রায় বিশাল । সেই জ্যোতিঃস্বরূপেও সংযম অভ্যাস করিলে (অর্থাৎ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ আমি সমুদ্রের ত্রায় বা আকাশের ত্রায় অনন্ত, এইরূপ ভাবনা করিলে) যে সঞ্চিং বা জ্ঞান জন্মে, তাহা দুই প্রকারের—যথা জ্যোতিষ্মতী (অর্থাৎ মন ও অহঙ্কার নামক জ্যোতিঃ যাহার বিধেয়), ও বিশোকা বা দুঃখশূন্য । এই আকারের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চিত্তের স্থিতিলাভের কারণ হয়, ইহাই স্ত্রের অর্থ ॥ ৩৬ ॥

✓ বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং (স্থিতিপদং লভতে) ।

চিত্ত, বীতরাগপুরুষবিষয়ক হইলে অর্থাৎ পরবৈরাগ্যাবিশিষ্ট পুরুষের চিত্তকে ধ্যান করিলেও স্থিতিলাভ করিতে পারে । ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতির যে বীতরাগ বা পরবৈরাগ্যাবিশিষ্ট চিত্ত, তাহাতে চিত্তের ধারণা করিলে, যোগীর চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥

✓ স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা (চিত্তং, স্থিতিপদং লভতে) ।

স্বপ্ন ও নিদ্রার জ্ঞানকে অবলম্বন (ধ্যেয় বস্তু) করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিলে চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে ॥

এস্থলে ‘জ্ঞান’শব্দে জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বস্তুকে বুঝিতে হইবে । স্বপ্নে ভগবানের অত্যন্ত মনোহর মূর্ত্তিকে আরাধনা করিতে থাকিলে, জাগরিত হইয়া সেই মূর্ত্তিতেই চিত্তের ধারণা অভ্যাস করিবে । নিদ্রায় অর্থাৎ সুসুপ্তিতে যে স্নেহের অনুভব হয়, তাহাতে চিত্তের ধারণা অভ্যাস করিবে । এইরূপে স্বপ্নে ও নিদ্রায়

যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আলম্বন করিয়া (ধ্যান করিলে) চিত্ত স্থিতিলাভ করে ॥ ৩৮ ॥

✓ যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

যথাভিমতধ্যানাৎ বা (চিত্তং স্থিতিপদং লভতে) ।

যে রূপ অভিরূচি সেইরূপ ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে ॥

অধিক আর কি বলিব, শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি যে মূর্তিতে তোমার অভিরূচি হয়, তাহাই ধ্যান করিবে। তাহাতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, তোমার চিত্ত অস্তিত্বও স্থিতিলাভ করিতে পারিবে। “যথাভিমতধ্যান”—অভিমতকে অতিক্রম না করিয়া যথাভিমত, তাহার ধ্যান, তাহা হইতে। (অভিমত-মনতিক্রম্য যথাভিমতং তস্য ধ্যানং তস্মাৎ—(অব্যয়ীভাব ও ‘যজ্ঞীতংপুরুষ’) এইরূপ সমাস করিয়া, বিগ্রহবাক্য বলিতে হইবে) ॥ ৩৯ ॥

ভাল, চিত্তস্থিতি জন্মিতেছে কি না এ বিষয়ের নিদর্শন কি ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন :—

পরমাণু পরম মহত্ত্বান্তোহস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

অশ্চ চিত্তস্য বশীকারঃ পরমাণুপরমমহত্ত্বাৎ : (ভবতি) ।

যখন স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত পরমাণু হইতে পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল প্রকার, বিষয়েরই ধ্যানে অভাস্ত হয়, তখন চিত্তের বশীকার হয় অর্থাৎ তখন ইহার সর্ববিষয়ে নির্বিশেষে সমাহিত হইবার সামর্থ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

যখন স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত স্বল্প বিষয়ের ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়া পরমাণু পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে সাক্ষাৎকার করিতে পারে এবং সেই প্রকার স্থূলবিষয়ের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত পরমমহত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না, তখন চিত্তের বশীকার হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সেই পরমবশীকার দেবীয়া চিত্ত সম্পূর্ণ স্থিতিলাভ করিয়াছে, জানিয়া যোগী চিত্তস্থৈর্যের উপায় অভ্যাস করিতে ক্ষান্ত হয়েন, ইহাই স্বত্বের অর্থ ॥ ৪০ ॥

এই পর্য্যন্ত চিত্তকে স্থির করিবার উপায় সকল এবং চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিবার জ্ঞাপক বা নিদর্শন (চিহ্ন) বশীকার বর্ণনায় পূর্বোক্ত স্বত্রে বর্ণিত হইল। এক্ষণে স্থিতিলাভ করিবার পর চিত্তের কোন্ প্রকার বিষয়ালম্বনে কিরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিম্নলিখিত স্বত্র পাঠ করিতেছেন :—

ক্ষীণবৃত্তের অভিজাতস্যেব মণেগ্রাহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেযু
তৎস্বতদঙ্গনতা, সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অভিজাতস্ত মণে: ইব ক্ষীণবৃত্তে: (চিত্তস্ত) গ্রাহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেযু তৎস্বতদঙ্গনতা,
সমাপত্তি: (উচ্যতে) ; কিম্বা ক্ষীণবৃত্তে: তৎস্বত্ব গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রাহীতৃষু তদঙ্গনতা
সমাপত্তি: (ভবতি) ।

যেমন অতি নিম্নল মণি নিকটস্থ পদার্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ
গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রহণীয় বিষয়, এই তিনটি আলম্বনে, চিত্ত যখন স্থিতি লাভ
করিয়া তদ্বারা উপরঞ্জিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে সমাপত্তি বলে ।

৳ যেক্ষেপ অভিজাত (কুলীন) অর্থাৎ অতিশুদ্ধ, ক্ষটিকমণি জবাকুসুম প্রভৃতির
দ্বারা উপরুক্ত হইলে, তাহার নিজের রূপ অভিব্যক্ত হয় এবং তাহা রক্ত প্রভৃতি
বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা রজোবৃত্তি ও তমোবৃত্তি
পরিক্ষীণ হইলে, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতিরূপ গ্রহণীয় বস্তুর দ্বারা, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা,
এবং পূর্বোক্ত অস্মিতানামক পুরুষের দ্বারা উপরুক্ত হইলে, চিত্তের নিজরূপ
অভিব্যক্ত হইয়া, চিত্ত যে গ্রহণীয় বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সম্প্রজাত
যোগ কহে। সেই সম্প্রজাতযোগ পূর্বোক্ত বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতার
অনুবর্তী হইয়াই চারি প্রকারের হয়, বুঝিতে হইবে।

এই স্বত্রের ব্যাখ্যা করিবার কালে অর্থের ক্রম রক্ষা করিবার জন্ত পাঠের
ক্রম ভঙ্গ করিয়া “গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেযু” ইহার স্থলে “গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রাহীতৃষু” এইরূপ
পাঠ করিয়া, যথাক্রমে গ্রহণীয়বস্তু, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা নামক পুরুষের দ্বারা
উপরঞ্জিত হইয়া চিত্ত নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সেই বস্তুর রূপ (তদ-
ঙ্গনতা) প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে সমাপত্তি বলে—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।
তাহার কারণ এই যে চিত্ত সর্বপ্রায়ে স্থূলের দ্বারা (গ্রহণীয় বস্তুর দ্বারা), পরে
সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া পরিশেষে গ্রহীতার দ্বারা উপরঞ্জিত হয়।

স্বত্রের “তৎস্ব” এই পদটি ভিন্নপদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাতে বিভক্তি
না থাকিলেও ইহার অন্তে “স্ত” যোগ করিয়া “ক্ষীণবৃত্তে: তৎস্বত্ব” এইরূপে
পদ যোজনা করিতে হইবে। কিম্বা “তৎস্বত্ব তদঙ্গনত্ব” এইরূপে সমাস করিতে
হইবে। সমাস করিলে হইবে, “তৎস্ব-তদঙ্গনত্ব” তাহার ভাব ‘তৎস্বতদঙ্গনতা’।
ক্ষীণবৃত্তি চিত্তের তাহার দ্বারা সমাপত্তি হয়, ইহাই স্বত্রের অর্থ ॥৪১॥

সেই সম্প্রজাত নামক সমাপত্তি আবার অবাস্তুর ভেদানুসারে চারি

প্রকারের হইয়া থাকে যথা—সবিতর্কা, নির্বিতর্কা, সবিচার ও নির্বিতর্কা।
তন্মধ্যে সবিতর্কা সমাপত্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২ ॥

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কা সমাপত্তিঃ (ভবতি) ।

শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান (যেমন গোশব্দ, তাহার অর্থ গো-প্রাণী, এবং তাহার জ্ঞান ‘এইট গো’—এই তিনটি বিভিন্ন পদার্থকে বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত অর্থাৎ এক জ্ঞান করিয়া, যে সাধারণতঃ চিন্তা করা যায়, সেই শব্দময় স্থূল-বিষয়ক চিন্তারূপ সমাধি-প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্ত তন্ময় হইলে, চিত্তের সেই অবস্থার নাম সবিতর্কা সমাপত্তি ।

সেই সকল সমাপত্তির মধ্যে সবিতর্কা সমাপত্তি বলিয়া ইহাকে বুঝিতে হইবে। (কাহাকে ? তাহাই বুঝাইতেছেন) :—‘গো’ এই শব্দটি উচ্চারিত হইলে গো-শব্দ, তনামক প্রাণীবিশেষ, এবং তাহার জ্ঞান এই তিনটি, সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ অভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে গো এই শব্দটি একটি বিকল্প ; এই শব্দের দ্বারা গো বলিলে যে বস্তু ও তাহার সঙ্গে যে জ্ঞানের প্রতীতি হয়, উক্ত বিকল্প, সেই দুইটিকে শব্দের সহিত অভিন্ন করিয়া (অর্থাৎ একত্র করিয়া) প্রকাশ করে। সেইরূপ গোনামক বস্তুটি একটি বিকল্প। ‘গো’ ইহার দ্বারা যে শব্দের ও জ্ঞানের প্রতীতি হয়, উক্ত বিকল্প সেই দুইটিকে ‘গো’ বস্তুর সহিত অভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। সেইরূপ গো বলিলে যে জ্ঞান হয় তাহা একটি বিকল্প। গো বলিলে যে শব্দের ও অর্থের প্রতীতি হয়, উক্ত বিকল্প সেই দুইটিকে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। এই তিনটির প্রত্যেকটিকে বিকল্প বলা হইল ; কেননা যে অভেদ বাস্তবিক নাই (কেননা সেই ভেদই সত্য), সেই অভেদের বিষয়স্বরূপ হইয়া ইহার প্রকাশিত হয়। সেইরূপ ঘট পট ইত্যাদিকেও বিকল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে শব্দ ও জ্ঞানের সহিত অভিন্নভাবে বিকল্পিত স্থূল গো প্রভৃতি বস্তুতে যোগীর চিত্ত যখন সমাহিত হয়, তখন সেই সমাধি-জনিত সাক্ষাৎকার, (শব্দ ও অর্থের সহিত) কল্পিত বস্তুকে গ্রহণ করে বলিয়া, সেই সমাধিপ্রজ্ঞা, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটির বিকল্পের সহিত সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত হইয়া সেই সেই বিকল্পের তুল্য হয়। কেননা এই প্রজ্ঞাতেও পূর্বোক্ত তিনটির বিকল্পতার ছায়া বিকল্পতা থাকে। তাহাকে (সেই মিশ্রিত সমাধি প্রজ্ঞাকে) সবিতর্কা সমাপত্তি বলে ॥ ৪২ ॥

* সমাধিপাদের নবম সূত্র দ্রষ্টব্য ।

নির্দিষ্টকর্তা সমাপত্তির কথা বলিতেছেন :—

স্মৃতিপরিণ্ডকৌ স্বরূপশূন্যে বার্থমাত্রনির্ভাসা
নির্দিষ্টকর্তা ॥ ৪৩ ॥

স্মৃতিপরিণ্ডকৌ (সত্যাম্) স্বরূপশূন্য ইব অর্থমাত্রনির্ভাসা সমাপত্তিঃ নির্দিষ্টকর্তা
(সমাপত্তিঃ ভবতি) ।

শব্দসঙ্কেত দ্বারা যে যে স্মৃতির উৎপত্তি হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইলে, ধোয়
বিষয়মাত্রের প্রকাশকস্বরূপ শূন্যের ত্রায় (অর্থাৎ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া—
'আমি জানিতেছি', এইরূপ ভাব সমাগ্ বিস্মৃত হইয়া) যে সমাধিপ্রজ্ঞা হয়,
তাহাতে সমাপন্ন হইলে, তাহাকে নির্দিষ্টকর্তা সমাপত্তি বলে ।

লোকে, গো প্রভৃতি শব্দ শুনিলে, তাহাদের অর্থবোধিনী শক্তির সঙ্কেত দ্বারা,
যে যে অর্থ বুঝিয়া থাকে, তাহা বিকল্পিত অর্থাৎ মিশ্রিত অর্থ । সেই সঙ্কেতের
স্মৃতি হইতে (গো প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ব্যতীত) শব্দজ্ঞান (অর্থাৎ এই শব্দের
এই অর্থ) এবং পরার্থানুমিতি (অর্থাৎ অপর লোকেও এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ
বুঝিবে) এইরূপ দুই বিকল্প জন্মিয়া থাকে । সেইরূপ কোনও অর্থ শ্রুত বা
অনুমিত হইলে শ্রুতিরূপ বা অনুমিতরূপ বিকল্পমূলক যে সমাপত্তি হয়, তাহা
সমিতর্ক সমাপত্তি । স্মৃতিপরিণ্ডকি হইলে অর্থাৎ চিত্ত কেবল মাত্র অর্থরূপ
তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া, সেই অর্থ মাত্রকে ধরিয়া থাকিয়া, সঙ্কেত স্মৃতিকে পরি-
ত্যাগ করিলে, সেই সঙ্কেত স্মৃতি হইতে যে যে বিকল্প জন্মে, তাহা নিবৃত্ত হইয়া
যায় । সেই হেতু তখন সমাধিপ্রজ্ঞা স্বরূপশূন্য হইয়া, কেবলমাত্র অর্থেরই
প্রকাশক হয়, অর্থাৎ তখন যে অবিকল্পিত অর্থমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই
অর্থস্বরূপেই প্রকাশিত হইলে, তাহাকে নির্দিষ্টকর্তা সমাপত্তি বলে ; ইহাই
স্বত্রের অর্থ । তন্মধ্যে যে সমিতর্ক সাক্ষাৎকার, তাহাকে অপর (অর্থাৎ নিকৃষ্ট)
প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা তাহাতে বিকল্প থাকে । আর যে নির্দিষ্টকল্প
সাক্ষাৎকার, তাহাকে পর (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা
তাহা বিকল্পশূন্য, অর্থাৎ সত্য অর্থের প্রকাশক । সেই সত্য অর্থ গো, ঘট
প্রভৃতি পদার্থকে অবয়বী বলিয়া বুঝিতে হইবে । এস্থলে বোদ্ধেরা বলেন পরমাণু-
পুঞ্জের অতিরিক্ত কোন অবয়বী পদার্থ নাই । এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা
করিয়া সিদ্ধান্তী বলেন, যখন এক বৃহৎ (অর্থাৎ পরমাণুর বিপরীত) ঘটের
অনুভব অবাধিত ভাবে হইতেছে, তখন অবয়বী পদার্থ অবশ্যই আছে, সেই

অবয়বী পদার্থ আমাদের (অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর মতে) ভূতহৃদয়রূপ পরমাণু সমূহের পরিণাম মাত্র । সেই অবয়বী পদার্থের, নিজ উপাদানের সহিত ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ; ভাঙে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

এতস্মৈব সবিচার। নির্বিচার। চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

এতয়া এব (ব্যাখ্যায়া) সূক্ষ্মবিষয়া সবিচার। নির্বিচার। চ

সমাপত্তিঃ ব্যাখ্যাতা (ভবতি) ।

পূর্বোক্ত হৃদ্রে যে সবিতর্কী ও নির্বিতর্কী সমাপত্তির ব্যাখ্যা করা হইল, তদ্বারাই সবিচার। ও নির্বিচার। সমাপত্তি বুঝা যাইবে । কেননা পূর্বোক্ত দুইটি স্থূলপদার্থবিষয়ক, এবং শেষোক্ত দুইটি সূক্ষ্মপদার্থবিষয়ক, এইমাত্র প্রভেদ ।

ঘট প্রভৃতি স্থূল পরিণামের উপাদানস্বরূপে যে পরমাণুসকল ঘট প্রভৃতি বস্তুতে অদৃগত হইয়া রহিয়াছে, তাহার। পঞ্চতন্মাত্রের বিকার ; তাহারাই ভূতরূপে অবস্থিত হইয়া সবিচার। ও নির্বিচার। সমাপত্তির সূক্ষ্ম বিষয় হয় । সেই সূক্ষ্ম বিষয় সকল নিজ নিজ কার্য্য, কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি নানা বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া নিজ নিজ বাচক শব্দ ও জ্ঞানের সহিত অভিন্নভাবে বিকল্পিত হইয়া থাকিলে, তদ্বৎ বিষয়ে যে সমাপত্তি হয়, তাহাকে সবিচার। সমাপত্তি বলে । সেই সেই সূক্ষ্ম বিষয় সকল সর্ববিশেষণশূন্য হইলে যখন সেই সেই বিষয়ে স্বরূপভূত পরমাণুযাত্র সমাপত্তি হয়, তখন তাহাকে নির্বিচার। সমাপত্তি বলে । সেই সত্যার্থমাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধিপ্রেজ্ঞা জন্মে তাহা স্বরূপশূন্যের জ্ঞান প্রকাশ পায় । স্থূলবিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে সবি-
তর্কী ও নির্বিতর্কী সমাপত্তি জন্মে তাহা বুঝিলেই সবিচার। ও নির্বিচার। সমাপত্তি বুঝা যায়, কেননা, এইমাত্র প্রভেদ যে শেষোক্ত দুইটির অবলম্বন, স্থূল বিষয় না হইয়া, সূক্ষ্মবিষয়ই হইয়া থাকে ॥৪৪॥

এই যে সূক্ষ্মবিষয়িনী সমাপত্তির কথা বলা হইল, পরমাণুই কি ইহার গ্রহণীয় বস্তুদিগের মধ্যে চরম সূক্ষ্ম বস্তু ?

উত্তর—না ।

সূক্ষ্মবিষয়জ্ঞঃ চালিকপর্ষ্যবসানম্ ॥৪৫॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বম্ চ অলিকপর্ষ্যবসানম্ (ভবতি) ।

বিচারাহত সমাপত্তির সূক্ষ্ম বিষয় অলিক অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) পূর্ণমাত্র

হইতে পারে। এই হৃদয়বিষয়িনী সমাপ্তির চরম হৃদয় গ্রহণীয় বস্তু অলিঙ্গ বা প্রধান। কেননা, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এই চারিপ্রকার তন্মাত্র গন্ধতন্মাত্রের অঙ্গ স্বরূপ হইলে তাহা হইতে পার্থিব পরমাণু জন্মে। রূপ, শব্দ, স্পর্শ এই তিন তন্মাত্র রসতন্মাত্রের অঙ্গ স্বরূপ হইলে অর্থাৎ গন্ধতন্মাত্রকে বাহ্য দিয়া রসতন্মাত্র অপর তিনটী তন্মাত্রকে অঙ্গ স্বরূপ করিয়া লইলে, তাহা হইতে জলীয় তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র, রূপতন্মাত্রের অঙ্গ স্বরূপ হইলে অর্থাৎ রূপ তন্মাত্র গন্ধ ও রসতন্মাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অপর দুইটী তন্মাত্রকে অঙ্গ স্বরূপ করিয়া লইলে, তাহা হইতে তৈজস (আগ্নেয়) পরমাণু উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র স্পর্শ তন্মাত্রের অঙ্গ স্বরূপ হইলে অর্থাৎ গন্ধ, রস, ও রূপ তন্মাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্পর্শতন্মাত্র কেবল শব্দতন্মাত্রকে অঙ্গ স্বরূপ করিয়া লইলে, তাহা হইতে বায়ব্য পরমাণুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের পরমাণু উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া বৃদ্ধিতে হইবে। অতএব এই বিকারস্বরূপ পরমাণুসমূহ অপেক্ষা তাহাদের উপাদান পঞ্চতন্মাত্র সকল হৃদয়তর। আবার অহঙ্কার সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতেও হৃদয়। আবার মহত্তত্ত্ব সেই অহঙ্কার হইতেও হৃদয়। প্রধান আবার সেই মহত্তত্ত্ব হইতেও হৃদয়। সেই প্রধান লয় প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, তাহাকে অলিঙ্গ অর্থাৎ লয়হীন বলে। তাহা অপেক্ষা আর হৃদয় উপাদান নাই। কেননা (অবশিষ্ট) পুরুষের সর্বাধিকার কোনও উপাদানের প্রয়োজন নাই। পুরুষ যখন ভোগ ও অপবর্গের (মোক্ষের) অভিলাষী হয়েন, তখন তিনি স্বকীয় পুরুষার্থের সাধক সৃষ্টির নিমিত্তমাত্র হয়েন; সেইহেতু হৃদয়বিষয়িনী সমাপ্তির গ্রহণীয় বস্তুসমূহের মধ্যে, ‘প্রধান’ই চরম হৃদয় গ্রহণীয় বস্তু, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৪৫॥

এই প্রকারে, গ্রহণীয় বস্তুর স্থূলতা ও হৃদয়তানুসারে চারিপ্রকার সমাপ্তির কথা বলা হইল। এক্ষণে সেই চারিপ্রকার সমাপ্তি যে সম্প্রজ্ঞাত এই কথা বলিয়া, সেই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন :—

তা এব সর্বাঙ্গঃ সমাধিঃ ॥৪৬॥

তাঃ সমাপত্তয়ঃ এব সর্বাঙ্গঃ সমাধিঃ (ভবতি)

এই চারিপ্রকার সমাপ্তি সর্বাঙ্গ বা সালঙ্ঘন সমাধি। প্রকৃতি অথবা তাহার কোন না কোনও বিকারকে আলঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল সমাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে গ্রহণ বিষয়িনী (ইন্দ্ৰিয়বিষয়িনী) সমাপত্তি বিকল্পবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে সানন্দা সমাপত্তি বলে; আর বিকল্পশূন্য হইলে তাহাকে আনন্দমাত্রা সমাপত্তি বলে। আর গ্রহীতৃবিষয়িনী (বুদ্ধিবিষয়িনী) সমাপত্তি বিকল্পবিশিষ্ট হইলে তাহাকে সাম্প্রিতা সমাপত্তি বলে এবং বিকল্পশূন্য হইলে, তাহাকে অম্প্রিতা সমাপত্তি বলে। পূর্বোক্ত যুক্তি তুল্যভাবে প্রয়োগ করিলে, আরও এই চারিপ্রকার সমাপত্তি পাওয়া যায়। এইরূপে সর্বশুদ্ধ আটপ্রকার সমাপত্তি হইল। তাহাদের সকলগুলিকেই সর্বাঙ্গ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। কেননা বিবেকখ্যাতি না হওয়ায়, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বন্ধের বীজ থাকিয়া যায় ॥৪৬॥

ফল দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, পূর্বোক্ত চারিপ্রকার সমাপত্তির মধ্যে নির্কিচর সমাপত্তি সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নির্কিচর বৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥৪৭॥

নির্কিচর বৈশারদ্যে (সতি) অধ্যাত্মপ্রসাদঃ (ভবতি) ।

নির্কিচর সমাপত্তির বৈশারদ্য জন্মিলে আত্মাতে, (যথার্থবস্তুবিষয়িনী) নির্মল প্রজ্ঞা জন্মে।

বুদ্ধি সত্ত্ব হইতে রজস্তমোমল দূরীভূত হইলে বুদ্ধিসত্ত্বের যে স্বচ্ছভাবে অবস্থিতরূপ বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, তদ্বারা তাহা প্রধান পর্য্যন্ত সকল বস্তু বিষয়ের প্রজ্ঞাভাত করিতে পারে। সেইরূপ বৃত্তিপ্রবাহকে নির্কিচর সমাধির বৈশারদ্য বলে। সেই বৈশারদ্য জন্মিলে আত্মরূপ আধারে পরমাণু হইতে প্রধান পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার আবহনের বৃগপং পরিস্ফুট প্রত্যক্ষপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় ॥৪৭॥

যোগীদিগের মধ্যে এই প্রজ্ঞার যে নাম প্রচলিত আছে, তাহা বলিতেছেন :—

ঋতন্তরা তদ্র প্রজ্ঞা ॥৪৮॥

তত্র (বৈশারদ্যেসতি) প্রজ্ঞা ঋতন্তরা (ইতি উচ্যতে) ।

সেই বৈশারদ্য হইলে, নির্কিচর সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহাকে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা বলে। ঋত অর্থাৎ অদিকল্পিত সত্যকে, ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়া তাহার এইরূপ নাম হয় ॥৪৮॥

শব্দ ও অসুখমান এই দুইটীকে কণ্ঠপ্রমাণ বলে। ইংারা মিশ্রিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্য বিনা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না।

ঋতন্তরা প্রজ্ঞার বিষয় এই দুইটি প্রমাণের বিষয় হইতে ভিন্ন ; এই কথাই বলিতেছেন :—

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থজ্ঞাৎ ॥৪৯॥

• (সা প্রজ্ঞা) শ্রুতানুমানাভ্যাম্ অন্তবিষয়া (ভবতি), বিশেষার্থজ্ঞাৎ ।

আগম ও অনুমান হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে, সেই প্রজ্ঞার বিষয় হইতে ঋতন্তরা প্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন ; কেননা, ঋতন্তরা প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষবিষয়ক জ্ঞান জন্মে । (শব্দ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা কেবল সামান্যবিষয়ক অর্থাৎ জাতি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে) ।

গো প্রভৃতি শব্দে গোত্র প্রভৃতি সামান্য (জাতিবাচক) পদার্থ বুঝাইবার শক্তি আছে, কিন্তু গো প্রভৃতিতে ব্যক্তিবিশেষকে (তোমাদের কালান্দী, মঙ্গলা প্রভৃতিকে) বুঝাইবার শক্তি নাই, কেননা ব্যক্তি অনন্ত বলিয়া, গো প্রভৃতি শব্দসমূহ তাহাদের সকলকেই বুঝাইতে পারে না । এইরূপে (অনুমান প্রমাণে লিঙ্গের) ব্যাপ্তি (যেমন যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানেই বহ্নি), কেবল বহ্নিও প্রভৃতি সামান্য পদার্থকেই (জাতিকেই) বুঝাইতে পারে । এইহেতু আগম ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহা কেবল সামান্য বিষয়ক । দেখ সংসারের লোকে শব্দজ্ঞান বা লিঙ্গজ্ঞান লাভ করিবার পর, কেবলমাত্র, গো, বহ্নি এইরূপ সামান্য বস্তু মাত্র বুঝে, কালান্দী বা মঙ্গলা নাম্নী গোবিশেষকে বিধা চৈত্রের বা মৈত্রের অগ্নিকে বুঝি না, কেননা সেই সেই গো-ব্যক্তি বা বহ্নি-ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে, তাহাদিগকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা চাই । ইন্দ্রিয়কৃত প্রত্যক্ষ দ্বারা গো পট প্রভৃতি ব্যক্তিবিশয়ক জ্ঞানজন্মে বটে, কিন্তু ওদ্বারা হৃদয়, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুবিশেষের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা যায় না । তাহারাই সমাধিপ্রজ্ঞার অসাধারণ বিষয়, অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারাই তাহাদেরও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা যায় ।

(শব্দ)আজ্ঞা, আগম ও অনুমান প্রমাণ ঐ হৃদয় প্রভৃতি বিষয়কে পূর্বে প্রকাশ করিয়া দিলে, তাহার পর যখন সমাধিপ্রজ্ঞা তাহাদিগকে আপনার বিষয় করে, তখন সমাধিপ্রজ্ঞার মূলীভূত উক্ত আগম ও অনুমান প্রমাণ যে বিশেষ বস্তুকে জানিতে পারে নাই, তাহাকে উক্ত সমাধিপ্রজ্ঞা কি প্রকারে জানিতে পারিবে ?

• শ্রুতজ্ঞান ও অনুমানিকজ্ঞান উভয়েই শব্দের সাহায্যে উৎপন্ন হয় । শব্দসকল বিশেষতঃ

(সমাধান) এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কেননা, বুদ্ধি স্বভাবতঃ সকল বস্তুই বুদ্ধিতে সক্ষম । বুদ্ধিসত্ত্বের স্বভাব, প্রকাশ করা । তাহা সর্বপ্রকার বস্তু বুদ্ধিতে সমর্থ হইলেও, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, আগম-অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অতি অল্পবস্তুকেই জানিতে সক্ষম হয় । কিন্তু যখন সমাধির অভ্যাসবশতঃ বুদ্ধিসত্ত্বের চক্ষু হইতে তমোগুণের ছানি কাটিয়া যায়, তখন তাহার দৃষ্টিশক্তি চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং সকল প্রমাণের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ; তখন বুদ্ধির প্রকাশ করিবার শক্তি অনন্ত হইয়া পড়িলে, কোন্ বস্তু তাহার অগোচর থাকিতে পারে ? সেই হেতু সমাধি প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষ বস্তু জানিতে পারা যায় বলিয়া, অত্র প্রমাণের বিষয় হইতে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন । ইহাই হ্যত্রার্থ । তাহাই এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

“প্রজ্ঞাপ্রাসাদমাক্রম্য হৃশোচ্যঃ শোচতো জনান্ ।

ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্তঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোহুশোচতি ॥”

পৰ্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া যেমন কেহ, ভূতলে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে দেখেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞযোগী প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া (আনন্দময় পদ প্রাপ্ত হইয়া) স্বয়ং আশোচ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শোকাকুল জনসাধারণকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েন ; কেননা জনসাধারণ সমাধির আশ্বাদ না পাইয়া প্রমাণেরই দাস হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

আচ্ছা, অনাদিকালের শ্রুতাদিবিষয়ভোগজনিত সংস্কার অতিশয় বলবান, তাহা সমাধিপ্রজ্ঞাকে ত বাধা দেয় ; সুতরাং সমাধিপ্রজ্ঞা কি প্রকারে স্থিতি লাভ করে ? এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্ত বলিতেছেন :—

তজ্জঃ সংস্কারোহিচ্ছসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তজ্জঃ সংস্কারঃ অশ্রুতসংস্কারপ্রতিবন্ধী (ভবতি) ।

সেই (নির্বিকার) সমাধি হইতে যে সমাধিপ্রজ্ঞা জন্মে, তাহার সংস্কার বুৎখান সংস্কারের বিরোধী অর্থাৎ ক্ষয়কারী ।

গুণবাচক শব্দসকল জাতির বা সামান্তের বোধক । সেই হেতু ঐশ্বর্যজ্ঞান সামান্ত জ্ঞান মাত্র, ন বিশেষজ্ঞান নহে । আর আনুমানিকজ্ঞানে, যতটুকুর হেতু পাওয়া যায় ততটুকুই মাত্র জ্ঞান হয় । ধূম দেখিয়া অগ্নি সামান্তেরই জ্ঞান হয় ; সেই অগ্নি কত বড়, তাহার ইচ্ছন কি, ইত্যাদি জানিতে হইলে অসংখ্য ঐতর্য আবশ্যক, তাহা পাওয়া অসম্ভব । সুতরাং আনুমানিকজ্ঞান সামান্তজ্ঞানমাত্র

নির্বীজ সমাধির (সমাধিপাদ, ৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহা ব্যুত্থানসংস্কারের প্রতিবন্ধী বা বাধক । ব্যুত্থানসংস্কার অনাদি-কালের হইলেও, তত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া, যে প্রজ্ঞাসংস্কার তত্বকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা উক্ত ব্যুত্থান সংস্কারের বাধক হয় অর্থাৎ তাহা হইতে ব্যুত্থান প্রত্যয়সমূহ বাধা পাইতে পাইতে, পরিশেষে আর উঠে না । কিন্তু সমাধি-প্রজ্ঞা স্থিতিলাভ করিতে থাকে । তদনন্তর সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কার পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকে বলিয়া, তাহা প্রবলতা লাভ করে এবং তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে (অবিশ্রান্ত পঞ্চ) ক্লেশের বিনাশ হয় । তখন চিত্ত, ভোগে আশক্তিশূন্য হইয়া পুরুষাতিমুখ হয় এবং বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া লীন হইয়া যায় । এই বিবেকখ্যাতি করিতে পারিলেই চিত্তের সকল চেষ্টার অবসান হয়, কারণ এই স্থলেই তাহার অধিকার পরিসমাপ্ত হয় ॥ ৫০ ॥

আচ্ছা, চিত্তে যখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইতে লাগিল, তখন উপর্যুপরি সেইরূপ প্রজ্ঞালাভ করিতে থাকিলে, চিত্ত কি প্রকারে নিরীকৃত সমাধি করিতে পারিবে ? এই হেতু বলিতেছেন :—

তস্মাপি নিরোধে সৰ্ব্বনিরোধান্নির্বীজসমাধিঃ ॥৫১॥

তত্ত্ব অপি নিরোধে (সতি), সৰ্ব্বনিরোধাৎ নিরীকৃত সমাধিঃ (ভবতি) ।

সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সৰ্ব্বনিরোধ হয় । তাহা হইলেই সমাধি নির্বীজ হয় ।

পুরুষখ্যাতির পর পরবৈরাগ্যের সংস্কার বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া, সেই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-প্রজ্ঞা-সংস্কারের এবং তাহার সহিত সেই প্রজ্ঞারও নিরোধ হইলে, সকলেরই নিরোধ হয়, অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও তজ্জনিত সংস্কার প্রবাহের নিরোধ হয় । তখন চিত্তের অধিকারকাল পরিসমাপ্ত হয়—চিত্তের কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া “নিমিত্ত দূর হইলে, নৈমিত্তিকও অপগত হয়” এই নিয়মানুসারে নিরীকৃত সমাধি উপস্থিত হয় । এই কথাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

“আগমেনমুমানেন ধ্যানাভ্যাস রসেন চ ।

ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুক্তমম্॥”

শ্রবণ মনন ও ধর্ম্মমেঘ নামক পুরুষমাত্র ধ্যানের অভ্যাস, হইতে যে রস অর্থাৎ প্রজ্ঞার নির্ম্মলতারূপ যে পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, এই ভিন উপায়ে পুরুষের সাক্ষাৎ কার হইলে নির্বোজ যোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই শ্লোকের অর্থ। কালক্রমে নির্বোজ নিরোধের সংস্কার বৃদ্ধি পাইলে, চিত্তের আর থাকিবার কারণ না থাকতে তাহা স্বকীয় প্রকৃতিতে (উপাদান কারণে) লীন হইয়া যায়। আপনার কর্তব্য কর্ম্ম যত দিন না পরিসমাপ্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তের থাকিবার প্রয়োজন আছে। ভোগ ও বিবেকখ্যাতি পরিসমাপ্ত হইলে, চিত্তের কর্তব্য নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই হেতু চিত্ত বিলীন হইয়া যাইলে, পুরুষ স্বরূপমাত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া “কেবল” অর্থাৎ মুক্ত হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

ইতি সমাধিপাদ ॥



(পূর্ব পাদে যোগ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যোগের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বৃত্তি-সমূহের প্রকারভেদ নিরূপণ করিলেন এবং সেই বৃত্তিসকলকে নিরুদ্ধ করিবার উপায়স্বরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রতিপাদন করিলেন । তদনন্তর চিত্তকে স্থির করিবার কয়েকটি উপায় বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত দুই প্রকার যোগ এবং তাহাদের অবাস্তরভেদ প্রতিপাদন করিলেন । তন্মধ্যে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, কেবলমাত্র চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই মনে করিয়া চিত্তশুদ্ধির উপায় ক্রিয়াযোগ বলিতেছেন :—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥১॥

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ (ভবতি) ।

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রাণিধানের নাম ক্রিয়া যোগ ।

পূর্বপাদে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে, এই পাদে তাহারই সাধন বলা হইতেছে । এইরূপে প্রথম পাদের পর সাধনপাদ বর্ণনা করা অসঙ্গত নহে । ‘তপঃ’-শব্দে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, সত্যবচন, কাষ্ঠমৌন (ইচ্ছিতের দ্বারাও নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) আকারমৌন (কেবলমাত্র কথা বন্ধ করা), নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম-পালন, শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা, মানাপমান ইত্যাদি বৃন্দসহন ও মিতাহার প্রভৃতিকে বুঝায় । তপঃ-শব্দে শরীর শোধন বুঝায় না, কেননা, (বায়ু, পিত্ত, কফ) ত্রিধাতুর বৈষম্য ঘটিলে যোগের ব্যাঘাত হয় । স্বাধ্যায়—প্রণব, ত্রীমুক্ত, ক্রন্দা-ধ্যায়, পুরুষসূক্ত, প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ বা আবৃত্তি এবং মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন । ঈশ্বর প্রাণিধান—কলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরম গুরু ঈশ্বরে তাহার সমর্পণ* । এই সকল ক্রিয়াকেই ক্রিয়াযোগ বলে, কেন না, সহ ক্রিয়াগুলি, যোগের সাধন স্বরূপ ॥১॥

এই সমর্পণের মন্ত্র—

* ‘কামতোহকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্ ।

তৎ সর্বং দ্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বংপ্রযুক্তং করোম্যহম্ ॥”

ক্রিয়াযোগের ফল বলিতেছেন—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ ॥২॥

ক্রিয়াযোগঃ সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থঃ চ (ভবতি) ।

ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা সমাধির উৎপাদনের নিমিত্ত এবং ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত ।

অগ্রবর্তী সূত্রে যে সকল “ক্লেশ” উল্লিখিত হইয়াছে সেই “ক্লেশ” যদি নিবিড় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমাধিসিদ্ধি হয় না । সেই হেতু ক্রিয়াযোগ ক্লেশসমূহকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিয়া সমাধি উৎপাদন করিয়া থাকে । তনুকরণ শব্দের অর্থ এই যে, যে সকল ক্লেশ সর্বদা উদ্ভূত হইতেছিল, তাহাঁরা যদি কখন কখন অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগকে তনু করা হইয়াছে, বলিতে হইবে । “সমাধিভাবন” শব্দের অর্থ সমাধির উৎপাদন, তাহাই হইয়াছে অর্থ বা ফল বা প্রয়োজন বাহার, তাহা সমাধিভাবনার্থ । নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশশ্রেণীর মধ্যে ক্রিয়াযোগদ্বারা বিচ্ছেদ বা বাবধান ঘটাইলে, সমাধি সেই অবসর লাভ করিয়া বিবেকখ্যাতি (বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর ভিন্নতাবুদ্ধি), উৎপাদন করে এবং ওদ্বারা ক্লেশসমূহকে এবং তাহাদের সংস্কার সমূহকে নষ্ট করিয়া ফেলে ॥২॥

ভাল, ক্লেশ কি প্রকার এবং তাহার সংখ্যাই বা কত?—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অবিজ্ঞান্সিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥৩॥

অবিজ্ঞা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ (ভবন্তি) ।

অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ বা দুঃখহেতু-চিন্তাবৃত্তি ।

উক্ত পাঁচটি, কৰ্ম্মের এবং কৰ্ম্মফলের প্রবর্তক হইয়া পুরুষকে, ক্লিষ্টাতি—দুঃখ-গ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে “ক্লেশ” বলে । তাহারা সংখ্যায় পাঁচটি ॥৩॥

তন্মধ্যে শেষোক্ত চারিটি, অবিজ্ঞারই কার্য্য বশিয়া তাহারাও অবিজ্ঞাস্বরূপ, এই কথাই বলিতেছেন :—

অবিজ্ঞান্ফেদ্রমুত্তরেশাং প্রমুগ্ধতনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্

॥৪॥

প্রমুগ্ধ তনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্ উত্তরেষাম্ (অস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশানাম্)

অবিজ্ঞান্ফেদ্রম্ (ভবতি) ।

অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহাদের প্রত্যেকটি প্রমুগ্ধ, তনু, বিচ্ছিন্ন

এবং উদার এই চারি অবস্থায় থাকে । অবিজ্ঞা ইহাদের সকলেরই ক্ষেত্র বা জন্মভূমি ।

পরবর্তী অশ্মিতাদি চারিটির অবিজ্ঞাই ক্ষেত্র অর্থাৎ জন্মভূমি । সেই চারিটির অবাস্তরভেদ যথাঃ—প্রসূপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার । যেসকল যোগী প্রকৃতিতে দেহশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের ক্লেশ প্রসূপ্তাবস্থায় রহিয়াছে । তাহাদের, (সম্ব ও পুরুষের মধ্যে) বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন না হওয়ায়, তাহাদের উক্ত ক্লেশ সকল দৃঢ় হইয়া যায় নাই । তাহারা শক্তিরূপে (potentially) অবস্থান করে বলিয়া পরিশেষে আবার উৎপন্ন হয় । ক্রিয়াযোগীদিগের ক্লেশ, তনু অবস্থায় থাকে । বিময়াসক্তদিগের ক্লেশ বিচ্ছিন্ন এবং উদার এই উভয় অবস্থাতেই থাকে । যেমন চৈত্রে নামক কোন ব্যক্তির যে নারীর প্রতি আসক্তি রহিয়াছে, তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হইলে সেই ক্রোধ বিচ্ছিন্ন-ভাবাপন্ন, কিন্তু আসক্তি উদারভাবাপন্ন । এইরূপে, যেস্থলে ক্রোধ উদারভাবাপন্ন, সেই স্থলে আসক্তি বিচ্ছিন্নভাবাপন্ন । তাহা কালক্রমে উদার ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষপশুকে হৃৎখণ্ডিত করে । এই ক্লেশের সকলগুলিই অবিজ্ঞামূলক । পুরুষের অপরোক্ষ খ্যাতি (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) হইলে সেই অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে অপর চারিটি ক্লেশও বিলুপ্ত হয় । যেমন জীবন্তের ক্লেশ-সমূহ (বিলুপ্ত হইয়া যায় ।) এই ক্লেশসমূহের ক্ষীণাবস্থা, নামে একটা পঞ্চম অবস্থা, স্বত্রে উক্ত না হইলেও আছে, বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে অবিজ্ঞার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

অনিত্যাশ্চিৎসুখানাশ্চ নিত্যাশ্চিসুখানাশ্চ
খ্যাতিবিরহিতা ॥ ৫ ॥

অনিত্যাশ্চিৎসুখানাশ্চ নিত্যাশ্চিসুখানাশ্চ খ্যাতিঃ অবিদ্যা (ভবতি) ।

অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, এবং অনাশু বস্তুতে আশুবুদ্ধি, এইরূপ বিপর্যায়জ্ঞানের নাম অবিজ্ঞা ।

যে বস্তু বাহ্য নহে সেই বস্তুতে সেইরূপ বুদ্ধির নাম অবিজ্ঞা, (ইহাই অবিজ্ঞার সাধারণ লক্ষণ) । দেবতাগণ অমর, এইরূপে অনিত্য দেবগণে নিত্যতার ভ্রমবশতঃ লোকে দেবত্বলাভের জন্ত কৰ্ম্ম করিয়া বদ্ধ হয় । এইরূপে অশুচি-

নারীশরীরে শুচিতার ভ্রমবশতঃ লোকে বন্ধপ্রাপ্ত হয় ; ভগবান বেদব্যাস সেই কথা এইরূপে বলিয়াছেন :—

স্থানাবীজাছুপষ্টস্তান্নিচ্ছন্দান্নিধনান্দপি ।

কায়মাণেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হুশ্চিৎ বিদুঃ ॥

শরীরের উপপত্তির স্থান, তাহার বীজ, শরীরসংধারক ধাতু প্রভৃতি, শরীর বিনির্গত স্রাবসমূহ এবং শরীরের নিধন বিচার করিয়া এবং শরীরের শুচিতা (পুনঃ পুনঃ) সম্পাদন করিতে হয়, বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতগণ শরীরকে অশুচি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিষ্ঠামূত্রসমাকীর্ণ মাতার উদর ইহার উপপত্তির স্থান, শুক্রশোণিত ইহার বীজ, অঙ্গের পরিণাম শ্লেষ্মাদি শরীরের সংধারক বস্তু, শরীরের নবদ্বার হইতে সর্বদাই মল নির্গত হইতেছে এবং শরীরের মরণ, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে বেদপারগ ব্রাহ্মণের শরীরও অত্যন্ত অশুচি বলিয়া সিদ্ধ হয়। স্বভাবতঃ অশুচি শরীরের, (মৃজ্জলাদির দ্বারা) স্নান, অমুলেপন, প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া তাহাকে শুচি করিয়া লইতে হয়। আর যে ভোগ, পরিণামে ছঃখকর, তাহাকে যে সুখ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে এবং বুদ্ধাদি অনাস্থ বস্তুতে যে ‘আমি’ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, তাহাও অবিজ্ঞা। অবিজ্ঞা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধিনী, ইহাই ভাবার্থ। যद्यপি শুক্তিকায় রজতভ্রম প্রভৃতিকেও অবিজ্ঞার অন্তর্গত বলা হয়, তথাপি উল্লিখিত চারি প্রকারের অবিজ্ঞাই বন্ধের কারণ ॥ ৫ ॥

দৃগ্-দর্শনশক্ত্যোন্মেকাশ্মিতৈবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

দৃগ্-দর্শনশক্ত্যাঃ একাশ্মিতা ইব অশ্মিতা (ভবতি) ।

দৃক্-শক্তি বা পুরুষ, এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি, এই দুইটিকে ভ্রমবশতঃ এক বলিয়া মনে করার নাম অশ্মিতা।

দৃক্-শক্তি শব্দে পুরুষকে বুঝায়। যাহা দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ ভুক্ত হয়) তাহার নাম দর্শন; তাহার শক্তি (যোগ্যতা) বুদ্ধি। শক্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা। ভোক্তা হইবার যোগ্যতা আছে যাহার অর্থাৎ পুরুষের এবং ভোগ্য হইবার যোগ্যতা আছে যাহার অর্থাৎ বুদ্ধির, তাহারা পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্। তাহা-দিগের একাশ্মিতা অর্থাৎ এক বলিয়া জ্ঞান, অবিজ্ঞা বশতঃ হইয়া থাকে। ‘ইব’ (যেন) শব্দের দ্বারা ‘আমিই বুদ্ধি’ এইরূপে যে পুরুষ ও বুদ্ধির একাশ্মিতা জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তিজনিত ইহাই বুঝাইতেছেন। তাহারই নাম অশ্মিতা। ব্রহ্মবাদিগণ ইহাকেই হৃদয়গ্রাস্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

অশ্মিতার কার্য্য রাগ বা আসক্তি, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন :—

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখানুশয়ী (বুদ্ধিবৃত্তিরূপঃ) রাগঃ (ভবতি) ।

বুদ্ধির যে বৃত্তি সুখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ সুখ স্মরণ করিয়া, তাহা পাইবার লোভ করে, তাহার নাম রাগ ।

সুখের অনুভব হইলে পর তাহার স্মৃতিবশতঃ তজ্জাতীয় অশ্ম সুখে, অথবা তাহার লাভের উপায়ে, যে লোভ তাহার নাম রাগ । সুখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ আপনার বিষয় করিয়া লয়, এই নিমিত্ত ইহাকে (বুদ্ধির রাগরূপ বৃত্তি বিশেষকে) সুখানুশয়ী বলে ॥ ৭ ॥

দুঃখানুশয়ী ধ্বংঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখানুশয়ী (বুদ্ধিবৃত্তিরূপঃ) ধ্বংঃ (ভবতি) ।

বুদ্ধির যে বৃত্তি দুঃখকে অনুশয়ন করে, অর্থাৎ দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখজনক বস্তুর প্রতি, বুদ্ধির যে প্রতিকূলভাব হয়, তাহার নাম ধ্বং ।

দুঃখের অনুভব হইলে, তাহার স্মৃতিবশতঃ সেই দুঃখের প্রতি অথবা তাহার উৎপাদক বস্তুর প্রতি যে ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে ধ্বং বলে ॥ ৮ ॥

স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথাক্রটোহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

বিদুষঃ অপি তথাক্রটুঃ স্বরসবাহী (বুদ্ধিবৃত্তিরূপঃ) অভিনিবেশঃ ভবতি ।

(সাধারণ) জ্ঞানিব্যক্তিদিগেরও (মূর্খদিগের ত্রায়) পূর্বপূর্ব সংস্কারানুযায়ী যে মরণভয়, তাহা এক প্রকার বিপর্য্যয় জ্ঞান ; তাহার নাম অভিনিবেশ ।

বিদ্বান হউক, মুখ' হউক, প্রাণি যাত্রেরই যে মরণভয়, তাহাই অভিনিবেশ । মুখের যেমন 'আমি যেন চিরদিন থাকি' (অর্থাৎ কোনদিন যেন আমার না অভাব হয়) এইরূপ ভয় প্রসিদ্ধ আছে ; সেইরূপ (সাধারণ) বিদ্বানেরও সেই সর্বজনসাধারণ ভয় দেখা যায় ; (যেহেতু ভয় স্বরসবাহী অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে অনেকবার মরণদুঃখ অনুভব করিয়াছে বলিয়া, সেই স্বরস অনুসারে (অর্থাৎ সেই মরণানুভবের সংস্কার ধারায়) বহিতে অর্থাৎ চলিতে থাকে । এই হেতু ইহার নাম স্বরসবাহী ।) অ্যাসদেব এই সূত্রের ভাষ্যে ' প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন যে এই মরণভয় হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন । সত্তোজাত শিশুরও যে মরণ হইতে ভ্রাণ দেখা যায়, তাহা পূর্ব পূর্ব মরণের সংস্কার হইতে উৎপন্ন, এইরূপ না স্বীকার করিলে, তাহার অশ্ম

কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। এই অবিজ্ঞা, অশ্রুতা, রাগ, ঘেব ও অভি-
নিবেশ যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র নামে অভিহিত
হয়। তন্মধ্যে অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার এবং পাঁচটি ওদ্ভাদিত সর্বশুদ্ধ এই আটটি
অনান্যবস্তুতে যে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিজ্ঞা, তাহার নাম তমঃ। অগ্নিমা, লঘিমা,
ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঐশিত্ব, বশিত্ব, কাম্যাবসায়িতা এই আটটি ঐশ্বর্য্যের
সহিত যে তাদাত্ম্য বুদ্ধি, অর্থাৎ আমি অণু, আমি মহানু ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিই মোহ।
আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের সেই দিব্য ও অদিব্যভেদে
সর্বশুদ্ধদশটি প্রকার; তাহাতে আসক্তির নাম মহামোহ। পূর্কোক্ত আটপ্রকার
অগ্নিমা দি ঐশ্বর্য্যলাভে বিঘ্ন ঘটলে এবং সেই কারণে উক্ত দশপ্রকার বিষয়ের
ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলে, সর্বশুদ্ধ এই আটটির প্রকার ইষ্টলাভের বিঘ্নের প্রতি
যে ঘেব, তাহার নাম তামিশ্র। আর এই আটটির প্রকার অভীষ্টের, পাছে বিনাশ
হয়, এই প্রকার ভয়ের নাম অন্ধতামিশ্র। এই কথাই সাংখ্য কারিকায় এই
ভাবে কথিত হইয়াছে :—(৪৮ সংখ্যক)

‘ভেদন্তমসোহষ্টবিধো মোহস্ত চ দশবিধো মহামোহঃ।

তামিশ্রোহষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিশ্রঃ।

তমঃ (অবিজ্ঞা) আট প্রকার, মোহ (অশ্রুতা) আট প্রকার, মহামোহ
(রাগ) দশ প্রকার, তামিশ্র (ঘেব) অষ্টাদশ প্রকার এবং অন্ধতামিশ্র (মরণভয়
বা ভয়মাত্রাই) অষ্টাদশপ্রকার ॥৯॥

✓ সেই পূর্ব বর্ণিত পাঁচটি ক্লেশ হই অবস্থায় থাকে (১) পুরুষখ্যাতি বা পুরুষের
বিবেকোপলব্ধি দ্বারা দত্তবীজাবস্থাপ্রাপ্ত, সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসন্ন, সৃষ্টিবস্থা এবং
(২) ক্রিয়া যোগের অন্তর্ধানের দ্বারা এবং মৈত্রাদি ভাবনারূপ চিন্তের পরিকল্প
অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা, দুর্কলীকৃত বীজভাবাপন্ন (অকুরোৎপাদনে সমর্থ) স্থলাবস্থা।
তন্মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা সৃষ্টিবস্থাপ্রাপ্ত ক্লেশসমূহকে দূর করিতে হইবে,
তাহাই বলিতেছেন :—

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥১০॥

তে সূক্ষ্মাঃ (ক্লেশাঃ) প্রতিপ্রসবহেয়াঃ (ভবন্তি)।

সেই ক্লেশসকলকে চিন্তের প্রতিপ্রসব দ্বারা (বিপরীতপ্রসব দ্বারা) অর্থাৎ
চিন্তের কারণে চিন্তকে বিলীন করিয়া, পরিত্যাগ করিতে হয়।

চিন্তের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইলে, চিন্ত যে অশ্রুতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,
তাহাতে তাহাকে প্রলীন করিয়া দিলে, পূর্কোক্ত সৃষ্টিবস্থাপন্ন ক্লেশ সকল বিনষ্ট
হয়। ধর্ম্মীর নাশ কল্পিতে পারিলেই তাহার ধর্ম্মের অর্থাৎ (ক্লেশ-) সংস্কারের
বিনাশ হয় ॥১০॥

এক্ষণে কি প্রকারে বীজভাবাপন্ন স্থল ক্ৰেণসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন :—

✓ ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥১১॥

তদ্বৃত্তয়ঃ ধ্যানহেয়াঃ (ভবন্তি) ।

ক্ৰেণের স্থলবৃত্তিসমূহকে ধ্যানের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হয়, (অর্থাৎ দক্ষবীজাবস্থা পাওয়াইতে হয়) ।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা, যে সকল স্থল ক্ৰেণবৃত্তি বিরলীকৃত হইয়াছে, সেই সুখভূখ-মোহরূপ ক্ৰেণবৃত্তিসমূহকে পুরুষধ্যানের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হয়, (অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থা পাওয়াইতে হয়) । যেমন বস্ত্রে, (পঙ্কাদি) স্থল মল লাগিলে লোকে প্রথমে প্রক্ষালনের দ্বারাই তাহা দূর করে, পরে বস্ত্রের সূক্ষ্মমল ক্ষারসংযোগাদির দ্বারা পরিষ্কার করে, কিন্তু বস্ত্রে যে মলসংস্কার (দূরপণ্যে দাগ থাকিয়া যায়, তাহা) বস্ত্র বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট হয় ; সেইরূপ অতি নিবিড় ক্ৰেণ সকল ক্রিয়াযোগাত্মকতার দ্বারা বিরল হয় ; সেই বিরল ক্ৰেণসমূহ আবার ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্মীকৃত হয় । সূক্ষ্ম হইবার পর চিত্ত বিনষ্ট হইলে তাহার বিনষ্ট হয়, ইহাই ভাবার্থ ॥১১॥

ক্ৰেণবর্ণনা সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতেছে :—আচ্ছা, তাহাদিগকে কেন ক্ৰেণ বলে ? এই আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন,—তাহারা কর্মের এবং কর্মফলের কারণ হইয়া বন্ধনের হেতু হয় ; সেইহেতু তাহাদিগকে ক্ৰেণ বলে ।

ক্ৰেণমূলঃ কর্মাশয়ে দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥১২॥

ক্ৰেণমূলঃ কর্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (ভবতি) ।

কর্মের সংস্কার, (কামক্রোধাদি-) ক্ৰেণ হইতে জন্মে ; তাহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জন্মে অর্থাৎ ইহজন্মে বা পরজন্মে, বেদনীয় অর্থাৎ ভুক্ত হইয়া থাকে ।

সূত্রস্থ তিনটি পদের দ্বারা যথাক্রমে কর্মের হেতু, কর্মের স্বরূপ এবং কর্মফল বর্ণিত হইতেছে । কর্মাশয়—সাংসারিক পুরুষগণ যাহাতে আশয়ন করে বা অনায়ত্তভাবে অবস্থান করে, তাহার নাম আশয় ; কর্মের আশয় বলিলে ধর্মাদ্বৈতরূপ সংস্কার বুঝায় । কামক্রোধাদি ক্ৰেণসকল তাহার কারণ বলিয়া তাহাদিগকে সূত্রে ‘ক্ৰেণমূল’ বলা হইয়াছে । সেই কর্মাশয় দুইপ্রকার, যথা দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং অদৃষ্টজন্মবেদনীয় । যে দেহের দ্বারা কর্ম করা যায়, সেই দেহের নাম দৃষ্টজন্ম । প্রথমোক্ত কর্মসংস্কার সেই দেহেই ভুক্ত হইয়া থাকে ;

যথা নন্দীশ্বর বাল্যকালে মনুষ্যদেহের দ্বারাই তীব্রসংঘেগ সহকারে, মস্ত, তপঃ ও সমাধির দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া, সেই দেহেই, দেবত্বজাতি, দীর্ঘ আয়ু এবং দিব্য ভোগসকল লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ বিশ্বামিত্র, (ব্রাহ্মণত্ব) জাতি ও (দীর্ঘ) আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। ভীত, ব্যাধিত, দীন, বিশ্বস্ত এবং মহাত্মভব ব্যক্তিদিগের প্রতি অপরাধ করিলে সত্ত্বঃসত্ত্বঃই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, যেমন নহষ, মহর্ষির প্রতি অপরাধ করিয়া সত্ত্বঃই সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় নামক দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মাশয় জন্মান্তরভোগ্য স্বর্গ নরকাদির কারণ হয়। ইহাই সূত্রের অর্থ ॥১২॥

ঐহাদের অবিচ্ছাদি ক্লেশ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাদের এই কর্ম্মাশয় নাই, এই বিশেষ কথা বুঝাইবার জন্য সূত্র করিতেছেন :—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাশুভোগাঃ ॥১৩॥

মূলে সতি জাত্যাশুভোগাঃ তদ্বিপাকঃ (তবতি ।)

ক্লেশরূপ মূল থাকিলে, কর্ম্মের জাতি (জন্ম), আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক বা ফল জন্মে।

ক্লেশরূপ মূল থাকিলেই কর্ম্মের বিপাক বা ফল জন্মে। যিনি ক্লেশশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার ভোগ নাই; কেননা যিনি সর্বকামনাশূন্য, তাঁহার কর্ম্মজন্মিত কোনও ফলে সুখবুদ্ধি নাই, এবং যিনি উদ্বেগশূন্য, তাঁহাকে শোক করিতে হয় না। এইহেতু বিবেকখ্যাতিরূপ অগ্নি দ্বারা ক্লেশসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইলে, কর্ম্মবীজ তুষ্টহীন ধাতুবীজের ত্রায় আর ফল প্রসব করে না। কর্ম্মের সেই বিপাক তিন প্রকার—(১) জাতি—জন্ম অথবা দেবত্বাদি, (২) আয়ু—দীর্ঘকাল ধরিয়া দেহ ও প্রাণের সংযোগ, (৩) ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়াভুতব। তন্মধ্যে ভোগরূপ ফলই মুখ্য; জাতি ও আয়ু তাহার অঙ্গস্বরূপ; এইরূপ বিভাগ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে একই দেহে বিবিধ প্রকারের বিচিত্র ভোগ দেখা যায় বলিয়া (একাধিক জন্মার্জিত) অনেক কর্ম্ম পূর্বদেহের বিদ্যমান কালে, এক সঙ্গে প্রকটিত হইয়া (অব্যবহিত পরবর্তী) একটীমাত্র জন্ম রচনা করে। সেইহেতু সেই প্রকটিত কর্ম্মসমূহকে ‘একত্বিক’ কর্ম্মাশয় বলে। তাহার ফল কোনওস্থলে জন্ম (দেবত্বাদি), কোনওস্থলে আয়ু, কোনওস্থলে ভোগ,

[স্থখ দুঃখাশ্রয়ক বলিয়া হইবে।

কৌমস্থলে ইহাদের দুইটি, কৌমস্থলে বা তিনটি এইরূপ ফলের বিচিত্রতা ঘটে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন—
“গহনা কৰ্ম্মনো গতিঃ”—কৰ্ম্মের গতি দুজ্জের। এ বিষয়ে সবিস্তর বিবরণ ব্যাস-
ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥১৩॥

এক্ষণে জন্ম আয়ু ও ভোগ, ইহারা যে হয় অর্থাৎ বর্জ্জনীয়, তাহাই বুঝাইবার
জন্য তাহাদের ফল বলিতেছেন :—

তেহ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ ॥১৪॥

(তে জ্যাতায়ুর্ভোগাঃ) পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ হ্লাদপরিতাপফলাঃ (ভবন্তি) ।

সেই কর্ম্মাশ্রয় সকল পুণ্যজনিত হইলে সুখফলক এবং পাপজনিত হইলে
দুঃখফলক হয় ।

তাহারা অর্থাৎ বন্ম, আয়ু এবং ভোগ। পুণ্য হইয়াছে হেতু বা
উৎপত্তির কারণ যাহাদিগের, তাহারা পুণ্যহেতু ; সেইরূপ হইলে তাহারা সুখরূপ
ফল প্রসব করে। অপুণ্য অর্থাৎ পাপ হইয়াছে হেতু যাহাদিগের, তাহারা অপুণ্য
হেতু ; সেইরূপ হইলে তাহারা দুঃখরূপ ফল প্রসব করে। এস্থলে ‘ভোগ’ শব্দের
অর্থ বিষয়ের অনুভব। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বলেন, ভোগ শব্দের অর্থ সুখ-
দুঃখানুভব। সেই সুখদুঃখ উক্ত অনুভবের বা ভোগের পূর্ববর্তী (পূর্বসিদ্ধ)
হওয়াতে তাহারা সেইরূপ ভোগের ফল না হইলেও তাহারা ভোগক্রিয়ার
কার্যরূপে ভোগের ফল বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে ; যেমন (পূর্বসিদ্ধ) গ্রাম, গমন
ক্রিয়ার ফলরূপে সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ॥১৪॥

আচ্ছা, তাহারা দুঃখফলপ্রদ হইলে যেন হয় বা বর্জ্জনীয় হইল, কিন্তু সুখ
ফলপ্রদ হইলে তাহারা কি প্রকারে বর্জ্জনীয় হইতে পারে? এই হেতু
বলিতেছেন :—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈশ্চ গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব

সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥১৫॥

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈঃ (সংযুক্তত্বাৎ) গুণবৃত্তিবিরোধাৎ চ বিবেকিনঃ

সর্ব্বম্ দুঃখম্ এব ।

পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখের সহিত সংযুক্ত থাকাতে এবং

স্বথ দুঃখ ও মোহরূপ গুণবৃত্তির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ ঘটে বলিয়া, বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখস্বরূপ ॥

‘পরিণাম’ শব্দের অর্থ অন্তথাভাব (রূপান্তরপ্রাপ্তি) । ‘তাপ’—বর্তমান কালীন দুঃখ । ‘সংস্কার’—অতীত(স্বথ-)দুঃখের । এই তিনটি দুঃখ ‘তাহাদের সহিত’ এইরূপে সূত্রস্থ “পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈঃ” এই সমাসটির ব্যাসবাক্য করিতে হইবে । দেখ, বিষয় স্বথ ভোগ হইতেই কামনারূপ অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কামনা বৃদ্ধি পাইলে, যদি কাম্য বস্তু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুঃখ অনিবার্য । আবার কাম্যবস্তু পাইলেও যদি কোন কারণবশতঃ পূর্ণমাত্রায় তাহার ভোগ না হয়, তাহা হইলে ত’ দুঃখ আছেই, (অধিকতঃ) যে কারণ হইতে ভোগের সঙ্কোচ হয়, তাহার প্রতি ঘেষ হয় । তদনন্তর সেই কামনা এবং ঘেষ এই উভয় হইতে পাপ বৃদ্ধি পাইলে, আবার দুঃখ । এদিকে ভোগের মাত্রা পূর্ণ হইলেও ব্যাধি ও পাপ । তাহা হইতে আবার দুঃখ । এইরূপে ভোগ পরিণামে দুঃখেরই উৎপাদক । আর স্বথভোগকালে পাছে ভোগ্যবস্তুর বিনষ্ট হয়, সেই ভয়ে দুঃখ ত’ আছেই ; আর যাহা হইতে ভোগ্যবস্তুর বিনাশের সম্ভাবনা, তাহার প্রতি ঘেষবশতঃ তাপ নামক দুঃখ জন্মে । এইরূপে ভোগ তাপনামক দুঃখের উৎপাদক । আবার স্বথভোগ সমাপ্ত হইয়া গেলে, যে সংস্কার থাকিয়া যায়, তাহা হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া আবার ভোগাসক্তি জন্মিলে পুণ্য ও পাপের অর্জনহেতু আবার স্বথদুঃখের ভোগ হইয়া থাকে । তাহা হইতে আবার সংস্কার জন্মে । এইরূপে অনন্ত দুঃখপ্রবাহ চলিতে থাকে । যদি ভোগ সমাপ্ত হইলে তাহার সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে তখন আর দুঃখের প্রবাহ চলেনা, কিন্তু সংস্কার থাকিয়াই যায় । এইরূপে (ভোগ-) সংস্কার দুঃখের উৎপাদক । বিচারশীলযোগী অক্ষিগোলক সদৃশ । এই সকল দুঃখ, অক্ষিগোলকসদৃশ (সূক্ষ্মারচিত) যোগীকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে, কিন্তু কঠিনচিত্ত কৰ্ম্মাদিগকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না । যেমন (মাকড়সার জাল অত্যন্ত কোমল হইলেও, অক্ষিগোলককে উদ্বিগ্ন করে, অল্প অবয়বকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করে না, সেইরূপ । সেইহেতু সমস্ত ভোগোপকরণই বিচারশীল ব্যক্তির নিকট বিষমিশ্রিত অন্নের ত্রায় দুঃখপ্রদ ; কেননা সকল উপকরণই পরিণাম-তাপ-সংস্কার দুঃখের সহিত সংযুক্ত এবং তাহার “গুণবৃত্তিবিরোধের উৎপাদক ।” গুণবৃত্তিবিরোধ—গুণশব্দে চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে বুঝায় । এই ত্রিগুণের ‘বৃত্তি’ শব্দে স্বথ, দুঃখ ও মোহকে

বুঝায় । তাহাদের ‘বিরোধ’ বলিলে, তাহাদের পরস্পর একটির অপরকে অভিভূত করা অথবা তদ্বারা অভিভূত হওয়া, বুঝায় । (সেইরূপ বিরোধ থাকাতেই বিবেকী যাবতীয় ভোগোপকরণকে দুঃখ বলিয়া বুঝেন ।) উক্ত গুণবৃত্তি সকল ‘চল’ অর্থাৎ অস্থায়ী । পুণ্যফলের আবির্ভাবহেতু, যদি চিন্তে কোন গুণবৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে কোন পাপের ফল আবির্ভূত হইয়া উক্ত পুণ্যফলকে অভিভূত করিলে, সেই গুণবৃত্তি তিরোহিত হইয়া যায় এবং সেই পাপের ফল আপনার স্বাভাবিক দুঃখরূপতা প্রকাশ করিয়া দেয় । (আর যাহাকে সুখবৃত্তি বলা যায়) সেই সুখ-বৃত্তি স্বভাবতঃ দুঃখরূপ বৈ অত্ম কিছু নহে ; কেননা, তাহা দুঃখরূপ রজোগুণ-মিশ্রিত সত্ত্বগুণের পরিণাম মাত্র ; কিন্তু সেই সুখবৃত্তির দুঃখরূপতা যে স্পষ্ট বুঝা যায় না, তাহার কারণ এই যে সুখবৃত্তি বর্তমান থাকিলে তৎকালে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য থাকে ; আর রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা তিরোহিত হয় বলিয়াই, সেই সুখবৃত্তি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় । এই কারণেই লোকে সুখ ও দুঃখকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বলিয়া থাকে । ইহা দ্বারা সুখও যে মোহরূপ, তাহা বুঝান হইল । এই হেতু ত্রিগুণের পরিণামস্বরূপ সমস্ত জগৎই দুঃখমোহরূপ, অতএব হয় বা পরিত্যজ্য, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ১৫ ॥

আর যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে (১) রোগ, (২) রোগের হেতু, (৩), আরোগ্য (৪) আরোগ্যের উপায়—এই চারিটি বস্তু বুঝান হইয়া থাকে, সেইরূপ এই শোগশাস্ত্রে ও (১) হয় বস্তু, (২) তাহার হেতু, অর্থাৎ তাহা কি প্রকারে আসিল (৩) মোক্ষ, এবং (৪) মোক্ষের উপায়—এই চারিটি বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে বিশেষ করিয়া হয় বস্তুর স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

হয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥১৬॥

অনাগতম্ দুঃখম্ হয়ম্ ।

অনাগত দুঃখই হয় ।

অতীত দুঃখ, ভোগের দ্বারা ক্ষয় পাইয়াছে ; সেইরূপ বর্তমান দুঃখও ভোগের দ্বারা ক্ষয় পাইতে থাকে । সেই হেতু যে দুঃখ অনাগত অর্থাৎ এখনও আসে নাই, তাহাই হয় অর্থাৎ তাহাকেই বর্জন করিতে হয় ॥ ১৬ ॥

সেই হয় বস্তুরহেতুক ? এক্ষণে ইহারই উত্তর দিতেছেন :—

দৃষ্ট দৃশ্যযোগঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥১৭॥

দৃষ্টদৃশ্যযোগঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ (ভবতি) ।

দৃষ্টার এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতু ।

(দৃষ্টা—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ ; তিনি বুদ্ধিস্থিত ছায়াস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন । দৃশ্য—বুদ্ধিসত্ত্ব । সেই দুইটির ‘সংযোগ’—স্বস্বামিতাব অর্থাৎ অধিকৃত বস্তু ও অধিকারীর ভাব । বুদ্ধিসত্ত্ব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ আকারে পরিণত হয় । তাহা চৈতন্যময় পুরুষের ছায়া পাইয়া, সেই পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয় ।) অয়ঙ্কাস্তমণি বা চুষক প্রস্তর যেমন নিকটে থাকিলে লৌহাদির উপকারক হয়, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আকর্ষক-আকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেইরূপ, বুদ্ধিসত্ত্ব আপনাতে অবস্থিত ভোগ এবং মোক্ষরূপ পুরুষার্থ, পুরুষকে দেখাইয়া, পুরুষের স্ব অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ হয় এবং পুরুষ তাহার স্বামিস্বরূপ ইন । (এই উভয়কে অভিন্ন বলিয়া বে ভ্রম হয় সেই ভ্রমরূপ অবিজ্ঞ হইতেই উভয়ের সংযোগ ঘটিয়া থাকে এবং যতদিন না পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, ততদিন সেই সংযোগ বিद्यমান থাকে । সেই সংযোগই হেয় হুঃখের হেতু ॥১৭॥)

দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াস্বকং

ভোগাপবর্গাখং দৃশ্যম্ ॥১৮॥

দৃশ্যম্ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলম্ ভূতেন্দ্রিয়াস্বকম্ ভোগাপবর্গাখম্ (ভবতি) ।

দৃশ্যবস্তু, প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি এই ত্রিস্বভাববিশিষ্ট এবং তাহা ভূতরূপে ও ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত এবং ভোগ ও অপবর্গের সাধক ।

সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বভাব । রজোগুণ ক্রিয়াস্বভাব । তমোগুণ স্থিতি-স্বভাব অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকস্বভাব । তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ মুহু বলিয়া তাহা তপ্য অর্থাৎ সন্তপ্ত হইয়া থাকে । রজোগুণ তাপক অর্থাৎ তাহা তাপ দিয়া থাকে । এইরূপে সত্ত্ব ও রজোগুণ পরস্পর তপ্য ও তাপকভাবে অবস্থিত থাকাতে মমতা দ্বারা পুরুষের মোহ জন্মায় । এই তিনটি গুণ নিজ নিজ কার্যে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে । ইহারা অবিবেকী বা জড় এবং ভোগ্য । বিবেকী ব্যক্তির নিকট ইহারা হেয় । ইহারা পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে বটে, (কিন্তু) ইহাদের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিতাব আছে । সত্ত্বগুণের ফলে সূক্ষ্ম প্রকাশ ও লবুতা ; রজোগুণের ফলে দ্বেষ, ক্রিয়া ও উৎসাহ ; এবং তমোগুণের ফলে

মোহ, আবরণ ও গুরুতা, এই সকল লক্ষণ দেখিয়া উক্ত গুণ তিনটিকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তাহারা পরস্পর অভিন্ন থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ বুঝা যায় না। সেই হেতু তিনটির সমষ্টি “প্রধান” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই গুণত্রয় “ভূতেন্দ্রিয়াত্মক” অর্থাৎ ভূতরূপে ও ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত। ‘ভূত’ শব্দে পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বুঝায়। ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনটি অন্তঃকরণকে বুঝায়। এই ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহ বাহার আত্মা অর্থাৎ নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন-পরিণাম, তাহাকে ভূতেন্দ্রিয়াত্মক বলে। সেই দৃশ্য “ভোগাপবর্গার্থ” অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষের প্রয়োজক বা সাধক; ইহাই সূত্রের অর্থ ॥১৮॥

এই সকল গুণের পরিণাম বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

বিশেষ্যাবিশেষ্যলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বানি ॥১৯॥

বিশেষ্যাবিশেষ্যলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বানি (ভবন্তি)।

বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, ইহারা ত্রিগুণের পর্বস্বরূপ।

বাহাদিগকে বিশেষ করা যায় অর্থাৎ অস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহাদিগকে বিশেষ বলা হয়। ষোলটি বিকার পদার্থ এই বিশেষ নামক শ্রেণীর অন্তর্ভূত। সেই ষোলটি বিকার এই :—পাঁচটি স্থূলভূত, যথা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী; পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ দশটি ইন্দ্রিয়, এবং মন। ইহারা বিকারমাত্র অর্থাৎ অপর কোন তত্ত্বের প্রকৃতি বা মূল কারণ হয় না। এই সকল বিকারের প্রকৃতি বা মূলকারণ ছয়টি অবিশেষ নামক পদার্থ যথা—পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার। এই ছয়টি আবার বুদ্ধির বিকার। সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ বলেন “অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি” (সাংখ্য সূত্র ১৬১) অহঙ্কার হইতেই পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু যোগমতাবলম্বীগণ বলেন এই পঞ্চতন্মাত্র বুদ্ধির অপত্য অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, এবং তাহারা অহঙ্কারের অমুজ্ঞ অর্থাৎ কনিষ্ঠ সহোদর। তন্মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পঞ্চতন্মাত্র স্থূল ভূতের প্রকৃতি বা মূলকারণ। অহঙ্কার, সত্ত্বগুণের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, রজোগুণের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয়ের এবং উভয় গুণের সাহায্যে মনের, প্রকৃতি বা মূলকারণ অর্থাৎ উৎপাদক হয়। যাহা লয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে লিঙ্গ বলে। মহত্তত্ত্ব লিঙ্গ মাত্র। এখানে ‘মাত্র’ এই শব্দের দ্বারা বিশেষ এবং অবিশেষ এই উভয় শ্রেণী হইতেই এই মহত্তত্ত্বের পার্থক্য বুঝান হইতেছে। সেই মহত্তত্ত্ব প্রধানেয়

প্রথম কার্য্য, তাহা নির্বিকল্পক অধ্যবসায়াত্মক অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভেদপরিশৃঙ্খ
নিশ্চয়স্বরূপ । [নিশ্চয় ও সত্তা অবিনাশবী] গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ
তুল্যবেগতাস্বরূপ প্রধান, অলিঙ্গ । এই চারিটি, গুণত্রয়ের পর্ব বা পরিণাম ।
এই গুণত্রয় চৈতন্যপুরুষের শেষ বা ভোগ্যস্বরূপ বলিয়া, ইহাদিগকে গুণ
(অমুখ্য) বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥১৯॥

এইরূপে দৃষ্টের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :—

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০॥

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ অপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ (ভবতি) ।

দ্রষ্টা চিন্মাত্র ; তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ের সহিত অভিন্ন হইয়া, (শব্দাদি)
দর্শন করেন ।

দ্রষ্টা বা পুরুষ দৃশিমাত্র অর্থাৎ চিন্মাত্র ; তিনি জ্ঞানাদিধর্ম্য বিশিষ্ট
নহেন । অতএব শুদ্ধ বা অপরিণামী হইলেও প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণ
করিয়া দর্শন করেন । এই কারণে তাহাকে ‘প্রত্যয়ানুপশ্য’ বলা হইয়াছে ।
তাহার অর্থ এই যে তিনি বুদ্ধিকে আপনা হইতে পৃথক না করিয়া—বুদ্ধিবৃত্তির সহিত
একীভূত হইয়া, শব্দাদি দর্শন (অনুভব) করিয়া থাকেন । সেইহেতু প্রথম
পাদের চতুর্থ সূত্রে বলা হইয়াছে “বৃত্তি সাক্ষরূপ্যমিতরত্র” ॥২০॥

এইরূপে দৃষ্ট ও দ্রষ্টার স্বরূপ বর্ণিত হইল ; এক্ষণে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিতাব
অর্থাৎ ভোকৃতভোগ্য ভাব বর্ণনা করিতেছেন :—

তদর্থএব দৃশ্যস্যাত্মা ॥২১॥

দৃষ্টাত্মা আত্মা তদর্থঃ এব ।

দৃষ্টের অর্থাৎ ভোগ্যের স্বরূপ, তাহার অর্থাৎ দ্রষ্টার জন্ত—দ্রষ্টার ভোগের ও
অপবর্গের সিদ্ধির জন্ত ।

দৃষ্টের অর্থাৎ ভোগ্যের স্বরূপ, দ্রষ্টার উদ্দেশ্যসাধক, তাহার নিজের স্বার্থসম্পাদক
নহে, কেননা দৃষ্ট অচেতন । (দৃষ্ট দ্রষ্টার ভোগাপবর্গসম্পাদক) ॥২১॥

আচ্ছা, তাহা হইলে দ্রষ্টার বা পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে
পর, দৃষ্টরূপ প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া,

তাহার একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাওয়া ত' উচিত । এবং (কেহ না কেহ অবস্থাই মুক্ত হইয়া গিয়াছে) সেইহেতু এক্ষণে এই সংসারের প্রতীতিগোচর হওয়া উচিত নহে ; এই আশঙ্কা হেতু বলিতেছেন :—

কৃতার্থঃ প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥

তৎ (দৃশ্যম্) কৃতার্থম্ প্রতি নষ্টম্ অপি অনষ্টম্, অনসাধারণত্বাৎ ।

কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নাশপ্রাপ্ত হইলেও, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয় না ; কেননা, তাহা অস্ত্র (অকৃতার্থ) পুরুষেরও (তুল্যরূপে ভোগ্য) ।

প্রধান বা প্রকৃতি একটিমাত্র, পুরুষ অসংখ্য । ইহাই স্থিতি অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা ; কেননা শ্রুতি বলিতেছেন ;—

‘অজামেকাং লোহিতশুক্রকৃষ্ণাং ।

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ॥

অজোহোকোজুষমানোহনুশেতে ।

জহাতে্যনাং ভুক্তভোগামজেহন্যঃ ॥

(ঋতস্বতর ৪।৫) ।

[ঋত রক্ত, ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট ছাগীর * তায়, প্রকৃতি সত্ত্বরজঃসমোগুণাবিত্তা । সেই ছাগী যেমন আপনার অনুরূপ অনেক শাবক প্রসব করে, সেইরূপ প্রকৃতি আপনার অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক কার্য্যসমূহ উৎপাদন করে । কোনও ছাগ যেমন ছাগীকে উপভোগ করিবার জন্ত তাহার প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ যে পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হয় নাই, সে প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যবুদ্ধি করে । আত্ম অপার যে ছাগের ভোগ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে যেমন সেই ছাগীকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যে পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হইয়াছে সে আপনাকে প্রকৃতির সহিত নিঃসংযম মনে করে ।]

তন্মধ্যে যে পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতি ভোগাপবর্গ সাধন করিয়াছে, সেই পুরুষ কৃতার্থ হইয়াছে, কেননা, সেই পুরুষ স্বামী । যেমন ভৃত্য জয়লাভ করিলে তাহাকে স্বামীর জয়লাভ করা বলে, (পুরুষের কৃতার্থতা ও সেইরূপ) । সেইরূপ সেই কৃতার্থ অর্থাৎ

* অজ শব্দের অর্থ জন্মহীন সনাতন পুরুষ । অজা শব্দের অর্থ সনাতনী প্রকৃতি । ভোগাশি উভয় শব্দের লৌকিক অর্থ (ছাগ ও ছাগী) গ্রহণ করিলে মন্থের অলঙ্কারটি পরিস্ফুট হয় বলিয়া, উক্তরূপ ব্যাখ্যা মার্জনীয় ।

মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে প্রধান বা প্রকৃতি (বা দৃশ্য) অদর্শন প্রাপ্ত হইলেও, অল্প পুরুষের নিকট সে অদর্শন প্রাপ্ত হয় না । ইহার ভাবার্থ এই যে পুরুষার্থ বা অপবর্গ (যতদিন) অনাগতাবস্থ থাকে, অর্থাৎ বর্তমানাবস্থ [প্রকটিত] হইতে বাকী থাকে, (ততদিন) প্রধান, কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত থাকে । তাহার পর, কৃতার্থ পুরুষ সম্বন্ধে প্রধানের কার্য্য করিবার কোনও কারণ না থাকাতে, তাহার প্রতি আর প্রবৃত্ত হয় না । কিন্তু যে পুরুষ অকৃতার্থ রহিয়াছে, তাহার প্রতি মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি আকারে প্রধানের কার্য্যপ্রবৃত্তি থাকিয়াই যায় । তাহা হইলে একটি পুরুষ মুক্ত হইলে, অপর সকল পুরুষই যে মুক্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥

এইরূপে দৃশ্য ও দ্রষ্টা বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে হেয়হেতু সংযোগ কাহাকে বলে, তাহাই বলিতেছেন :—

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ সংযোগঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ (ভবতি) ॥

-১৭-১৮৮৮

স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির যে স্বরূপ, তাহা তত্ত্বভয়ের সংযোগ হইলেই উপলব্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায় ।

স্ব শব্দের অর্থ দৃশ্য । তাহা সর্বদাই জড় বলয়া, তাহার ‘শক্তি’ শব্দের অর্থ, তাহার দৃশ্য হইবার যোগ্যতা । স্বামী শব্দের অর্থ পুরুষ । পুরুষের শক্তি বলিলে পুরুষ (সর্বদাই) চেতন বলিয়া তাহার দ্রষ্টা হইবার যোগ্যতা বুঝায় । পুরুষের স্বরূপই পুরুষের শক্তি । “তত্ত্বভয়ের” অর্থাৎ স্ব বা দৃশ্যের দৃশ্য হইবার শক্তি এবং স্বামীর বা দ্রষ্টার দ্রষ্টা হইবার শক্তি এই দুইয়ের । বিবিধ প্রকার শব্দাদির আকারে দর্শনযোগ্য বা গ্রাহ্য বুদ্ধিরূপ দৃশ্যের স্বরূপের উপলব্ধি করার নাম ভোগ । আর স্বামীর নিজ স্বরূপের উপলব্ধির নাম অপবর্গ । সেই ভোগ এবং অপবর্গের কারণ স্বস্বামিভাব নামক সংযোগ । সেই সংযোগই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ভাব বা ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব, নামে অভিহিত হইয়া থাকে । তাহা না থাকিলে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, এবং তাহা থাকিলেই তাহার উপলব্ধি হয় । সেই সংযোগের কার্য্যের দ্বারাই, সেই সংযোগ অনুমিত হইয়া থাকে ; ইহাই এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

এইরূপে সংযোগের স্বরূপ ও কার্য্য বর্ণনা করিয়া, তাহার কারণ বর্ণনা করিতেছেন :—

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥২৪॥

অবিজ্ঞা তন্ত্ৰ হেতুঃ (ভবতি) ।

অবিজ্ঞাই সেই (দ্রষ্টাও দৃশ্তের) সংযোগের হেতু ।

ব্রাহ্মিজ্ঞানের সংস্কার সংযোগের কারণ, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য । আমি-
রূপে (অর্থাৎ আমি বুদ্ধি, আমি অহঙ্কার এইরূপে) যে দ্রষ্টা ও দৃশ্তের অভেদ বুদ্ধি
তাহাই ব্রাহ্মি । সেই ব্রাহ্মির সংস্কারাপন্ন চিত্ত, প্রলয়কালে লীন থাকিয়া অর্থাৎ
প্রধানের সহিত একীভূত থাকিয়া, সৃষ্টিকালে পুরুষের সহিত তাহার স্ব ইহা অর্থাৎ
বিষয়রূপে সম্বন্ধ ইহা জন্ম লাভ করে । সেই সংযোগের দ্বারাই, যিনি অব্যবহিক তাঁহার
বন্ধ, এবং যিনি বিবেকী তাহার মোক্ষ ঘটে । * এই অবিজ্ঞা অনাদি কালের বাসনা
বা সংস্কার সঞ্চয় করিয়া বিচিত্র ইহা, চিত্তে অবস্থান করে । মৎস্ত যেমন জাল দ্বারা
চারিদিকে বেষ্টিত হয়, পুরুষপশুও সেইরূপ এই অবিজ্ঞাদ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত হয় ।
তখন সেই পুরুষপশু (মৎস্তের তায়) নিজকর্মসমানীত প্রাপ্ত দুঃখ বর্জন করিবার চেষ্টা
করে, বর্জিত দুঃখ পুনর্বার গ্রহণ করে এবং যে সকল অনান্য বস্তু পরিত্যাগ করাই
উচিত, তাহাতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয় এবং
এইরূপে বাহ (আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) ও আধ্যাত্মিক কারণজনিত ত্রিবিধ
তাপ তাহাকে জন্মে জন্মে অমুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

এইরূপে হয় ও হয়হেতু নিরূপণ করিয়া, হয় বস্তুর হান (সর্ব দৃশ্য বস্তুর
পরিত্যাগ, যাহার নামান্তর) মোক্ষ, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন—

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং

তদৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তদভাবাৎ সংযোগাভাবঃ ; হানম্ (ভবতি), তৎ দৃশেঃ । কৈবল্যম্ (ভবতি) ।

তাহার অর্থাৎ অবিজ্ঞার অভাব হইলে সংযোগের যে অভাব হয়, তাহাই হান
অর্থাৎ দৃশ্তের বর্জন । তাহাই দৃশির বা পুরুষের কৈবল্য ।

* এস্থলে “আশুবোধ” ও “দামোদর” কৃত, ষথাক্রমে কলিকাতা ও বায়ানী সংস্করণে, একই
পাঠদৃষ্ট হয় । তাহা স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল এবং তাহার স্থলে এইরূপ পাঠ গৃহীত
হইল :—“এতয়া হনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবর্জিতা অবিজ্ঞা সমস্ততো মৎস্তং জালেনেবামুবিদ্ধং
পুরুষপশুং স্বকর্মোপাহিতং দুঃখমুপাত্তং তাজন্তং, তাজমুপাদনানং হাতব্যা এবানামুগ্ধংকার-
মমকারামুপাত্তিনং জাত জাতং বাহাদ্যাগ্নিকোভয়নিমিগাপ্তিপর্বণস্তাপা অমুপবস্তে ।”

সেই অবিচার অভাব হইলে, অর্থাৎ বিচার দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, সেই অবিদ্যার কার্য, বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ, যাহা বর্জনীয় দুঃখের হেতু, তাহার অভাব বা বিনাশ ঘটে। এই বিনাশকে নিত্যমুক্ত দৃশির বা পুরুষের কৈবল্য বলে ॥ ২৫ ॥

মোক্ষের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহার হেতুর বর্ণনা করিতেছেন :—

বিবেক খ্যাতির বিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥২৬॥

বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা (সতী) হানোপায়ঃ (ভবতি)

বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর পার্থক্যের জ্ঞান যদি মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন না হইয়া টিকিয়া থাকে, তবে তাহাই (পূর্বোক্ত) “হানের” উপায় হয়।

দৃক্ ও দৃশ্যের অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্যকে বিবেক বলে। সেই পার্থক্যের জ্ঞানের নাম বিবেকখ্যাতি। বিপ্লবশব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান। প্রথমে শাস্ত্র বিচার হইতেই সামান্যভাবে বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হয়। সেই বিবেকখ্যাতি পরোক্ষজ্ঞানমাত্র বলিয়া, তাহা অনাদি কালের অবিচারকে বিনাশ করিতে পারে না। যখন সেই বিবেকখ্যাতি মননের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিত্ত, সকল বস্তুর ‘প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ’ (কেবল) পুরুষাভিমুখ হইয়া বিবেকখ্যাতি নিরন্তর অভ্যাস করিতে থাকে, তখন সেই ধ্যানের প্রগাঢ়তা হইতে, পুরুষের প্রতিবিশ্বমুক্ত সাক্ষাৎকাররূপে বিবেকখ্যাতি জন্মে, তাহাই মিথ্যা জ্ঞান ও তাহার সংস্কার সমূহকে বিনষ্ট করে, (তদন্তর) সেই বিবেকখ্যাতি মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা ভগ্ন না হইলে পরবৈরাগ্যমুক্ত হইয়া, সংস্কারমাত্রাবিশিষ্ট ও কর্তব্যশূন্য বা চরিতার্থ চিন্তের নিরোধ সাধন করিয়া, প্রারবক্ষ্য হইলে পর, চিন্তের সম্পূর্ণ রূপ নিরুত্তি ঘটায় এবং এইরূপে ভাবি দুঃখের বর্জনরূপ মোক্ষের উপায় হয়। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ২৬ ॥

যাহার বিবেকখ্যাতি স্থিরতা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ যিনি জীবমুক্ত হইয়াছেন, তাহার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বর্ণনা করিতেছেন :—

তস্য সপ্তধা প্রাপ্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥২৭॥

তস্য প্রজ্ঞা সপ্তধা প্রাপ্তভূমিঃ (ভবতি) ।

সেই বিদ্বান্ পুরুষের প্রজ্ঞা সাত প্রকারে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

“প্রাপ্তভূমিঃ”—প্রকৃষ্ট হইয়াছে অন্ত বা ফলপ্রাপ্তিরূপ অবসান যাহা-দিগের, তাহারা ‘প্রাপ্ত’ বা চরম ; ‘প্রাপ্ত’ হইয়াছে ভূমি বা অবস্থা যাহার (অর্থাৎ

যে প্রজ্ঞার) তাহা প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা । (যে জ্ঞানীর আত্মখ্যাতি স্থির ও অবিপ্লব (মিথ্যাজ্ঞানশূন্য) হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা, অপর সকল প্রকার প্রত্যয় বিদূরিত করিয়া সাত প্রকার চরমাবস্থা লাভ করে । 'যাহা কিছু জানিতে বাকী ছিল, তাহা সমস্তই জানিয়াছি, আর কিছু জানিতে বাকী নাই', ইহাই উক্ত সাতটি চরমাবস্থার প্রথম । এই অবস্থায় সকল প্রকার জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া ইহা একটি প্রাপ্ত বা চরমাবস্থা । যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার পক্ষে এই অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর নহে, কেননা তখন (আত্মজ্ঞান লাভের পূর্বে) আলম্বনযুক্ত সমাধির দ্বারা প্রধান পর্য্যন্ত সকল বস্তুর প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিলেও, আত্মজিজ্ঞাসা অবশিষ্ট থাকে বলিয়া, সেই প্রধানের প্রজ্ঞাও চরম বলিয়া গণ্য হয় না । এইরূপে যে সকল অবস্থা অগ্রে (অতঃপর) বর্ণিত হইতেছে, তাহারাও 'প্রাপ্ত' বা চরম বলিয়া গণ্য হইবে । যে সকল বন্ধনের হেতু বর্জন করিতে অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের সকলগুলি বিনষ্ট হইয়াছে । আর কিছুই বর্জন করিতে আমার বাকী নাই, ইহাই উক্ত সাতটি চরমাবস্থার দ্বিতীয় । কৈবল্য প্রাপ্তি দ্বারা আমার লাভ করিতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই লাভ করিয়াছি, এই হেতু আর কিছুই আমার লাভ করিতে বাকী নাই, ইহাই তৃতীয় অবস্থা । (বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া আমি সমস্ত কর্তব্যই নিঃশেষ করিয়াছি, আমার আর কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট নাই, ইহাই চতুর্থ অবস্থা ।) এই চারিটি অবস্থাকে কার্য্যবিমুক্তি বলে । (অপর) তিনটি অবস্থা চিত্তবিমুক্তি নামে অভিহিত হয় । যথা, 'আমার বুদ্ধি-সত্ত্ব কৃতার্থ হইয়াছে', ইহাই প্রথম । যে গুণত্রয়, বুদ্ধি প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহারাও পর্ততশূন্যত প্রস্তর খণ্ডের স্থায় (স্ব স্ব) প্রতিষ্ঠা হারাইয়া বিনষ্ট হইবার জ্ঞাত নিজ নিজ কারণে পতিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইতেছে । তাহাদের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া, পুনরুৎপত্তিও হইতেছে না ; ইহা দ্বিতীয়াবস্থা । আর গুণাতীত হইয়া স্বরূপমাত্রে অবস্থিত হওয়ারূপ যে চিন্মাত্রাবস্থা তাহাই তৃতীয় । ইহাদের সকল গুলিই প্রজ্ঞাবস্থা । প্রথমাবস্থায় জিজ্ঞাসার অন্ত হয় । দ্বিতীয়াবস্থায় জিজ্ঞাসার অর্থাৎ পরিত্যাগের ইচ্ছার বন্ধহেতুবর্জনের অন্ত হয় । তৃতীয়াবস্থায় প্রেমার অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাপ্তির ইচ্ছার অন্ত হয় । চতুর্থাবস্থায় চিকীর্ষার অর্থাৎ সকল প্রকার কৰ্ম্ম করিবার ইচ্ছার অন্ত হয় । পঞ্চমাবস্থায় শোকের, ষষ্ঠাবস্থায় ভয়ের ও সপ্তমাবস্থায় বিকল্পের অন্ত হয় । এইরূপে সাতটি প্রজ্ঞাভূমি, সাত প্রকার বিনাশরূপ ফলযুক্ত বলিয়া, এই সাতটি ভূমিকে প্রাপ্ত বা চরম ভূমি বলিয়া বুলিতে হইবে ॥২৭॥

এক্ষণে প্রজ্ঞার সাধন বর্ণনা করিতেছেন :—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানং অশুদ্ধিক্ষয়ে (জায়মান) জ্ঞানদীপ্তিঃ (ভবতি) আ বিবেকখ্যাতেঃ ।

যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হইতে থাকিলে, যত দিন না বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হয়, ততদিন জ্ঞানের উৎকর্ষ হইতে থাকে ।

যোগাঙ্গসমূহের এবং যোগের অনুষ্ঠান হেতু ক্রমে ক্রমে ক্লেশরূপ ও কর্মরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইতে থাকিলে, যে পর্য্যন্ত না নির্বিকল্প বিবেকখ্যাতি হয়, সেই পর্য্যন্ত, জ্ঞানের দীপ্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধি হইতে থাকে । সূত্রের ভাবার্থ এই—যোগের অষ্টাঙ্গের সহিত যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে শুদ্ধি জন্মে, তদ্বারাই প্রজ্ঞা সংসাধিত হয় ॥২৮॥

যোগাঙ্গ কি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

**যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা ধ্যান
সমাধয়োহষ্টাঙ্গানি ॥ ২৯ ॥**

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ ।

যম নামক অঙ্গটি অত্ৰ কোন যোগাঙ্গের অপেক্ষা না করিয়া সফল হইতে পারে, এই নিমিত্ত যম নামক অঙ্গটি প্রথমেই উল্লিখিত হইল । নিয়ম নামক অঙ্গটি যম নামক অঙ্গের সাধনের উপর নির্ভর করে বলিয়া, তাহা পরে উক্ত হইল । আর এই দুই অঙ্গের অনুষ্ঠান হইতে যে শুদ্ধি জন্মে, তাহার উপর আসনাদির সিদ্ধি নির্ভর করে এবং আসনাদি অঙ্গ সমূহের মধ্যে পূর্ব পূর্বটি পর পরটির (সিদ্ধির) হেতু বলিয়া (তাহার সূত্রলিখিত) ক্রমে উক্ত হইয়াছে * ॥২৯॥

* নিষ্ঠিতাঃ যমাঃ নিয়মাঃ । যম প্রতিষ্ঠিত হইলে যমনিষ্ঠাই নিয়মরূপে দেখা দেয় । যমু বলেন—(৪।২.০৪) যমান্ যবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ যুধঃ ।

যমান্ প ততাকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥

অপর এক স্মৃতি বচন আছে :—

পততি নিয়মবান্ যমেবগতো ন তু যমবারিয়মানদোঃ বনীদেৎ ।

ইতি যমনিয়মৌ সমীক্ষ্য বুদ্ধা যমবহুলেষু সন্দর্শীত বুদ্ধিঃ ॥

যমের অনুষ্ঠানে পরাযুগ হইয়া, কেবল নিয়মানুষ্ঠানে রত থাকিলে পতিত হইতে হয় ; কিন্তু যদি কেহ যমানুষ্ঠানে রত থাকিয়া নিয়মানুষ্ঠানে শিথিল হয়েন, তবে তাঁহাকে (শ্রেয়োলাভে) হতাশ হইতে হয় না । এইরূপে যম ও নিয়ম এই উভয়ের অনুষ্ঠানের তারতম্য বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া অধিক পরিমাণে যমের অনুষ্ঠানেই বুদ্ধিকে প্রবৃত্ত করিতে হইবে ।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥৩০॥

অহিংসা—সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য-পরিগ্রহাঃ যমাঃ(ভবন্তি) ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম ।

তন্মধ্যে ‘অহিংসা’ শব্দে কায়, মনঃ এবং বাক্য দ্বারা সর্বদা সর্ব জীবের প্রতি পীড়া বর্জন বুঝায় । এই অহিংসা সর্বোত্তম শূদ্ধ ধর্ম্ম । যম নামক অপর কয়েকটি এবং নিয়মাদি দ্বারা এই অহিংসাধর্ম্মের শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কথিত হইয়াছে—

স খল্লসং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহুনি সমাদিৎস
(তে?) তথা তথা প্রমাদকৃতেন্তো হিংসানিদানেন্তো
নিবর্তমানস্তামেবাবদাতরূপাম হিংসাংকরোতীতি ।

এই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) যতই অনেকানেক ব্রতের আচরণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, ইনি ততই অনবধানতা বা বিচারাভাবজনিত ও হিংসামূলক, পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকেন, এবং এইরূপে সেই অহিংসা ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলেন ।

‘সত্য’ শব্দের অর্থ পরহিতার্থে যথার্থকথন । বলপূর্ব্বক বা গোপনে অপরের ধন হরণকরাকে ‘স্তেয়’ বলে । তাহা না করাকে অস্তেয় বলে অর্থাৎ পরদ্রব্যে স্পৃহা-শূন্যতা । উপস্থিত্ত্রিয় সংঘমের নাম ‘ব্রহ্মচর্য্য’ । নারীদিগকে সম্পৃহভাবে দর্শন করা, তাহাদের সহিত আলাপ করা, তাহাদিগকে স্পর্শ করা, তাহাদের বচন ও গীতাদি শ্রবণ করা ও তাহাদিগকে ধ্যান করা পরিত্যাগ করাকেই ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ বলে । দেহ যাত্রা নির্বাহের অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তু গ্রহণ না করার নাম ‘অপরিগ্রহ’ । যম নামক এই পাঁচটি যোগের প্রতিকূল হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, স্ত্রীসঙ্গ এবং পরিগ্রহ এই পাঁচটিকে অপসারিত করে বলিয়া ইহারা যোগাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥৩০॥

এই সকল সাধন, যোগিগণের পক্ষে বিশেষরূপে উপাদেয়, এই কথা বলিতেছেন :—

জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা

মহাত্মতম্ ॥৩১॥

জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনিয়মিত অর্থাৎ সার্বভৌম হইলে তাহাদিগকে মহাত্ম বলা যায় ।

গোহ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ‘জাতি’ বলে । ‘দেশ’শব্দে তীর্থাদি বুঝায় । ‘কাল’-নির্দিষ্ট সময়, চতুর্দশী প্রভৃতি (-রূপে) অনির্দিষ্ট সময় যথা ব্রাহ্মণভোজনাদির সময় । তাহা হইলে “আমি কখনই গোব্রাহ্মণ হত্যা করিব না”, এইরূপ অহিংসা জাতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন । “তীর্থে অথবা চতুর্দশীতে আমি কাহাকেও হত্যা করিব না,” এইরূপ অহিংসা দেশ ও কাল এতদ্বয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন । “দেবতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির জন্ত ভোজনাদির (আয়োজনের) সময় ব্যতীত আমি হত্যা করিব না” এইরূপ অহিংসা “সময়ের” (নির্দিষ্ট ব্যবহার ক্রমের) দ্বারা অবচ্ছিন্ন । কোনও স্থানে, কাহারও জন্ত, কোনও প্রাণীকে, আমি হত্যা করিব না— এইরূপ অহিংসা, জাতি, দেশ প্রভৃতি চারিটি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন । এইরূপ অহিংসাই সবিশেষ বীৰ্য্যবতী । সত্য প্রভৃতি অপর কয়েকটা ধর্মও এইরূপে অনবচ্ছিন্ন হয়, বুঝিয়া লইতে হইবে । * এইরূপ জাতি প্রভৃতি সকল ভূমিতে অর্থাৎ নির্দিষ্ট অবস্থাসমূহে অব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইলে অর্থাৎ সকল অবস্থায় অব্যভিচারিভাবে (অহিংসাদির) অনুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়া বিদিত হইলে, † ইহার সার্বভৌম হয় । তখন সেই সার্বভৌম ধর্মের অনুষ্ঠানকে ‘মহাব্রত’ বলে ॥৩১॥

‘নিয়ম’ বলিলে কি কি বুঝায়, তাহাই বলিতেছেন—

শৌচসন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি

নিয়মাঃ ॥৩২॥

শৌচ-সন্তোষ তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ (ভবন্তি)

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম ।

মৃত্তিকা, জল প্রভৃতির দ্বারা এবং গোময়, গোমূত্র, যাবক প্রভৃতি পবিত্র ভূক্ষা

* সত্যনিষ্ঠা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপে অবচ্ছিন্ন হইয়াছে—

প্রাণত্রাণেহমৃতং বাচ্যমাননো বা পরন্তু চ ।

গুরুর্থে স্ত্রীষু চৈব স্ত্রীষ্বাহকরণেষু চ ॥

আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষার জন্ত, গুরুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত, পত্নীর নিকট এবং বিবাহ ব্যাপারে মিথ্যা বলা চলে ।

† মূল “জাত্যাদিভূমিষু কৃণ্ডাবস্থায়” আছে, তাহার অর্থ—গোহ, “ব্রাহ্মণবাদি জাতি” প্রভৃতির সম্বন্ধরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, অহিংসাদিত্যাদি পালনের যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, সেই সকল অবস্থায়, অব্যবস্থা ক্রপ্ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট হইয়া যাইলে, অর্থাৎ অবস্থানির্বিশেষে অব্যভিচারিভাবে অহিংসা সত্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে, তাহার “সার্বভৌম” হয় ।

দ্রব্য ব্যবহারে, যে শৌচ সম্পাদিত হয়, তাহাকে বাহশৌচ বলে । মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা চিত্তের যে অস্থিা প্রভৃতি মল অপসারিত করা হয়, তাহার নাম আন্তর শৌচ । সন্নিহিত কালে অর্থাৎ অনতিবিলম্বে কেবলমাত্র প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ দ্রব্যাদি লাভে তুষ্ট থাকার নাম সন্তোষ । (মানাপমানাদি, শীতগ্রীষ্মাদি) দ্বন্দ্বসহনকে এবং যথোপযুক্ত কৃচ্ছাদি ব্রত প্রভৃতিকে তপঃ বলে । ‘স্বাধ্যায়’ শব্দে প্রণবাদির অভ্যাস ।

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি যৎ কৰোমি শুভাশুভম্ ।

তৎসব্ধং ত্বয়ি সংযন্তং ত্বৎপ্রযুক্তং কৰোম্যহম্ ॥

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যা চেষ্টা মম নিত্যশঃ ॥

কেশবাবোধনে সা স্রাজ্জন্মজন্মান্তরেষপি ॥

জ্ঞানপূর্বক অথবা অজ্ঞানবশতঃ আমি যে শুভ অথবা অশুভ কার্য্য করিতেছি, সে সকল তোমাকে অর্পণ করিলাম । তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি তাহা করিতেছি । শরীর চেষ্টা, মন এবং বাক্যের দ্বারা আমি প্রতিকর্ণেই যাহা করিতেছি তাহা এবং জন্মজন্মান্তরেও যাহা করিব তাহা, যেন কেশবের আরাধনার নিমিত্ত হয় ।

এইরূপে পরমগুরু পরমেশ্বরে সকল পুণ্যকর্ম্মের অর্পণকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে ॥৩২॥

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৩॥

বিতর্কবাধনে (সতি) প্রতিপক্ষভাবনম্ (কর্তব্যম্) ।

হিংসাদি বিতর্কের (৩৪ সূত্রে ব্যাখ্যাত) দ্বারা যোগাভ্যাস বাধিত (ব্যাহত) হইলে তাহাদের প্রতিপক্ষ সকলকে ভাবনা করিবে ।

এই সকল যম, নিয়ম ইত্যাদি, বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদির সংকল্পের দ্বারা ব্যাহত হইলে অর্থাৎ আমি অপকারীকে হত্যা করিব, মিথ্যা বলিব, পরধন গ্রহণ করিব— এইরূপ সংকল্পসমূহের দ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত হইলে, যে ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞ পুরুষ) যমাদির অভ্যাসে নিরত হইয়াছেন, তিনি প্রতিপক্ষভাবনা করিবেন । ‘সংসাররূপ ঘোর জ্বলন্ত অগ্নিতে আমি দগ্ধ হইতেছি বলিয়া, সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া, আমি যমাদি ধর্ম্মকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি ; সেই আমি অহিংসাদি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যদি পুনর্ব্বার হিংসাদি ধর্ম্মকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার আচরণ কুকুরের মত হইবে ।’ কুকুর যেমন যাহা বমন করে, তাহাই পুনর্ব্বার ভোজন করে, যে

ব্যক্তি পরিত্যক্ত বস্তুকে পুনর্বার গ্রহণ করে, সেও তজপ । এইরূপে বিতর্কের প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হয় ॥৩৩॥

এক্ষণে বিতর্কসমূহের স্বরূপ, প্রকার, কারণ, অবান্তর ভেদ ও ফল—পাঁচটি পদ দ্বারা যথাক্রমে উল্লেখ করিয়া, প্রতিপক্ষ ভাবনার অর্থ পরিস্ফুটকরিতেছেন ।

**বিতর্ক। হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্ৰোধ
মোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি
প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৪॥**

বিতর্কঃ হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতাঃ লোভক্ৰোধমোহপূর্বকাঃ মৃদুমধ্যাধি-
মাত্রাঃ দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ (ভবতি) ।

হিংসা, অসত্য, স্তেয় প্রভৃতি যমনিয়মের বিতর্ক । তাহারা কৃত, কারিত, ও অনুমোদিত, ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্বক আচরিত, এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রকারের হইয়া থাকে । তাহারা অনন্ত অজ্ঞান ও অনন্ত দুঃখের হেতু, এইরূপে হিংসাদির নিবৃত্তি ভাবনা করিয়া, হিংসাদিকে নিবৃত্ত করাই প্রতিপক্ষভাবনা ॥৩৪॥

হিংসা, অসত্য, প্রভৃতি, বিপরীতভাবে বা (অহিংসা সত্যাদির) প্রতিকূলরূপে তর্কিত অর্থাৎ বিবেচিত হয় বলিয়া, ইহাদিগকে বিতর্ক বলে । সুত্রস্থিত ‘হিংসাদয়ঃ’ (অর্থাৎ হিংসা, অসত্য, স্তেয় প্রভৃতি), বিতর্কের স্বরূপের বর্ণনা করিতেছেন ।
তন্মধ্যে হিংসা তিন প্রকার, যথা—স্বয়ং অনুষ্ঠিত [১], ‘কর’ বলিয়া অপরের দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করান [২] এবং “সাধু, সাধু” বলিয়া তাহার অনুমোদন করা [৩] । তন্মধ্যে প্রত্যেকটি আবার কারণভেদে তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—‘হিংসা’—মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতির লোভ হেতু ; কিম্বা ‘এই প্রাণী আমার অপকার করিয়াছে’ এইরূপ ভাবিয়া তাহার প্রতি ক্রোধহেতু, কিম্বা ইহাকে বধ করিলে আমার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, এইরূপ মোহহেতু । এই প্রকারে হিংসা নয় প্রকারের হইল । আবার লোভ, ক্রোধ, মোহ ইহার প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা মৃদু, মধ্য ও তীব্র । সেই লোভ, ক্রোধ ও মোহ বশতঃ যে সকল হিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা হয় তাহারাও তদনুসারে মৃদু, মধ্য ও তীব্র এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে । তাহাদের আবার প্রত্যেকটি কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই তিন প্রকারের হওয়াতে তাহারা নয় প্রকারের হয় । তাহা হইলে হিংসার সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টি প্রকার বা ভেদ হয় । আবার মৃদু, মধ্য ও

তীব্র ইহাদের প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—মৃহমৃহ, মধ্যমৃহ, তীব্রমৃহ ; মৃহমধ্য, মধ্যমধ্য, তীব্র মধ্য ; মৃহ তীব্র, মধ্য তীব্র ও তীব্র তীব্র । এই প্রকারে লোভ ও নয় প্রকারের এবং ক্রোধ ও মোহ নয় নয় প্রকারের । সেই লোভ, ক্রোধ ও মোহজনিত হিংসা ২৭ প্রকারের হইয়া থাকে । তাহারা আবার কৃত, কারিত ও অমুমোদিত ভেদে প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকারের হওয়াতে সর্বশুদ্ধ ৮১ প্রকারের হইয়া থাকে । অসত্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে । এইরূপে বিতর্কসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইল । হুংখ শব্দের অর্থ নরকাদি । অজ্ঞান শব্দের অর্থ স্বাবরাদির ভাব ; ইহা দ্বারা ভ্রান্তি এবং সংশয়ও বুঝা যাইতে পারে । এই হুংখ ও অজ্ঞানকে অনবরত প্রসব করে বলিয়া বিতর্কসমূহকে ‘হুংখাজ্ঞানানন্ত ফল’ বলা হইয়াছে । এইরূপে প্রতিপক্ষদিগকে অর্থাৎ বিতর্করূপ শত্রুদিগকে ভাবনা করিতে হইবে । সেই দ্বৈতপূর্বক ভাবনা করিবার উপদেশ দেওয়াতে ইহাই বুঝাইল যে সেই বিতর্কসমূহকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । সেই বিতর্কসমূহের বর্জন করিতে পারিলে, পাঁচটি যম ও পাঁচটি নিয়ম নির্বিশেষে সিদ্ধ হয় । সেই যম নিয়মে সিদ্ধিলাভ হইলে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা কৈবল্য লাভ হয় এবং ইহা হইতে যোগেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য ॥৩৪॥

এক্ষণে যে যে অবাস্তুর ফল দ্বারা যম ও নিয়মের অন্তর্গত দশটি সাধনের সিদ্ধি বুঝা যাইতে পারে, তাহাই যথাক্রমে প্রদর্শন করা যাইতেছে :—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াম্ তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ (ভবতি) ।

যোগীর অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকটে যে সকল জন্তুর মধ্যে স্বাভাবিক বৈরভাব আছে, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে ॥৩৫॥

কোনও যোগী অহিংসায় সিদ্ধিলাভ করিলে সেই হিংসাশূন্য মুনিবর্ধের সন্নিধানে অহি-নকুল প্রভৃতি যে সকল জন্তুর মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক বৈরভাব আছে, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥৩৫॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥৩৬॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াম্ (তস্ত) ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ (ভবতি) ।

যোগীর সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয় স্বরূপ হয়েন ॥৩৬॥

যোগীর সত্য প্রতিষ্ঠালাভ হইলে, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্রিয়ার ও স্বর্গাদিরূপ

তাহার ফলের, আশ্রয়স্বরূপ হয়েন অর্থাৎ তাঁহার বাক্যোচ্চারণ মাত্রেই তিনি লোকের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ও তদুভয়ের ফলের আশ্রয় হন অর্থাৎ সেই ফলদাত্ত্ব তাঁহাতে উপন্ন হয় । যেন তিনি যদি কাহাকেও বলেন ‘তুমি ধার্ম্মিক হও’ তাহা হইলে সে ধার্ম্মিক হয় । যদি কাহাকেও বলেন, ‘তুমি স্বর্গ লাভ কর’ তাহা হইলে তাঁহার বাক্যের ফলে সেই ব্যক্তি অধার্ম্মিক হইলেও ধার্ম্মিক হইয়া স্বর্গ লাভ র ॥৩৩॥

অন্তেষপ্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥৩৭॥

অন্তেষপ্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ (ভবতি) ।

অন্তেষ প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সকল রত্ন উপস্থিত হয় ॥৩৭॥

অচৌর্য্যবিষয়ে দৃঢ়তা জন্মিলে, সঙ্কল্পমাত্রেই যোগীর দিব্যরত্ন সমূহের প্রাপ্তি ঘটে । [“জাতৌ জাতৌষজুংকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে”—কোন জাতির মধ্যে বাহা উৎকৃষ্ট, তাহাকেই রত্ন বলে ।] (চেতন রত্ন স্বয়ং এবং অচেতন রত্ন অন্তের সাহায্যে উপস্থিত হয়) ॥৩৭॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্য্যলাভঃ ॥৩৮॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্য্যলাভঃ (ভবতি) ।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীৰ্য্যলাভ অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য লাভ, হইয়া থাকে ॥৩৮॥

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ বীৰ্য্যনিরোধ । সেই বীৰ্য্যনিরোধ সিদ্ধ হইলে নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে । তদ্বারা অধিমাতিসিদ্ধি উপস্থিত হয় এবং শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ অচিরে ফলপ্রদ হয় ॥৩৮॥

অপরিগ্রহহৃৎস্বৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥৩৯॥

অপরিগ্রহ হৃৎস্বৈর্য্যে (সতি) জন্মকথন্তাসম্বোধঃ (ভবতি) ।

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে জন্মবিষয়ক কথন্তার অর্থাৎ কি প্রকার জন্ম, কি হেতুক জন্ম, কিরূপ ফলবিশিষ্ট জন্ম ইত্যাদির জ্ঞান হয় ॥৩৯॥

অপরিগ্রহশীল যোগীর অপরিগ্রহতা স্থিতিলাভ করিলে অতীত, বর্তমান ও ভাবী জন্ম সম্বন্ধে কথন্তার অর্থাৎ তাহার প্রকার সম্বন্ধে, সম্যক জ্ঞান জন্মে । সেই

জ্ঞান, জানিবার ইচ্ছা হইলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—মনে প্রশ্ন উঠিলে তাহার উত্তর স্বরূপে উপস্থিত হয়। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। কিরূপে জন্ম, কি প্রকার জন্ম, কি হেতু জন্ম, অমুক জন্মের ফল কি, তাহার অবসান কি প্রকার, এইরূপে জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাসা শরীর ধারণের প্রতিকূলতাহেতু উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেইরূপ জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইলে শরীর পরিগ্রহের সম্ভাবনা ক্ষীণ হইতে থাকে। তদনন্তর সেই জিজ্ঞাসা বৃদ্ধিতে পারে যে পুরুষ স্বভাবতঃ জন্মাদিরহিত ; পুরুষের সহিত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ঘটিলেই, তাহাকে পুরুষের জন্ম বলে। জীবের মনুষ্য, দেবতা ও তীর্থ্যকরূপে জন্মকেই জন্মের প্রকার বলে। ক্লেশ ও কন্মই জীবের জন্মের হেতু ; দুঃখই জীবজন্মের একমাত্র ফল এবং পুরুষের স্বরূপ বৃদ্ধিতে পারিলেই জীবের জন্মের অবসান হয়। জিজ্ঞাসা, আচার্য্য এবং শাস্ত্র হইতে এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহবিমুক্ত হইয়া, অপরিগ্রহ নামক সাধনের চরম ফল অনুভব করিয়া থাকে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥৩৯॥

যম নামক পাঁচটি সাধনের সিদ্ধি কথিত হইল ; এক্ষণে নিয়ম নামক পাঁচটি সাধনের সিদ্ধি বর্ণনা করিতেছেন :—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পটেররসংসর্গঃ ॥৪০॥

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা (ভবতি), পরৈঃ অসংসর্গঃ (ভবতি) ।

শৌচ হইতে নিজের শরীরে ঘৃণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ হয় ॥৪০॥

যিনি বাহ্য শৌচে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি (সেই সিদ্ধির ফলে) নিজের শরীরে কখনই শুদ্ধি দেখিতে পাননা, (কেননা তিনি বৃদ্ধিতে পারেন, শরীর স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, তাহার শুদ্ধিসম্পাদন অসম্ভব) । এই হেতু তাহার শরীরে ঘৃণার উদয় হয় ; (তিনি মনে করেন) যেহেতু শরীর স্বভাবতঃই অশুদ্ধি, তখন ইহাতে কোন ক্রমেই অহঙ্কার করা উচিত নহে। আমি শৌচপরায়ণ, আমার শরীর যখন শুদ্ধ হইল না, তখন যিনি শৌচবিষয়ে অমনোযোগী তাঁহার শরীর যে অশুদ্ধি, তদ্বিশেষে আর কি সন্দেহ আছে ? এইরূপে দোষদর্শন করিতে থাকিলে তাঁহার অপরের শরীরের সহিত আর সংসর্গে প্রবৃত্তি থাকে না ॥৪০॥

এইরূপে বাহ্য শৌচের বিষয়ে সিদ্ধি বর্ণনা করিয়া, অন্তঃশৌচ বিষয়ে সিদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন :—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্ত্যৈকাগ্র্যইন্দ্রিয়জয়-আত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥৪১॥

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্ত-একাগ্র্য-ইন্দ্রিয়জয়-আত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ (ভবন্তি) ।

(আভ্যন্তর) শৌচ হইতে বুদ্ধির নির্মলতা জন্মে ; তাহা হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ, তাহা হইতে চিত্তের স্থৈর্য্য, তাহা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়জয়, এবং তাহা হইতে আত্মদর্শনযোগ্যতা জন্মে ॥৪১॥

পূর্ব্ব সূত্র হইতে ‘শৌচাৎ’ এই পদটি আনিয়া এই সূত্রের অর্থ করিতে হইবে । এবং সূত্রশেষে ‘ভবন্তি’ এই পদটির সংযোগ করিতে হইবে । বুদ্ধিরূপ সত্ত্বগুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণজনিত ঈর্ষাদি মলের নাশ হইলে, তাহাকে সত্ত্বশুদ্ধি বলে । তাহা হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হয় । তাহা হইতে চিত্তের স্থিরতা জন্মে । এই স্থিরতা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয় । এবং তাহা হইতে পুরুষখ্যাতি বা আত্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মে—এইরূপ বিভাগ করিয়া সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে ॥৪১॥

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ॥৪২॥

সন্তোষাৎ অনুত্তমসুখলাভঃ (ভবতি) ।

সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী নিরতিশয় সুখানুভব করেন ।

তৃষ্ণাক্ষয় সিদ্ধ হইলে যোগী নিষ্কাম হন । তখন অবশ্যই তাহার শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষ লাভ করিতে, নিরতিশয় সুখানুভব ঘটে । মহাত্মারতে ‘যযাতি গীতায়’ কথিত আছে—

‘ষষ্ঠ কামসুখং লোকে ষষ্ঠ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।

তৃষ্ণাক্ষয়সুখটস্যতে নাত্তঃ সোড়শীং কলাম্ ॥”

ইহ সংসারে সকল কামনাপূর্ণ হইলে, যে সুখলাভ করা যায় এবং স্বর্গে যে মহাসুখ লব্ধ হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়, তদুভয় মিলিত হইলেও তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের বোল অংশের এক অংশেরও তুল্য হয় না ॥৪২॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়ান্তপসঃ ॥৪৩॥

তপসঃ অশুদ্ধিক্ষয়াৎ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ (ভবতি) ।

তপস্শ্রা হইতে অশুদ্ধিক্ষয় হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধিসকল প্রাপ্তভূত হয় ॥৪৩॥

তপস্বীদ্বারা অর্থাৎ স্বধর্মরূচ্ছাচ্ছায়ায় প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রেশ ও পাপের ক্ষয় হইলে, শরীরের অগ্নিমাди সিদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দূর, স্বল্প প্রভৃতি বস্তুর উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যরূপ সিদ্ধি, জন্মে ॥৪৩॥

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

স্বাধ্যায়াং ইষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ (ভবতি) ।

স্বাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইলে ইষ্টদেবতার সহিত সংপ্রয়োগ (সাক্ষাৎকার) হয় ॥৪৪॥

ইষ্টমন্ত্রাদির জপ হইতে স্বকীয় ইষ্টদেবতার সহিত সন্তাষণাদি ঘটে ॥৪৪॥

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাং ॥৪৫॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাং সমাধিসিদ্ধিঃ (ভবতি) ।

ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্বভাবসমর্পণরূপ ভক্তিবিশেষদ্বারা সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে ।

যিনি কার্যিক, বাচিক, মানসিক সকল চেষ্টার দ্বারাই ঈশ্বরকে অভিমুখীকরণে নিরন্তর প্রবৃত্ত, তাঁহার কেবল সেইরূপ ভক্তি দ্বারাই সম্প্রজাতসমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে । তাই বলিয়াই একথা বলিতে পার না যে, তাহা হইলে ত' যমাদি সাতটি অঙ্গ ব্যর্থ হয়, কেননা, উক্ত সাতটি অঙ্গদ্বারা কিম্বা এক ভক্তিদ্বারাই যোগসিদ্ধি হয়, এইরূপ বিকল্প স্বীকৃত হইয়াছে ; একথা প্রথম পাদের ত্রয়োবিংশ সূত্রে—“ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা” এই “বা” শব্দ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে । তাহা হইলে আবার একথাও বলিতে পার না যে, যিনি ভক্তিপক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাঁহার পক্ষে যমাদি অঙ্গ-সমূহ নিষ্ফল, কেননা তাহার ভক্তিসাধনেও অঙ্গ হইতে পারে * । তাহার ভক্তি ও যোগ এই উভয় প্রয়োজনেই লাগিতে পারে, এই কথাটিতে কোনও বিরোধ নাই, যেমন দধি নিত্য কণ্ঠ অগ্নিহোত্রের অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়পটুতাকামী কাম্য কর্মেরও অঙ্গ, এ কথায় কোনও বিরোধ নাই, সেইরূপ । [“একশ্রু তুভয়স্বৈ সংযোগপৃথক্ভব” (৪।৩।৫।২) এই পূর্বমীমাংসাসূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।]

আবার একথাও বলিতে পার না যে, সেই সপ্তাঙ্গ যখন আবশ্যকই রহিল, তখন তাহাদের দ্বারাই সমাধিসিদ্ধি হইবে, ভক্তির কি প্রয়োজন ? কেননা, উক্ত সাতটি অঙ্গের সহিত যদি ভক্তি না থাকে, তবে যোগসিদ্ধি স্নদূরপর্যাহত ; আর যদি উক্ত

* আনন্দাদি ছয়টি দৃষ্টকলোপধায়ক উপায়রূপে এবং যমাদি, অন্তঃকামি ক্ষয়রূপ অদৃষ্ট কলোপধায়ক উপায়রূপে, ভক্তি ও সম্প্রজাতযোগ এই উভয়েরই উপযোগী ।

উপায় সকল ভক্তিরূপ অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে তাহা হইলে, যোগসিদ্ধি অতি নিকটবর্তী হয় । এইরূপে যোগরূপ ফলপ্রাপ্তির বিলম্ব ও অবিলম্ব বিশিষ্ট সাধনরূপে সমৃদ্ধ ও ভক্তি এই উভয় সাধনের বিকল্প করা যুক্তিসঙ্গত হয় । আর যাহারা বলেন যে ঈশ্বরে ভক্তি, যে যোগের অঙ্গ, সেই যোগ প্রত্যগাত্মবিষয়ক নহে অর্থাৎ তদ্বারা স্বরূপসিদ্ধি হয় না, এই হেতু সেই ভক্তি বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নহে,—একথা তাঁহাদের বচনকোশল মাত্র । এই হেতু ভক্তিকে অন্তরঙ্গ সাধন মনে করিলে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই ॥৪৫॥

এইরূপে দম ও নিয়মসমূহ তত্ত্বদভ্যাসের ফলের সহিত বর্ণনা করিয়া, আসনের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

স্থিরসুখমাসনম্ ॥৪৬॥

স্থিরসুখম্ আসনম্ (আসনম্ ভবতি) ।

স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নাম আসন ॥৪৬॥

যে রূপ অবস্থিতি, নিশ্চল ও সুখাবহ, তাহাই যোগের অঙ্গ, ইহাই স্বত্রের অর্থ । যাহার দ্বারা উপবেশন করা যায়, তাহাই আসন (আস্ + করণবাচ্যে, অনট) । তাহা দুই প্রকার, বাহ ও শরীরগত ; তন্মধ্যে কুশের উপরিভাগে অঙ্গিন ও বস্ত্রস্থাপন করিলে বাহ আসন হয় “চেলাজিন কুশোত্তরম্” । (গীতা ৬।১১) এবং পদ্ম, স্বস্তিক, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রকারের শরীরাবস্থানকে শারীর আসন বলে । তন্মধ্যে পদ্মাসন সর্বজনবিদিত । আর বাম চরণকে আবৃত্তি করিয়া, দক্ষিণপদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে এবং সেইরূপে দক্ষিণ চরণকে আবৃত্তি করিয়া বামপদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে, তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে ; এবং দুইটি পদতলকে অণ্ডকোষের সমীপে রাখিয়া মিলিত করিলে এবং পাণ্ডিঘ্র মিলিত করিয়া পূরৌক্ত মিলিত পদতলদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলে, তাহাকে ভদ্রাসন বলে ॥৪৬॥

এক্ষণে কোন উপায়ে আসনকে স্থির রাখা যাইতে পারে তাহাই বলিতেছেন :—

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥৪৭॥

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ (আসনস্থৈর্যম্ ভবতি) ।

প্রযত্নের শিথিলতা হইতে এবং নাগরাজ অনন্তে (অর্থাৎ অনন্তবিশ্বত বিম্বমণ্ডলে) চিত্তের সমাপত্তি হইতে আসন স্থির হয় ॥৪৭॥

লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ বিবিধ প্রকার লৌকিক ব্যবহার, আসনের বিঘাতক বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলে আসন সিদ্ধি হয় ; কেননা, তদ্বারা অঙ্গের স্পন্দন বন্ধ হয় ; আর অনন্ত নামক নাগরাজ অসংখ্য স্থির ফণাদ্বারা যে বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাতে চিন্তের সমাপত্তি করিলে, দেহাভিমান বিগলিত হইয়া যায় এবং সেইহেতু আসনের ক্লেশ অনুভূত হয় না বলিয়া, আসন-সিদ্ধি হয় ॥৪৭॥

যে চিহ্ন দ্বারা, আসন সিদ্ধ হইল, বুঝা যাইতে পারে, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥৪৮॥

ততঃ (আসনজয়াৎ) দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ (ভবতি) ।

তাহা হইলে, দ্বন্দ্বের দ্বারা অভিহিত হইতে হয় না ॥৪৮॥

আসন জয় হইলে, শীতোষ্ণাদি ও মানাবমানাদি দ্বন্দ্ব আর বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হয় না ॥৪৮॥

এক্ষণে আসনের সাহায্যে যে প্রাণায়ামের সাধনা করিতে হয়, সেই প্রাণায়ামের বর্ণনা করিতেছেন :—

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ

প্রাণায়ামঃ ॥৪৯॥

তস্মিন্ (আসনে) সতি, শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্য গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ (কথ্যতে) ।

সেই আসন সিদ্ধ হইলে পর, শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করাকে প্রাণায়াম বলে ॥৪৯॥

আসনের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে, বাহবায়ুর শরীরভ্যন্তরে গমন এবং শরীর-ভ্যন্তরস্থ বায়ুর বহির্দেশে আগমন, বন্ধ করিলেই প্রাণায়াম হয় ॥৪৯॥

প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া, এক্ষণে উক্ত লক্ষণদ্বারা যে প্রাণায়ামের পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাহারই বিভাগ করিতেছেন—

বাহ্যভ্যন্তরস্তস্তবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ

দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥৫০॥

বাহ্যভ্যন্তরস্তস্তবৃত্তিঃ (প্রাণায়ামঃ) দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ

দীর্ঘসূক্ষ্মঃ (ভবতি) ।

প্রাণায়াম ত্রিবিধ,—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তস্তবৃত্তি । তাহার দেশ,

কাল এবং সংখ্যা দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে, অভ্যস্ত হয় এবং অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় ॥৫০॥

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম ও তুরীয় নামক অপর এক প্রকার প্রাণায়াম, ধরিলে, সর্বশুদ্ধ প্রাণায়াম চারি প্রকারের হয় । শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু রেচক দ্বারা বহির্গত হইলে, বহির্দেহেই তাহাকে ধারণ করার নাম বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম ; তাহাই রেচক । বাহ্যবায়ু পূরণ দ্বারা অন্তর্গত হইলে, তাহাকে শরীরাভ্যন্তরে ধারণ করা, আভ্যন্তর বৃত্তি প্রাণায়াম ; তাহার নাম পূরক ।

যখন রেচন ও পূরকের প্রযত্ন না হইয়া, কেবল বিধারণ প্রযত্নের সাহায্যে প্রাণের গতিবিচ্ছেদ হয়, তখন সেই স্তম্ভবৃত্তিকে কুম্ভক বলে । ইহাকে রেচক বলা যায় না, কেননা ইহা শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত ; ইহাকে পূরকও বলা যায় না, কেননা তপ্ত শিলার উপর নিপতিত জলবিন্দুর ন্যায় (যাহা চতুর্দিক হইতে একেবারে শুষ্ক হয়, সেইরূপ) প্রাণ শরীরে সম্বুচিত হইয়া সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হয় । যে স্থল বায়ু শরীরাভ্যন্তরে নিরুদ্ধ থাকিয়া শরীরকে পূর্ণ করে, তাহাকে পূরক বলে । সেইহেতু, রেচকাভ্যাস ও পূরকাভ্যাস বিনাই, একটিমাত্র প্রযত্ন দ্বারা কুম্ভক নামক সূক্ষ্ম প্রাণ, ঘটস্থিত জলের ন্যায় দেহে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলে— তাহাকে কুম্ভক বলে । এই হেতু তাহা রেচক ও পূরক হইতে ভিন্ন এবং উহাদের সহিত গণিত হইলে, তৃতীয় বলিয়া সিদ্ধ হয় । এই তিন প্রকারের প্রাণায়ামের দেশ, কাল এবং সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে অভ্যাস করিতে থাকিলে, ইহার দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় । তন্মধ্যে রেচকের দেশ নাসিকার বহির্দেহ । প্রাদেশ, (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীকে প্রসারিত করিলে তাহাদের দুই অগ্রভাগের দূরত্ব), বিতস্তি (বিষণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিলে তাহাদের দুই অগ্রভাগের দূরত্ব), হস্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে । নিবাতস্থানে নাসিকার অগ্রে কাশপুষ্প, তুলা প্রভৃতি ধরিলে, তাহার স্পন্দন দেখিয়া এই দেশের পরিমাণ অহুমিত হইয়া থাকে । শরীরের অভ্যন্তরভাগ পূরকাদির (পূরক ও কুম্ভকের) দেশ । পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত পিপীলিকাস্পর্শের সদৃশ এক প্রকার স্পর্শের দ্বারা পূরকাদির দেশ অহুমিত হইয়া থাকে । ক্রণের গণনা দ্বারা কাল বুঝা যায় । মাত্রার গণনা দ্বারা সংখ্যা বুঝা যায় । হস্তের দ্বারা আপনার জ্ঞানমণ্ডল একবার চাপড়াইয়া একবার ছোটিকা (তুড়ি বা চুটকী) দিয়া, সেইরূপ তিনবার করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম মাত্রা । সূক্ষ্মকায় পুরুষের একটি শ্বাস ও একটি প্রশ্বাসের দ্বারা সেই মাত্রার কাল নির্ণীত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ২৬টি

মাত্রার দ্বারা অভ্যাস করিতে থাকিলে, প্রাণায়াম দীর্ঘ বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা বলিলে অধিক দেশকালব্যাপিতা বুঝায়। প্রাণায়ামে নিপুণ ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রাণের দীর্ঘতা বৃদ্ধিতে পারেন, সেই পরিমাণে প্রাণের হুম্মতা দেখিতে থাকেন, এইরূপে প্রাণায়াম (একই কালে) দীর্ঘ ও হুম্ম বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় ॥৫০॥

চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম বর্ণন করিতেছেন :—

বাহ্যভ্যাস্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥৫১॥

বাহ্যভ্যাস্তরবিষয়াক্ষেপী প্রাণায়ামঃ চতুর্থঃ (প্রাণায়ামঃ ভবতি)।

বাহ ও অভ্যাস্তর বিষয়ের আলোচনাপূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া পরে তাহা অতিক্রমপূর্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, তাহার নাম চতুর্থ প্রাণায়াম ॥৫১॥

বাহ্যদেশরূপ বিষয়ের কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। হৃদয়, নাভিচক্র প্রভৃতিকে অভ্যাস্তর বিষয় বলে। তাহাদের ‘আক্ষেপ’ বলিলে হুম্মদৃষ্টিদ্বারা তাহাদের পর্যালোচনা বুঝায়। যে প্রাণায়ামের পূর্ববর্তীকালে সেইরূপ আলোচনা থাকে, তাহা চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম। তাহা স্তম্ভবৃত্তি মাত্র। তাহারও পূর্বের হ্রায় দীর্ঘহুম্মতা হয়। তাহা যে, কুম্ভকের অন্তর্ভূত হইল, এইরূপ আশঙ্কা করা চলে না। (রেচক ও পুরকের অভ্যাসদ্বারা বিজিত বাহ্য এবং অভ্যাস্তর বিষয়ের নিশ্চয় বা আলোচনা না করিয়াই একটীমাত্র প্রযত্নের দ্বারা যে স্তম্ভবৃত্তি ঘটে, তাহাকে কুম্ভক বলে।) সেইরূপ নিশ্চয়পূর্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয় এবং যাহা বহু প্রযত্ন দ্বারা সাধন করিতে হয়, তাহাই চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম, এইমাত্র প্রভেদ ॥৫১॥

উক্ত চারি প্রকার প্রাণায়ামকে যোগসাধনের অঙ্গ করিলে, (যোগসিদ্ধির) দ্বারস্বরূপ যে ফললাভ হয়, এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥৫২॥

ততঃ প্রকাশাবরণম্ ক্ষীয়তে।

প্রাণায়াম হইতে, তাহার ফলে, বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ ক্ষীণ হয় ॥৫২॥

প্রাণায়ামের অভ্যাসহেতু প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের ক্লেশ ও পাপরূপ আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সর্বজ্ঞ ভগবান মনু তাহাই বলিতেছেন ‘প্রাণায়ামৈদ হেদোষান্’—প্রাণায়াম দ্বারা দোষসমূহকে দণ্ড করিতে হয় ॥৫২॥

ধারণাস্থ চ যোগ্যতা মনসঃ ॥৫৩॥

ধারণাস্থ চ মনসঃ যোগ্যতা (ভবতি) ।

বিবিধপ্রকার ধারণাবিষয়েও মনের যোগ্যতা হয় ॥৫৩॥

প্রাণায়ামের আরও এক ফল কি, তাহা বলিতেছেন । প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা আবরণ ক্ষয় হইলে, সূক্ষ্ম লক্ষ্যের ধারণা বিষয়ে, মনের যোগ্যতা হয় ॥৫৩॥

এই পর্য্যন্ত যে যম নিয়মাদির বর্ণনা করা হইল, তাহাদের অভ্যাস দ্বারা, যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রত্যাহার হয়, এই মনে করিয়া এক্ষণে প্রত্যাহারের লক্ষণ বলিতেছেন :—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তশ্চ স্বরূপানুকর ইবে-
ন্দ্রিয়গাৎ প্রত্যাহারঃ ॥৫৪॥

ইন্দ্রিয়গাৎ স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তশ্চ স্বরূপানুকরঃ ইব, প্রত্যাহারঃ (ভবতি) ।

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ের উপলব্ধি করিতে বিরত হইয়া যখন চিত্তস্বরূপের অনুকরণের মতো করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায় ।

চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যখন আপনার গ্রহণযোগ্য শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত আর মিলিত হয় না, অর্থাৎ বৈরাগ্যবশতঃ বিষয়সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া, চিত্ত যখন তত্ত্বাভিমুখ হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, চিত্তের যে স্বরূপানুকরণ করে, অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় হইতে বিযুক্ত হইয়া—বিষয়ের প্রতি ধাবমান না হইয়া তত্ত্বাভিমুখের মতো হয়, তখনই (ইন্দ্রিয়গণের) “প্রত্যাহার” । ইন্দ্রিয় সকল, ‘প্রতি’ অর্থাৎ প্রতিলোমভাবে (বিপরীত দিকে), বিষয়সমূহ হইতে, ইহাতে আকৃত হয়—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘প্রত্যাহার’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । বিষয়ভোগনিপুণ ইন্দ্রিয়গণ কখনই চিত্তের হায় তত্ত্বাভিমুখ হইতে পারে না, ইহাই স্মৃচনা করিবার নিমিত্ত স্থলে “ইব” শব্দ (অনুবাদের ‘মতো’ শব্দ) প্রযুক্ত হইয়াছে । যেমন কোন মধুচক্র হইতে মৌমাছিদিগের রাজা উড্ডীন হইলে, মক্ষিকাগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সেই রাজা উপবিষ্ট হইলে, তাহারা উপবিষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল, (ইন্দ্রিয়মুখ্য) চিত্তের অনুসরণ করে বলিয়া, চিত্তনিরোধ দ্বারাই তাহাদের নিরোধ হইয়া থাকে । তাহাদিগের নিরোধ করিতে, অল্প কোন প্রকার যত্নের প্রয়োজন হয় না, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য ॥৫৪॥

প্রত্যাহারের ফল যোগের দ্বার স্বরূপ । এক্ষণে সেই ফল বর্ণনা করিতেছেন—

ব
ততঃ পরমাশ্রুতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥৫৫॥

ততঃ ইন্দ্রিয়াণাম্ পরমা বশ্রতা (ভবতি) ।

প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সর্বোত্তম বশ্রতা হয় । যতপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিজয় আছে, তন্মধ্যে প্রত্যাহারের দ্বারা যে ইন্দ্রিয়বিজয় হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা প্রত্যাহার অভ্যস্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় । কেহ কেহ বলেন শব্দাদিবিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলেই ইন্দ্রিয় জয় হইল । আবার কেহ বলেন, অনিষিক্ত শব্দাদি বিষয়ের সেবন এবং নিষিক্ত বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই ইন্দ্রিয়জয় । অপর কেহ বলেন, ভোগ্য বিষয়ে স্বতন্ত্রতা, অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের বশীভূত না হওয়াই ইন্দ্রিয়জয় । অপর কেহ বলেন রাগদ্বেষ না থাকা হেতু স্নখদুঃখশূন্যভাবে যে শব্দাদির জ্ঞান, তাহার নাম ইন্দ্রিয়জয় । কিন্তু জৈগীষব্য ও পতঞ্জলি বলেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত চিন্তা একাগ্র হইলে, শব্দাদি বিষয়ে যে অপ্রবৃত্তি তাহাই ইন্দ্রিয়জয় । এই প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু যোগীর চিন্তানিরোধ হইলে, অপর ইন্দ্রিয় সকল আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া যায় ; এবং তজ্জন্ত যোগীর প্রেযত্ত্বাস্তরের অপেক্ষা থাকেনা । জৈগীষব্য বলেন—বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়বধুদিগকে আপন আপন দিকে টানিলেও সেই ইন্দ্রিয় বধুগণ, তদ্ব্যবস্থাপতির প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃ বিষয় সমূহের প্রতি অত্যন্ত পরাস্বুখী হইলে তাহাকেই ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্রতা বলে । যেমন রাবণ শ্রীসীতাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিলেও তিনি শ্রীরামগতপ্রাণ ছিলেন বলিয়া সেই রাক্ষসাদমের প্রতি একান্ত পরাস্বুখী হইয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ । প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্রতা হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ ॥৫৫॥

ইতি সাধনপাদ সমাপ্ত ॥

নিভূতিপাদ

এইরূপে দ্বিতীয়পাদে প্রথমে ক্রিয়াযোগ নিরূপিত হইয়াছে । ক্রিয়াযোগ ক্রেশ-
মসূহকে ক্ষীণ করিয়া দেয় বলিয়া, তাহা যোগের সাধন । তদনন্তর ক্রেশ, কন্ম
এবং বিপাক সন্নিহিত বর্ণিত হইয়াছে । পরে তাহারা যে হয়, ইহা প্রতিপাদন
করিবার জন্ত, তাহারা যে হুঃখরূপ, তাহাই বুঝান হইয়াছে । তদনন্তর হেয়, হেয়-
হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের হেতু, এই চারিটা বর্ণনের পর যোগের বহিরঙ্গ সাধন—
যমাদি পাঁচটা, অবাস্তব ফলের সহিত নিরূপিত হইয়াছে । এক্ষণে সংযম নামক
ধারণা প্রভৃতি তিনটি অন্তরঙ্গ সাধনের বর্ণনা করিয়া, সেই সংযম দ্বারা যে যে
বিভূতির লাভ হইয়া থাকে, সেই বিভূতি সকল, শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া সাধককে
কৈবল্যমূলক যোগে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে ; ইহাই বলিবার নিমিত্ত তৃতীয়পাদ আরম্ভ
করিয়া, প্রথমেই 'ধারণার' লক্ষণ করিতেছেন—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

চিত্তস্ত দেশবন্ধঃ ধারণা (ভবতি) ।

বাহু কিম্বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তকে বাঁধিয়া রাখার নাম ধারণা ॥ ১ ॥

নাভিচক্র, হৃদয়, নাসাগ্র, প্রভৃতি দেশে সম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তকে
বাঁধিয়া রাখা অর্থাৎ স্থির করিয়া রাখাকে, ধারণা বলে । বিষ্ণু পু্রাণে (৬ষ্ঠ খণ্ডে
৭ম অধ্যায়ে) তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

প্রাণান্নামেন পবনং প্রত্যাহারেন চেন্দ্ৰিয়ম্ ।

বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যচ্চিত্তস্থানং শুভাপ্রসন্ন ॥ ৪৫

প্রাণায়াম দ্বারা শরীরস্থ বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে, বশে আনিয়া, তদনন্তর কোন শুভ অবলম্বনে চিত্তকে অবস্থাপন করিতে হইবে ।

মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্বোপাশ্রয়নিষ্পৃহম্ ।

এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্যতে ॥ ৭৭

ভগবানের যে মূর্ত্তরূপ, তাহাকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিলে, অপর কোন বস্তুকে উপাশ্রয় বা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা হয় না ; চিত্তকে সেই অবলম্বনে ধরিয়া রাখাকেই ধারণা বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

তচ্চমূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিস্ত্যং নরাধিপ ।

তচ্ছ্রুতামনাধারে ধারণানোপপত্ততে ॥ ৭৮

হে রাজন্ ! ভগবান্ হরির সেই ধ্যানযোগ্য মূর্ত্তরূপ কি প্রকার, তাহা প্রবণ কর ; কেননা কোন অবলম্বন ব্যতীত ধারণা সিদ্ধ হয় না ।

প্রসন্নবদনং চারু পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ।

সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৯

সমকর্ণান্তবিশ্রুত চারুকুণ্ডলভূষণম্ ।

কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষসম্ ॥ ৮০

বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ ।

প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাহপি চতুর্ভুজম্ ॥ ৮১

সমস্থিতোরুজঙ্ঘং চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রি করাস্থজম্ ।

চিত্তয়েদ্ব স্ফাভূতং তং পীতনির্ম্মল বসনম্ ॥ ৮২

তাঁহার বদন প্রসন্ন, নয়নদ্বয় সুন্দর পদ্মদল সদৃশ, কপোলযুগল মনোহর, ললাট প্রদেশ সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, সুন্দর কর্ণযুগলের প্রান্তভাগে মনোহর কুণ্ডল অলঙ্কার বিভূষিত রহিয়াছে; তাঁহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ (ত্রিবলিখিত), তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসচিহ্নে শোভিত; তাঁহার উদরে ত্রিবলিরেখা ও সুগভীর নাভি শোভা পাইতেছে; তিনি সুদীর্ঘ অষ্টভুজবিশিষ্ট অথবা চতুর্ভুজ; তাঁহার উরু ও জঙ্ঘা সুসম এবং তাঁহার চরণ এবং করকমল সুস্থির; তাঁহার পরিধানে নিম্নলিখিত বসন—এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর মূর্তি চিন্তা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

এক্ষণে ধারণারূপ সাধন দ্বারা যে ধ্যান সিদ্ধ হয় তাহারই লক্ষণ করিতেছেন—

তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্ (ভবতি) ।

তাহাতে জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহাকেই ধ্যান বলে ।

যেস্থলে ধারণার বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকে পরিত্যাগ করিবার জন্য যত্নের আবশ্যকতা থাকে, সেই স্থলেই যে, প্রত্যয়সমূহের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির একতানতা, অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে এক বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা, তাহাই ধ্যান । পূর্বোক্ত বিষ্ণুপূর্ণাণেই কেশিদ্বজ, খাণ্ডিক জনকের প্রতি এই প্রকারে ধ্যানের উপদেশ করিতেছেন—

তদ্রূপ প্রত্যৈকাগ্রসমুত্তিশ্চান্য়নিম্প্রহা ।

তদ্ব্যানং প্রথটমরটঙ্গঃ ষড়্ ভির্নিম্পাততে নৃপ ॥৮৯

হে রাজন্ যখন সেই বিষ্ণুমূর্তি বিষয়ক জ্ঞানের একটি ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে এবং মন অল্প কোন বস্তু গ্রহণে স্পৃহা করে না, তখন তাহাকেই ধ্যান বলে; তাহা প্রথমোক্ত ছয়টি যোগাঙ্গের দ্বারা নিম্পন্ন হয় ॥ ২ ॥

এক্ষণে সমাধির লক্ষণ করিতেছেন ।—

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩৯ ॥

তৎ এব অর্থমাত্রনির্ভাসম্ স্বরূপশূন্যম্ ইব (সং) সমাধিঃ (ভবতি) ।

যখন সেই ধ্যান ধ্যেয় কেবল বস্তুরই প্রকাশক হয় এবং স্বরূপশূন্যের ছায় হয়, তখন সেই ধ্যানকেই সমাধি বলে ।

অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপে যে ধ্যান, তাহাই যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে প্রকাশমান হয়, তখন তাহাকেই সমাধি বলে । হৃত্তস্থিত 'স্বরূপশূন্যম্ ইব' এই হুইপদ দ্বারা হৃত্তস্থিত 'মাত্রচ্' প্রত্যয়ের অর্থ ই প্রকটিত করিলেন ; অর্থাৎ ধ্যানে যখন ধ্যানের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, বা ধ্যানকে ধ্যান বলিয়া বুঝা যায় না, তখনই তাহা সমাধি । 'ইব' বা 'যেন' শব্দের সার্থকতা এই যে, ধ্যান তখন সত্যই স্বরূপশূন্য হইয়া যায় না । তখন তাহার সত্তা থাকে ; যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক মণির সন্নিধানে জ্বাকুসুম থাকিলে, সেই মণি উক্ত জ্বার রূপেই প্রকাশমান হয়, নিজের স্বরূপে নহে, ইহাও সেইরূপ । ধারণা বিজাতীয় বৃত্তিদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিচ্ছিন্ন না হইলে, তাহাই ধ্যান । আর যখন ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা এই তিনটির প্রকাশের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর প্রকাশ অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাকেই সমাধি বলে । সেই সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে । আর যখন তাহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্ফুর্তি বা প্রকাশ থাকে না, তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে, এইমাত্র বিশেষ ।

যোগশাস্ত্রে 'ধারণা' 'ধ্যান' ও 'সমাধি' এই তিনটির ব্যবহারের স্রবিধা করিবার উদ্দেশে, ঐ তিনটির 'সংযম' নামে একটি সংজ্ঞা করিতেছেন ।—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ম্ একত্র "সংযমঃ" (ভবতি) ।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি একবিষয়ক; উহাদের পারিভাষিক নাম সংযম ।

ধারণাদি তিনটির বিষয় একই বলিয়া, ঐ তিনটিকে 'সংযম' এই একটি মাত্র সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত করা হয় ॥

সংযমের ফল বলিতেছেন :—

তজ্জ্ঞান্যং প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

তজ্জ্ঞান্যং প্রজ্ঞালোকঃ (ভবতি) ।

সেই সংযমে সিদ্ধি লাভ করিলে, সমাধিজনিত জ্ঞান নির্মলতা লাভ করে ।

সেই সংঘের জয় হইলে অর্থাৎ স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, সমাধিজনিত প্রজ্ঞার আলোক বা নির্মলতা জন্মে অর্থাৎ ভ্রান্তি, সংশয় প্রভৃতি মল অপগত হইয়া ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় ॥৫ ॥

আচ্ছা সেই সংঘম কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে উপরোক্ত ফল লাভ হইকা থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

তন্ত্ৰ ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ভূমিষু তন্ত্ৰ বিনিয়োগঃ (কর্তব্যঃ) ।

সেই সংঘম প্রথমে পূর্ব ভূমি এবং পরে উত্তর ভূমি সমূহে যথাক্রমে বিনিয়োগ করা কর্তব্য ।

স্থূল হৃদ্বাদি (অবলম্বনের) বর্ণনা কালে সবিতর্ক নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার ভূমি সমূহ কথিত হইয়াছে তাহাতেই সংঘের প্রয়োগ করিতে হইবে । সংঘের দ্বারা প্রথমেই পূর্বভূমি জয় করিয়া পরে উত্তর ভূমি জয় করিবার ইচ্ছা করিতে হয় । স্থূলের সাক্ষাৎকার না করিয়া হৃদ্বের সাক্ষাৎকার করা যায় না, ইহাই ভাবার্থ ।

আচ্ছা, যোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে পূর্ব শব্দে পাঁচটি অঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট তিনটি এই পাদে নিরূপিত হইতেছে । এইরূপ করিবার হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

ত্রয় মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বেভ্যঃ ত্রয়ম্ অন্তরঙ্গম্ !

পূর্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটির অপেক্ষায়, (অষ্টাঙ্গ সাধনের) শেষোক্ত তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, সম্প্রজ্ঞাতযোগের অন্তরঙ্গ সাধন ।

চিত্ত, কায়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের, মল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয় । যমাদি পাঁচটি অঙ্গ সেই মলের নিবৃত্তি করে বলিয়া তাহারা যোগের বহিরঙ্গ কিন্তু ধারণাদি তিনটি অঙ্গ, অঙ্গীর অর্থাৎ যোগের সহিত তুল্যবিষয়ক বলিয়া এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার উপকার করে বলিয়া, অন্তরঙ্গ নামে অভিহিত । এই হেতু এই

তিনটি পূর্বোক্ত পাঁচটি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ, এইরূপ বলাতে, তাহার ফলে, ‘সেই সেই ভূমিতে উক্ত সংঘর্মের প্রয়োগ করিতে হইবে’, এইরূপ উক্তির অর্থও এস্থলে নিরূপিত হইল ॥৭॥

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজন্ত ॥ ৮ ॥

তৎ অপি নির্বীজন্ত (সমাধেঃ) রহিরঙ্গম্ ।

কিন্তু সেই তিনটিও নির্বীজ। সমাধির বহিরঙ্গ ॥ ৮ ॥

ধারণা প্রভৃতি তিনটি অঙ্গও অসম্প্রজাত সমাধির বহিরঙ্গ ; তাহার কারণ এই যে অঙ্গী বা অসম্প্রজাত যোগ সর্ববিষয়পরিশূন্য ; আর ধারণাদি তিনটি অঙ্গে কিছু না কিছু বিষয়রূপতা থাকে । সুতরাং উক্ত তিন অঙ্গের সহিত অঙ্গীর বা অসম্প্রজাত (অর্থাৎ নির্বিষয়) যোগের তুল্যবিষয়তা নাই । সেই হেতু উক্ত তিনটি অঙ্কে এক প্রকার ব্যুত্থান বলা যাইতে পারে । সম্প্রজাত যোগের পরিপাক দ্বারা প্রজ্ঞার নির্মলতা বা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে, তদ্বারা উক্ত ধারণাদি তিনটি ব্যুত্থানের নিরোধ হয় । তাহা হইলে সম্প্রজাত যোগও নিরুদ্ধ হওয়াতে সমাধি নির্বীজ হয় । এইরূপে ধারণাদি তিনটি পরস্পরাক্রমে অসম্প্রজাত যোগের উপকারক হওয়াতে, তাহার বহিরঙ্গ ৮ ॥

এক্ষণে সংঘর্মদ্বারা কি কি বিভূতি সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বলিবার নিমিত্ত যে সকল পরিণাম, সংঘর্মের লক্ষ্য, তাহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োঃ অভিভবপ্রাছূর্ভাবৌ নিরোধ

-ক্ষণচ্ছিত্তাস্ময়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯: ॥

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োঃ অভিভবপ্রাছূর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচ্ছিত্তাস্ময়ঃ নিরোধ পরিণামঃ (ভবতি) ।

ব্যুত্থান সংস্কারের অর্থাৎ সম্প্রজাত সংস্কারের অভিভব এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাছূর্ভাব, এইরূপ পরিণাম বাহা নিরোধক্ষণরূপে চিন্তে অধিত থাকে, তাহাকে নিরোধপরিণাম বলা হয় ॥ ৯ ॥

এস্থলে, ‘ব্যুত্থান’ শব্দের অর্থ সম্প্রজাত । পরবৈরাগ্য দ্বারাই তাহার নিরোধ হয় বলিয়া এস্থলে নিরোধ শব্দের অর্থ পরবৈরাগ্য । তাহা হইলে যখন ব্যুত্থান

সংস্কারের অভিভব হয় এহং নিরোধ সংস্কারের প্রাচুর্য্যব হয়, তখন চিত্ত নিরোধসংস্কার রূপ অস্পষ্টজ্ঞাত যোগের ক্ষণ বা সময়ের সহিত যুক্ত বা অস্থিত হয় । সেই নিরোধ ক্ষণের সহিত অস্থিত চিত্তরূপ ধর্ম্মী ত্রিগুণাত্মক বলিয়া কখনই এক অবস্থায় থাকেনা, অর্থাৎ তাহা সর্বদাই পরিণামশীল । অভিভূত ব্যুত্থান সংস্কারের এবং প্রাচুর্য্যত নিরোধ সংস্কারের (অর্থাৎ এই দুই ধর্ম্মের), ধর্ম্মরূপ চিত্তের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই 'নিরোধপরিণাম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পরবৈরাগ্যরূপ বৃত্তিধারা সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তির ও তাহার সংস্কারের অভিভব হইলে, পরবৈরাগ্যের সংস্কারই অভিব্যক্তভাবে থাকে তাহাকে নির্বীজ 'নিরোধপরিণাম' বলে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

সম্পূর্ণরূপে ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব হইলে নিরোধসংস্কার স্থৈর্য্য লাভ করে এই কথাই বলিতেছেন :—

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাঃ ॥ ১০ ॥

তস্ত সংস্কারাৎ (চিত্তস্য) প্রশান্তবাহিতা (ভবতি) ।

সেই নিরোধের সংস্কার হইতে, (চিত্ত) নিরোধাবস্থার প্রশান্তবাহিতা হয় অর্থাৎ চিত্ত এক প্রশান্তপ্রবাহরূপে নির্বিকারের মতো হইয়া চলিতে থাকে ॥ ১০ ॥

নিরোধ সংস্কার বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন যাবতীয় ব্যুত্থান সংস্কাররূপ মল একেবারে ছুরীভূত হইয়া যায়, তখন চিত্তে কেবলমাত্র নিরোধসংস্কারপরম্পরা প্রবাহ রূপে চলিতে থাকে ।

(শঙ্কা) আচ্ছা, তাহা হইলেও চিত্ত ত' একটি 'চল'বা পরিণামী বস্তু (তাহার ত' পরিণাম হইতে থাকিবেই) ?

(সমাধান) সত্য বটে ; তাহা হইলেও সেই পরিমাণশ্রেণীকেই চিত্তের স্থৈর্য্য বলা হয় ; ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ॥ ১০ ॥

এইরূপে চিত্তের নিকরীভাবস্থা বর্ণনা করিয়া, সম্প্রজ্ঞাত পরিণাম বর্ণনা করিতেছেন :—

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্য

সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

(চিত্তস্য) সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ (ভবতি) ।

চিত্তের সর্ব্ববিষয়তারূপ ধর্ম্মের ক্ষয় এবং একাগ্রতারূপ ধর্ম্মের উদয়কেই চিত্তের সমাধিপরিণাম বলে ॥ ১১ ॥

চিন্তের সর্ববিষয়তা বলিলে, চিত্ত যে বিবিধ বিষয়ের আকার ধারণ করে, সেই বিক্ষিপ্তরূপতা ধৰ্ম্মকেই বুঝায় । চিন্তের একাগ্রতা বলিলে যাহা বুঝায় তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে । সেই দুই ধর্ম্মের যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয়কেই অর্থাৎ তিরোভাব ও প্রাদুর্ভাবকেই (যাহা, যথাক্রমে একান্ত বিনাশ ও নূতন উৎপত্তি নহে, তদুভয়কেই) সমাধিপরিণাম বলে । কারণ, যাহা মৎ তাহার বিনাশ নাই এবং যাহা অসৎ তাহার কখনই উৎপত্তি হয় না । অভ্যাসদ্বারা বিক্ষেপ দূরীভূত হইলে একাগ্রতার স্থিরতাকেই সমাধি বলে, ইহাই হৃদয়ের ভাবার্থ ॥ ১১ ॥

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তট্যেকাগ্রতা পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্ত একাগ্রতাপরিণামঃ (ভবতি)
(অর্থাৎ) শান্তোদিতৌ প্রত্যয়ৌ তুল্যৌ (সন্তৌ) চিত্তস্ত একাগ্রতাপরিণামঃ ভবতি ।
অতীত প্রত্যয় এবং বর্তমান প্রত্যয়, ঠিক একাকার হইলে তাহাকে একাগ্রতা-পরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

‘শান্ত’ শব্দের অর্থ অতীত এবং ‘উদিত’ শব্দের অর্থ বর্তমান । অতীত প্রত্যয় ও বর্তমান প্রত্যয় যখন উভয়েই তুল্য হয় অর্থাৎ একবিষয়ক হয়, তখন তাহাদিগকে তুল্য প্রত্যয় বলে । যখন চিন্তের (পূর্বাপর) দুইটি বৃত্তি নিরন্তর একবিষয়ক হইতে থাকে, তখন তাহাকেই চিন্তের একাগ্রতানামক পরিণাম বলে । এই একাগ্রতা দ্বাদশগুণ হইলে, তাহার নাম ধারণা । ধারণা দ্বাদশগুণ হইলে তাহার নাম ধ্যান । ধ্যান দ্বাদশগুণ হইলে তাহার নাম সমাধি ; এবং সমাধি দ্বাদশগুণ হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে । এইরূপ প্রভেদ ॥ ১২ ॥

মনের নিরোধপরিণাম, সমাধিপরিণাম ও একাগ্রতাপরিণাম বর্ণনা করিবার কালে, যে নিয়ম (বা ন্যায়) কথিত হইয়াছে এক্ষণে বিষয়ান্তরে সেই নিয়মের প্রয়োগ করিতেছেন ।

এতেন ভূ তেজস্বিন্যেযু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

এতেন ভূতেজস্বিন্যেযু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ (ভবন্তি) ।
এই চিত্তপরিণামব্যাখ্যান দ্বারা (পৃথিব্যাদি) ভূতের এবং (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল ॥ ১৩ ॥

পৃথিব্যাদিভূত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইহার ধর্মী অর্থাৎ ধর্মের আশ্রয় । তাহাতে ধর্ম পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম এই তিন প্রকার পরিণাম ঘটে । নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা নামক মনের যে তিন প্রকার পরিণাম, পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্মাদি তিন প্রকার পরিণাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যেমন মৃত্তিকায় পিণ্ডরূপ ধর্ম অভিভূত হইলে ঘটরূপ ধর্ম আবির্ভূত হয়, সেইরূপ চিত্তের ব্যাখান তিরোহিত হইলে, নিরোধের প্রাক্তর্ভাব হয় । তাহাই চিত্তের ধর্মপরিণাম । লক্ষণপরিণাম—লক্ষণ শব্দের অর্থ ভবিষ্যৎ বর্তমান ও অতীত এই তিন কাল, কেননা এই তিন কালই কার্যরূপ ধর্মের ‘লক্ষণ’ বা ব্যাবর্তন করে । এই তিন কালকে যথাক্রমে অনাগত অধ্বা (কাল), বর্তমান অধ্বা ও অতীত অধ্বা বলে । তন্মধ্যে উক্ত ধর্মবিশিষ্ট ঘটের অনাগতভাবে প্রথম অধ্বা, বর্তমান ভাবে দ্বিতীয় অধ্বা এবং অতীত ভাবে তৃতীয় অধ্বা বলে । ইহাই লক্ষণ পরিণাম । সেই অনাগতত্ব নামক ধর্মই বর্তমান ও অতীত নামক ধর্মদ্বয় হইতে ব্যাবৃত্ত বা ‘লক্ষিত’ করিতেছে । এইরূপে বর্তমানত্বাদি নামক ধর্মদ্বয় অপর দুই দুই ধর্ম হইতে লক্ষিত করে, বুঝিতে হইবে । এইরূপে লক্ষণ-পরিণামের অথবা তদ্বারা অবচ্ছিন্ন (নিরূপিত) ধর্মের, অবস্থাপরিণাম বুঝিতে হইবে । তাহা এইরূপ, যথা,—যাহা আগামীকালে হইবে তাহা অনাগততম, যাহা এই কালেই হইবে তাহা অনাগততর, যাহা আগামীকাল্য হইবে তাহা অনাগত ; যাহা সমুৎপন্ন তাহা বর্তমানতম, এইরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে । সেইরূপ বর্তমানেরও নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি অবস্থাপরিণাম আছে । সংক্ষেপে বলিতে হয় “প্রতিলক্ষণপরিণামিনঃ সর্বো ভাবা স্বতে চিত্তিশক্তেঃ” চিত্তিশক্তি অর্থাৎ চৈতন্ত্য ভিন্ন আর সকল বস্তুই প্রতিলক্ষণপরিণামী ॥ ১৩ ॥

যাহার এই ত্রিবিধ পরিণাম হয়, সেই ধর্মীর লক্ষণ করিতেছেন :—

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মাত্মপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥

শান্ত-উদিত-অব্যপদেশ্যধর্মাত্মপাতী ধর্মী (ভবতি) ।

যাহা, অতীত বর্তমান ও অনাগত এই ত্রিবিধ ধর্মের অনুগমন করে অর্থাৎ তাহাদের আধাররূপে অনুসৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই ধর্মী বলে ॥ ১৪ ॥

‘শান্ত’ শব্দের অর্থ যাহার ব্যাপার সমাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ অতীত (যথাবিনষ্ট ঘট) । উদিত শব্দের অর্থ যাহা, (ঘটের স্থায়) জলাহরণাদি কার্যে ব্যাপৃত

রহিয়াছে অর্থাৎ বর্তমান। অব্যাপদেশ্য শব্দের অর্থ যাহা শক্তিরূপে (ভবিষ্যৎ স্বপ্নের আয়) মৃত্তিকা। প্রভৃতি ধর্ম্মীতে অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ অনাগত। এই সকল অব্যাপদেশ্যপরিণাম অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্ম্মী হইতে অথবা অন্য ধর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে বিভিন্নরূপে নির্দেশ করিতে পারা যায় না; এই হেতু সকল কাঁচাই শক্তিরূপে অব্যাপদেশ্য (অনির্দেশ্য), এবং যে-কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং সকল কারণই সকল প্রকার কার্য্যাত্মক হয়। দেখা যায় দাবান্নিধন বৈবীজ হইতে কদলীখণ্ড (কলার কাড়) জন্মে। (সেই বৈবীজে কদলীরূক্ষ না থাকিলে) সেস্থলে যাহা অসৎ, তাহার ত' উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না। দেশ, কাল, কর্ম্ম প্রভৃতি, অভিব্যঞ্জক কারণের বিচিত্রতা হেতু যে কোন স্থলে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়; এইরূপই সংসারের কার্য্যকারণব্যবস্থা। যাহারা যোগসিদ্ধ তাঁহাদের নিকট দেশ কাল প্রভৃতি, প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয় না বলিয়া তাঁহারা সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপাদন করিতে পারেন। এই সকল শাস্ত্র, উদ্ভিত এবং অব্যাপদেশ্য ধর্ম্ম ঘটন্যন্তের আয় নিরন্তর একটির পর একটি করিয়া আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। যাহা সেই সকল ধর্ম্মের অনুপাতন করে অর্থাৎ তাহাদের সহিত অধিত হইয়া থাকে তাহাই ধর্ম্মী, যেমন মৃত্তিকা স্রবণ প্রভৃতি চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট, কণ্ঠাভরণ প্রভৃতি পরিণামের সহিত অধিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মী বলে, সেইরূপ ॥ ১৪ ॥

আচ্ছা, একমাত্র ধর্ম্মীর যে বহু প্রকার পরিণাম হইতে দেখা যায় তাহার কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

ক্রমান্যত্নং পরিণামান্যত্নে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ক্রমান্যত্নং পরিণামান্যত্নে হেতুঃ (ভবতি) ।

ক্রমের ভিন্নতা হেতু পরিণামের ভিন্নতা ঘটে ॥ ১৫ ॥

দেখা যায় মৃত্তিকার চূর্ণপরিণাম ও পিণ্ডপরিণাম এই দুইটির মধ্যে একটির পর একটি উপস্থিত হয়। সেইরূপ পিণ্ড-পরিণাম ও ঘট-পরিণাম এবং ঘট-পরিণাম ও কপাল (খোলা) পরিণাম দুই দুইটি পরিণামের মধ্যে একটির পর অপরটি ঘটয়া থাকে। এইরূপ পৌর্কোপধার্য্যক্রমের ভিন্নতা যে দৃষ্ট হয় তাহাই মৃত্তিকারূপ একমাত্র ধর্ম্মীর চূর্ণ, পিণ্ড প্রভৃতি বহুপ্রকার ধর্ম্ম-পরিণামের হেতু বা জ্ঞাপক। এইরূপে অনাগত, বর্তমান এবং অতীত অধ্বার ক্রম দেখিয়া ধর্ম্মসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণপরিণাম হইতে পারে, তাহা বুঝা যায়। আর স্রবণসমূহের পরস্পরাহেতু

ঘট, ব্রীহি প্রভৃতিতে ছল্লক্ষ্য সূক্ষ্ম পরিণামক্রমে যে, নবত্ব, পুরাণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবস্থা পরিণাম ঘটে, তাহা বুঝা যায় । দেখা যায়, যে সকল দাত্ত দাত্তাগারে রক্ষিত হয়, দীর্ঘকাল পরে তাহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে হাত দিয়া স্পর্শ করিবামাত্রই চূর্ণ হইয়া যায় ; এইরূপ অবস্থা ক্ষণিক পরিণামের ক্রম ভিন্ন ঘটে না এবং নূতন ধানোও সেইপ্রকার পরিণাম দেখা যায় না বা তাহা অকস্মাৎ ঘটিতে পারে না । সেই হেতু পরিণামী অথচ নিত্য একমাত্র ধর্ম্মীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উপস্থিত হয় এবং ধর্ম্মসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয়, ইহাই নিয়ম । সেই ধর্ম্মী অনন্ত বা একমাত্র বলিয়া তাহাকে ক্ষণিক বলা চলে না । সেই হেতু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদিদিগের মতানুসারে তাহাতে দোষারোপ করা যায় না । এইরূপে চিন্তের যে সকল পরিণাম হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ, যথা কাম, সূখ প্রভৃতি । অপর কতকগুলি কেবল আগমপ্রমাণ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়; তাহারা সংখ্যায় সাতটি । ব্যাসভাষ্যে তাহারা এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ।

“নিরোধ-ধর্ম্ম-সংস্কারঃ পরিণামোহথ জীবনম্ ।

চেষ্টা শক্তিঞ্চ চিত্তস্ত ধর্ম্মা দর্শনবজ্জিতাঃ ॥

নিরোধ, ধর্ম্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি এই সকল চিন্তের দর্শনবজ্জিত অর্থাৎ পরোক্ষ ধর্ম্ম (নিরোধ=নিরোধ সমাধি), ধর্ম্ম (পাঠান্তরে কর্ম্ম) পুণ্যাপুণ্যরূপ অপূর্ব (ত্রিবিপাক সংস্কার) । চিত্ত ত্রিগুণাত্মক বলিয়া চিন্তের প্রতি-ক্ষণ পরিণাম অনুমানগম্য । জীবন—প্রাণধারণ, শ্বাস প্রভৃতি চিন্তের দ্বারা অনুমেয় । চেষ্টা—চিত্তস্থিত ক্রিয়া, তাহা গাত্রকম্পন প্রভৃতি দ্বারা অনুমেয় । শক্তি—কার্য্য-সমূহের বা ব্যক্ত ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা ॥১৫॥

এইরূপে সংখ্যধর্ম্মের বিষয়ভূত ধর্ম্মাদিপরিণাম নিরূপিত হইল । সংখ্য সেই সেই বিষয়ে বশীকার লাভ করিয়াছে কিনা, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত এক্ষণে এই পাদের শেষপার্থ্যন্ত (বিশেষ বিশেষ) বিভূতি বর্ণিত হইতেছে :—

পরিণামত্রেয়সংখ্যমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥১৬॥

পরিণামত্রেয়সংখ্যমাৎ অতীত-অনাগত-জ্ঞানম্ (ভবতি) ।

সেই পরিণাম ত্রেয় সংখ্য করিলে (সংখ্যদ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে) অতীত ও অনাগত-বিষয়ের জ্ঞান হয় ॥১৬॥

চিত্তসত্ত্ব স্তবভাবেই সকল বস্তু প্রকাশ করিতে পারে । রজঃ এবং তমোমল-জনিত প্রতিকল্পক সংখ্যাত্যাসদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া গেলে, সেই চিত্ত-সত্ত্ব, অনুমানাদি

প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে সকল বস্তুই জানিতে পারে, ইহাই নিয়ম। অমুক ধর্ম্মীতে এই সকল ধর্ম্ম অনাগতাদি অবস্থায় রহিয়াছে, (তাহাদের) এই সকল অধ্বা, এই সকল অবস্থা, এইরূপে ধর্ম্মপরিণামে, লক্ষণপরিণামে ও অবস্থাপরিণামে সংঘমাভ্যাস করিলে যোগীর অতীত ও অনাগত বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় ॥১৬॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাং সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগ সংঘমাং সর্বভূতরূতজ্ঞানম্ ॥১৭॥

শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়ানাম্ ইতরেতরাধ্যাসাং সঙ্করঃ (ভবতি),
তৎপ্রবিভাগসংঘমাং সর্বভূতরূতজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

শব্দ, অর্থ, এবং প্রত্যয় বা জ্ঞান, ইহাদের পরস্পর আরোপবশতঃ সঙ্কর বা অভেদবুদ্ধি হয়। ইহাদের প্রবিভাগে সংঘম করিলে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর অত্যন্ত ভেদ আছে, তাহাতে ধ্যানাদির প্রয়োগ করিলে, সর্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থ জ্ঞান হয় ॥১৭॥

ফোটনামে একপ্রকার নিত্যশব্দ আছে, তাহা বর্ণের অতিরিক্ত, কিন্তু বর্ণদ্বারাই অভিযুক্ত হয় এবং তাহার আর বিভাগ হইতে পারে না। সেই ফোট দুইপ্রকার, পদফোট এবং বাক্যফোট। গোঃ এই একটা পদ; ইহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ পদফোট। ‘গামানয়’—গরু লইয়া আইস, এই একটি বাক্যরূপে গ্রহণীয় যে ফোট, তাহা বাক্যফোট। বর্ণসকল ক্ষণিক অর্থাৎ উচ্চারণমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া যায়; সেইহেতু একাধিক বর্ণ উচ্চারিত হইলে তাহাদের একত্বের প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান হইতে পারে না, (কেননা পরবর্তী বর্ণের উচ্চারণ আরম্ভ হইবার পূর্বেই, পূর্ববর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়)। দেখ, গোঃ এই শব্দে গ্+ও+ঃ এই তিনটি বর্ণ, “গোঃ” এই শব্দের ফোটকে অভিযুক্ত করিতেছে, কিন্তু সেই তিনটি বর্ণ যথাক্রমে ‘গণ’ ‘শোরি’ ও ‘পয়ঃ’ এই তিন শব্দ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, এইতিনটি বিজাতীয় ফোটের অভিযুক্তক হইতেছে, তথাপি তাহারা একই স্থান হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া গোঃ পদের ‘গ’কার ‘গণঃ’ পদের ‘গ’কারের, ‘গো’ পদের ‘ও’কার ‘শোরি’পদের ‘ও’কারের এবং ‘গোঃ’ পদের বিসর্গ, ‘পয়ঃ’ পদের বিসর্গের সদৃশ। (কেননা শিক্ষাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে)

“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ, কণ্ঠঃ শিরস্তথা ।

জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালুচ ॥”

[বর্ণসমূহের উচ্চারণস্থান আটটি যথা বক্ষঃ, কর্ণ, মূর্দ্ধা, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা ওষ্ঠ, এবং তালু] ।

এইরূপে স্পর্শবর্ণের উচ্চারণ ‘স্পৃষ্ট’প্রযত্নের সাহায্যে সম্পাদিত হয় এবং স্বরবর্ণ ও উষ্মবর্ণ সকল ‘বিসৃত’প্রযত্নের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, ইত্যাদিরূপ প্রযত্নের সাদৃশ্যও আছে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে, উদানবায়ু কোনও একটি প্রযত্নদ্বারা প্রেরিত হইয়া উক্ত আটটি স্থানে গিয়া লাগিলে, সেই আটটি স্থানে যে বাগিন্দ্রিয় আছে, তাহাদের দ্বারা গকারাদি বর্ণ উৎপাদিত হয়। সেই সকল বর্ণ, ধ্বনির সহিত অভেদবশতঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ার প্রত্যক্ষানুভবের গোচর হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটি যেমন ‘গোঃ’ পদের ক্ষেটিকে অভিযুক্ত করে, সেইরূপ তৎসদৃশ এবং তদ্রূপ, অব্যক্ত ‘গণা’দি শব্দের ক্ষেটি-সকলকেও অভিযুক্ত করে; কেননা বর্ণ-সকলের নিজ নিজ সাদৃশ্য নিজ নিজ অভিযুক্ত্য (ক্ষেটে) সমারোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু আবার ‘গোঃ’ শব্দের অন্তর্গত গকারাদি তিনটি বর্ণ ক্রমযুক্ত হইয়া—পর পর অবস্থিত থাকিয়া—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ার (এক নূতন) জন্মলাভ করে। সেই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ারে উক্ত বর্ণত্রয়ের অনুভবজনিত সংস্কার থাকাতে, সেই সংস্কারগুলি একই বুদ্ধিরূপে (বৌদ্ধ প্রত্যয়রূপে) প্রকাশিত হয় বলিয়া, মিলিত হইয়া যায়। সেইরূপে মিলিত হওয়াতে উক্ত বর্ণত্রয় যে অস্ত্রান্ত (বিবিধপ্রকার) ক্ষেট অভিযুক্ত করিয়াছিল, তাহা হইতে গোপদক্ষেটিকে পৃথক্ করিয়া ফেলে এবং সেই গোপদক্ষেটিকে একটি ভিন্ন অভিযুক্তি করিয়া প্রকাশ করে। সেই গোপদক্ষেট বস্তুতঃ অবিভক্ত হইলেও প্রতিবর্ণের সহিত আপন তাদাত্ম্যহেতু আরোপিতসাদৃশ্যস্বক ভাগবিশিষ্ট হয় এবং তাহা ক্রমবিশীন ও নিত্য হইলেও তাহাকে ক্রমবিশিষ্ট ও অনিত্যের স্থায় দেখায়। যেমন মলিন ও বক্র (concave, convex বা cylindrical) দর্পণ, নির্মল সরল মুখমণ্ডলে আপনার বক্রতা ও মলিনতা আরোপ করিয়া তাহাকে মলিন ও বক্ররূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ। এইরূপে বর্ণদ্বারা অভিযুক্ত ক্ষেট অর্থের প্রতীতি করায়।

এস্থলে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না, যে বর্ণসমূহের প্রত্যেকটিই যখন অর্থের অব্যক্ত অভিযুক্তি করিল, তখন ত’ এরূপ বলা যাইতে পারে যে তাহারা মিলিত হইয়া সেই অর্থের স্ফুটতর অভিযুক্তি করিল; তাহা হইলে আর ক্ষেটের প্রয়োজন কি ?

এরূপ আপত্তি যে উঠিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম ; আর অর্থ যখন (প্রত্যক্ষ হয় নাই,) পরোক্ষ রহিয়াছে তখন তাহার জ্ঞানে সেই ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা রহিয়াছে, এরূপ বলা চলে না । একটি পদ বা একটি বাক্য—এইরূপে যে ফোটজ্ঞান হয়, তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞান, তাহারই ব্যক্ততা বা অব্যক্ততা হইতে পারে—অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ।

এই শব্দের, শব্দ ও প্রত্যয়ের সহিত অভিন্নভাবে বিকল্পিত (অবস্ত বস্তুরূপে প্রতিপাদিত) মিশ্রিত অর্থকেই লোকে সঙ্কেত দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে—ইহা পূর্বে (সমাধিপাদে ৪৩ সূত্রের টীকায়) প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর ‘গোঃ’ এই শব্দ, গোঃ (সামাদিমান্ প্রাণী) এই অর্থ, গোঃ এই প্রত্যয় (অর্থজ্ঞান)—এই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের একটির অপরটির সহিত অভেদ আরোপ করিয়া যে মিশ্র বস্তু হয়, তাহা একান্ত মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই জানে । শাস্ত্রও বুদ্ধিধারা তাহাদের যে প্রবিভাগ হয়, তাহা সুবিদিত, (যথা) পদ বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয় ; বাক্য, যাহা পদদ্বারা অভিব্যক্ত হয় তাহা, (অভিধা, ব্যঞ্জনাदि) শক্তি প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা (অর্থের) বোধক হয়—ইহাই শব্দতত্ত্ব । অর্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি প্রভৃতির দ্বারা বাচ্য কিম্বা লক্ষ্য হয়, ইহাই অর্থতত্ত্ব । শব্দ দ্বারা উৎপাদ্য অর্থ-বিষয়ক যে প্রত্যয় হয়, তাহা বুদ্ধিতেই থাকে—ইহাই জ্ঞানতত্ত্ব । (শব্দ কর্ণে, অর্থ কর্ণবুদ্ধির বাহিরে, প্রত্যয় বুদ্ধিতে) গো শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়া যে এই তিনটি বিভাগ প্রদর্শিত হইল, তাহা সকলস্থলেই বুঝিয়া লইতে হইবে । সেই বিভাগে সংঘম করিলে সকল প্রকার শব্দ প্রভৃতি যে আয়ত্তাধীন হয়, তাহা পশু, পক্ষী প্রভৃতি সর্বজীবের উচ্চারিত শব্দের জ্ঞান দ্বারা সূচিত হয় । তখন সেই সংঘাতাভ্যাসী বুদ্ধিতে পারেন, ইহারা এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৭ ॥*

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

সংস্কারসাক্ষাৎকার করিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয় ॥ ১৮ ॥

* ভাষ্যার্থ শব্দ, “শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষাহুমানাভ্যাম্ । ১৩, ২৮” এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ফোটবাদ খণ্ডন করিয়াছেন ।

ফোটের নিত্যতা, অর্থবোধকতা ও প্রত্যভিজ্ঞানকতা স্বীকার করিলে, বর্ণেরও যে তদ্রূপ নিত্যতাদি মানিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বলেন, (১) বর্ণ প্রতি উচ্চারণেই বিভিন্ন । (২) বর্ণের অর্থবোধকতা নাই । (৩) বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা হয় না । তিনি ফোটবাদে কল্পনা গৌরব, দৃষ্টহানি, অদৃষ্টকল্পনা প্রভৃতি দোষারোপ করিয়াছেন । সবিস্তর সেইস্থলে দ্রষ্টব্য ।

স্বত্রোক্ত সংস্কার সকল দ্বিবিধ । অনুভবক্লেশজনিত বা বাসনারূপ সংস্কার সকল, স্মৃতিক্লেশেরহেতু এবং কর্মজনিত সংস্কার সকল, স্মৃথ হুঃখের হেতু । এই সকল সংস্কার পূর্বজন্মপরম্পরায় সঞ্চিত হইয়া চিত্তের ধর্মরূপে অবস্থান করে । সেই সকল সংস্কারকে শ্রবণ বা অনুমান দ্বারা ধারণা করিয়া, সংবন্দের দ্বারা তাহাদের সাক্ষাৎকার করিলে, তাহাদের হেতুরূপে স্বকীয় ও পরকীয় পূর্বজন্মপরম্পরার সাক্ষাৎকার লাভ হয় । এই বিষয়ে, ভগবান জৈগীষব্য উদাহরণ । এইরূপ উপাখ্যান আছে যে সেই যোগিশ্রেষ্ঠ যোগবলে প্রকৃতিকে বশে আনিয়াছিলেন । তিনি এই সংস্কারসমূহের সাক্ষাৎকারদ্বারা দশমহাকর্মে দেব, নর, তিথ্যক প্রভৃতি যোনিতে যে জন্মপরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার দিব্য বিবেকজ্ঞ জ্ঞান প্রাপ্তভূত হইয়াছিল । ভগবান আবট্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ভগবন্ ! আপনি যে দশকল্প দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে স্মৃথ ও হুঃখ, এই দুইটির মধ্যে কোনটিকে অধিক বলিয়া অনুভব করিলেন ? জৈগীষব্য উত্তর করিলেন “আয়ুয়ন্ ! হায়, কি আর বলিব, দেব নর প্রভৃতি যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া আমি বাহা কিছু অনুভব কবিয়াছি, তাহা হুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।” আবট্য বলিলেন “আপনি কি বলেন যে আপনার যে প্রকৃতিবশীভূতহেতু দিব্য, অক্ষয় ভোগসকল সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হইতেছে, সেই প্রকৃতি বশীভূত হুঃখস্বরূপ ?” তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “সত্য, লৌকিক স্মৃথের তুলনায় প্রকৃতিবশীত সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে ইহা হুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; যেহেতু, তৃষ্ণারজু যদি ছিন্ন না হয়, তবে তাহা সর্ব হুঃখের আকর হইয়া থাকে ; তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে যে নির্মল কৈবল্যস্মৃথ লাভ হয়, তাহার আর তুলনা নাই । ব্যাসভাষ্যে এই আখ্যায়িকা আছে ।

(শঙ্ক) আচ্ছা, বাহাতে সংবন্দের সংস্কারই সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, ইহাই নিয়ম । তাহা হইলে সংস্কারে সংবন্দের সংস্কারে কি প্রকারে পূর্ব জন্মের জ্ঞান হয় ?

(সমাধান) সত্য, অনুভব যুক্ত (আহুসঙ্গিক ব্যাপার সহিত) সংস্কারেই সংবন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে এবং সেই সংস্কারের সহিত পূর্বজন্ম অনুভব (বিজড়িত) বলিয়া, পূর্বজন্মেরও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপে বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

অন্য সিদ্ধির কথা বলিতেছেন :—

প্রত্যয়স্য পরচিহ্নজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

প্রত্যয়স্ত (সংযমাৎ), পরচিহ্নজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

পরচিহ্নে সংযম করিলে, পরচিহ্নের সাক্ষাৎকার হয় ॥ ১৯ ॥

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ন চ তৎ (পরচিহ্নজ্ঞানম্) সালম্বনম্ ভবতি, তস্ত্র অবিষয়ীভূতত্বাৎ ।

কিন্তু সেই পরচিহ্নের আলম্বনের জ্ঞান তদ্বারা হয় না, কারণ তাহা সেই সংযমের বিষয়ীভূত নহে ॥ ২০ ॥

(শঙ্কা) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে যেমন সেই সঙ্গে তাহার অনুবন্ধেরও জ্ঞান হইয়া যায়, সেইরূপ পরচিহ্নের সাক্ষাৎকার হইলে সেই পরচিহ্নের আলম্বনের সহিত কি পরচিহ্নের জ্ঞান হয় ?

(সমাধান) তত্ত্বের বলিতেছেন, না, কেবলমাত্র পরচিহ্নেরই সাক্ষাৎকার হয়। হ্রস্ব ‘চ’ শব্দের অর্থ ‘কিন্তু’। ‘সাবলম্বন’ শব্দের অর্থ ‘বিষয়ের সহিত’। আলম্বনের সহিত পরচিহ্নের সাক্ষাৎকার হয় না, কেননা সেই আলম্বন অজ্ঞাত থাকে। চিহ্নাদি দ্বারা যাহা বিদিত হয় তাহারই উপর সংযম করা চলে ; অজ্ঞাত বস্তুর উপর সংযম হয় না ।

“জন্মান্তরে যদভ্যস্তং তদত্ৰাপ্যপগততে ।

হংস্রাহিংস্রে মূহুক্রে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥”*

মহাভারত [১২।৮৫২৫—৭]

জন্মান্তরে যাহা অভ্যাস করা হইয়াছিল আজও তাহার অনুবৃত্তি চলিতেছে । সেই হেতু হিংস্র, অহিংস্র, মূহু, ক্রুর এইরূপ কশ্মে লোকবিশেষের রুচি হয় ।

এই আগমবচনানুসারে কাহারও কোন সংস্কার ধরিয়া তাহা যেমন তাহার পূর্ব

* মণিপ্রভাকর স্মৃতি হইতে উক্ত মহাভারতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন, কারণ উক্ত তাৎপর্যের শ্লোক শাস্তিপর্বে ২৩১ অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী সংস্করণে) এই রূপে দৃষ্ট হয়

“তেষাং যে যানি কৰ্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিয়ে

তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে হজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮

“হিংস্রাহিংস্রে মূহু ক্রুরে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুত্নতে ।

তদ্ভাবিতাঃ প্রপগন্তে তস্মাত্তত্ত্ব রোচতে ॥ ৪৯”

জন্মের সহিত অনুবন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ পরচিত্ত বিষয়ক জ্ঞান হইলেও, সেই চিত্ত অমুক বিষয়ক, এইরূপ জ্ঞান হয় না, কেননা (সংস্কারের জ্ঞাপক চিহ্নের ভাষা) ইহার কোন জ্ঞাপক চিহ্ন পাওয়া যায় না। হর্ষ প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অপরের চিত্ত সহজেই বুঝিতে পারা যায় । যদি সেই রূপে পরচিত্ত বুঝিয়া, সংযমের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, এক্ষণে ‘তাহার আলম্বন কি ?’ এইরূপে স্বকীয় চিত্তে প্রণিধান করা যায়, তাহা হইলে যোগী পরচিত্তের তৎকালীন আলম্বন জানিতে পারেন । কিন্তু আসক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া তাহাদের সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই যুগ্ম তত্ত্ব ॥ ২০ ॥

অত্র সিদ্ধির কথা বলিতেছেন :—

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তত্ত্বে চক্ষুঃপ্রকাশা সম্প্রয়োগেহন্তর্দ্বানম্ ॥২১॥

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তত্ত্বে (সতি) চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগে অন্তর্দ্বানম্ (ভবতি) ।

শারীরকভাষ্যেও (১।৩।৩০) ঠিক এইরূপে উক্ত দেখা যায় ।

নীলকণ্ঠ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

পূর্বের ঐশী বা জৈবী সৃষ্টিতে, সেই নরকিন্নরাদিগণের, যে, পূর্বকল্পে হিংস্র ছিল, জন্মান্তরেও আবার সেই হিংস্রতা, তাহার অনুবর্তন করিয়া থাকে ; যেমন কল্যাণে যে হিংস্র ছিল অতঃ তাহার সেই হিংস্রতা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ । অতঃ বলিতেছেন, বর্তমান কল্পের ঐশ্বরী সৃষ্টিও পূর্ব কল্পের ঐশ্বরী সৃষ্টির অনুরূপ, যথা “স্বর্গাচলমদৌধাতা যথাপূর্বমকল্পমদ্বিবৎ পৃথিবীং চান্দ্ররিক্ষ মথো স্বঃ”—বিধাতা বর্তমান কল্পে স্বর্গ, চল, জোঃ, পৃথিবী, অন্দ্ররিক্ষ ও স্বর্লোক স্বজন করিলেন, যেমন পূর্ব কল্পে করিয়া ছিলেন, ঠিক সেইরূপ । এই বিষয়ে ব্যাসরচিত ব্রহ্মসূত্রও রহিয়াছে— (১।৩।৩০) তাহার অর্থ “এ কল্পের সৃষ্টি পূর্বকল্পের সমান, হুতরাং প্রলয়কালেও এ সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না । সংস্কার বা বীজ থাকে । বীজভাবাপন্ন হইয়া থাকে । সেই হেতু এ সকল আত্যন্তিক অনিত্য নহে । যেহেতু অনিত্য নহে, সেইহেতু শকার্ধনিত্যতা সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে ।”

আর প্রতিকল্পে বিনদৃশ সৃষ্টি মানিতে হইলে “কৃতহানাকৃতোভ্যাগম দোষ আসিয়া পড়ে ।

উক্ত শ্লোক দ্বয়ের অর্থ এই—পূর্বের বা পূর্ব জন্মে যে জীব যে কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অজ্ঞান করিয়াছিল, সে জীব পুনঃ সৃষ্টিতে বা পুনর্জন্মে সেই কর্ম অর্থাৎ তদনুরূপ কর্ম প্রাপ্ত হয় । হিংস্র অহিংস্র, মূঢ়, কুর, ধার্মিক, অধার্মিক, সত্য মিথ্যা—এ সকল পূর্ব সংস্কার প্রভাবেই হয় এবং পূর্ব সংস্কার অনুমারেই কৃতি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ।” ৩কালীবরবেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ ।

শরীরের রূপে সংঘম করিলে শরীরের গ্রাহশক্তি প্রতিবন্ধ হয়। তদনন্তর চক্ষুর্জনিত প্রকাশ বা জ্ঞানের সংযোগ না হওয়াতে (যোগীর) অন্তর্দান হয় ॥২১॥

শরীরের বাহ্য রূপ, যদ্বারা শরীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে সংঘম করিলে, সেই রূপে, পরচক্ষু গ্রাহ্যতার অনুকূল যে শক্তি, তাহার স্তম্ভ বা প্রতিবন্ধক হইলে অর্থাৎ তাহা অপরের চাক্ষুষ জ্ঞানের অগোচর হইলে পর, যোগিদেহের অন্তর্দান ঘটে, অর্থাৎ যোগী ইচ্ছানুসারে দৃষ্টির অগোচর হইয়া থাকিতে পারেন। ইহা দ্বারা অধিকন্তু ব্ৰহ্মান হইল যে যোগী স্বকীয় শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধে সংঘম করিলে, তাহা (অপরের) শ্রোত্রাদির অগোচর করারূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥২১॥

অত্র বিভূতির কথা বলিতেছেন :—

সোপক্রমং নিরূপক্রমং চ কৰ্ম্ম,

তৎসংঘমাদপরাস্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥২২॥

কৰ্ম্ম সোপক্রমং নিরূপক্রমং চ, তৎসংঘমাৎ অপরাস্তজ্ঞানম্ (ভবতি) অরিষ্টেভ্যো বা (ভবতি) ।

কৰ্ম্ম দুই প্রকারের, সোপক্রম ও নিরূপক্রম ; তাহাতে সংঘম করিলে মৃত্যুর কালের জ্ঞান হয়। অরিষ্ট সকল হইতেও সেইরূপ জ্ঞান হয় ॥২২॥

পূর্বজন্মকৃত কৰ্ম্ম, বাহ্য এখনও রহিয়াছে, তাহা দুই অবস্থায় আছে, যথা সোপক্রম ও নিরূপক্রম। যে কৰ্ম্ম ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আচিরে বাহার বিপাক হইবে, তাহা সোপক্রম কৰ্ম্ম। একখানি আর্দ্র বস্ত্র যদি রৌদ্র-যুক্ত স্থানে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা অবিলম্বেই শুষ্ক হয় ; সোপক্রম কৰ্ম্ম সেইরূপ। আর যে কৰ্ম্ম কালান্তরে ফলপ্রদান করিবে, এক্ষণে ব্যাপারশূন্য বা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে কিন্তু দীর্ঘকালে বিপাক প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিরূপক্রম কৰ্ম্ম। একখানি আর্দ্রবস্ত্র পিণ্ডীকৃত করিয়া যদি রৌদ্রশূন্য প্রদেশে স্থাপন করা যায়, (তাহা হইলে তাহার শুষ্ক হইতে বিলম্ব হয়) ; তাহা নিরূপক্রম কৰ্ম্মের সদৃশ। সেই দুইপ্রকার কৰ্ম্মে সংঘম করিলে, তাহাদের সাক্ষাৎকার হইতে, তাহাদের বিপাকরূপ আয়ুর অবসান (বাহ্য হস্ত্রে ‘অপরাস্ত’ শব্দে হুচিত হইয়াছে) জ্ঞানিতে পারা যায়। ‘পরাস্ত’ শব্দে মহাপ্রলয় বুঝায়। ‘পর’ অর্থাৎ প্রজাপতি, তাঁহার অন্ত বা অবসান। মনুষ্যাদির মরণের নাম “অপরাস্ত”। সেই অপরাস্তের জ্ঞান বলিলে বুঝিতে হইবে যে অমুকদেশে, অমুককালে, আমার দেহবিয়োগ হইবে, এইরূপ সাক্ষাৎকার। তন্মধ্যে

সোপক্রমের সাক্ষাৎকার করিলে, তাহার যে বিপাক হইবে, অবিলম্বে তাহার ভোগের নিমিত্ত যোগী বহুশরীর গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় মরিতে পারেন। সেই ভোগ এক শরীরের দ্বারাই ভোগ করিতে হইলে, বিলম্ব ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন অরিষ্ট-সমূহ হইতেও সেই জ্ঞান হয়। অরিষ্টসমূহ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) আধ্যাত্মিক, যথা,—হস্তদ্বারা কণ্ঠস্থিদ্বেষ নিরুদ্ধ করিলে, যে দেহ মধ্যে প্রাণের ঘোর বা শব্দ শুনা যায়, তাহা না শুনিতে পাওয়া। (২) আধিভৌতিক, যথা,—যমদূত দর্শন প্রভৃতি। (৩) আধিদৈবিক, যথা—অকস্মাৎ স্বর্গদর্শন প্রভৃতি। ইহাদিগকে অরিষ্ট বলে, কেননা ইহারা অরির স্থায় ত্রাস উৎপাদন করে। এই ত্রিবিধ অরিষ্ট বা মরণস্থচক চিহ্ন হইতে যে মরণের জ্ঞান হয়, তাহা অযোগীরও হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

মৈত্র্যাদিষু (সংযমাং) বলানি (ভবন্তি) ।

মৈত্রী প্রভৃতিতে সংযম করিলে মৈত্র্যাদি বল সকল লব্ধ হয় ॥ ২৩ ॥

পূর্বে (প্রথম পাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্রে) মৈত্রী করুণা ও মুদিতায় সংযমের বিধান করিয়াছেন, তদ্বারা মৈত্রী প্রভৃতি বিষয়ক বল বা বীৰ্য্য জন্মে। সেই বীৰ্য্য লাভ হইলে যোগী প্রাণিদাত্রেবই সুখকর সুহৃদ্ব হইবেন, দুঃখ হইতে তাহাদের উদ্ধার কর্তা হইবেন এবং অপক্ষপাতী হইবেন, কিন্তু উপেক্ষা কেবল ঔদাসীন্য বলিয়া তাহাতে কোন বল নাই, * কেননা তাহাতে সংযম হয় না ॥ ২৩ ॥

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

বলেষু (সংযমাং) হস্তিবলাদীনি (ভবন্তি) ।

বলে সংযম করিলে হস্তিবলাদি হয় ॥ ২৪ ॥

হস্তী, হস্ত্রমান, গরুড় প্রভৃতির বলে, সেই সেই বলবত্তা ধারণ করিয়া সংযম

* মৈত্রীবলে যোগীর নিজের ঈর্ষাদ্বেষ বিনষ্ট হয়। করুণাবলে হৃদয়তঃ নিষ্ঠুরতা দূর হয়, এবং মুদিতাবলে, অসুখাদি তিরোহিত হয়। এবং (যথাক্রমে) অপরে তাঁহাকে মিত্র মনে করে, বিপদে আশ্রয়স্থল মনে করে এবং পুণ্যবান্গণ আকৃষ্ট হইয়া, জীতি স্থাপন করে।

করিলে, বোগীর তাদৃশ বল লাভ হয়, কেননা চিত্তের স্বভাবতঃই সর্বপ্রকার সামর্থ্য আছে । ॥২৪॥ †

প্রবৃত্ত্যালোক স্থাসাং সূক্ষ্মব্যবহিত- বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

প্রবৃত্ত্যালোকস্থাসাং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোককে, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) পদার্থে নিষ্ক্ষেপ করিলে, তাহাদের জ্ঞান হয় ।

পূর্বে (প্রথম পাদের ৩৬শ সংখ্যক সূত্রে) চিত্তের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সেই জ্যোতিঃসাক্ষাৎকাররূপ প্রবৃত্তির যে আলোক বা আশ্রয় (range বা সাত্ত্বিক প্রকাশমণ্ডল), যাহা সকল দিকে প্রসৃত হয়, সেই নিঃশূলবুদ্ধিসত্ত্বকে যদি সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতিতে, মৃত্তিকাদি ভূত দ্বারা ব্যবহিত নিধি প্রভৃতিতে, এবং বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্তী মেরুর অভ্যন্তরস্থ রসায়ন প্রভৃতিতে, স্থান বা প্রক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভ হয় । সূর্য্যের আলোকের সংযোগ হইলে, বৈকুণ্ঠ ঘটাদির জ্ঞান হয়, সেইরূপ ॥ ২৫ ॥

সংযমদ্বারা বুদ্ধির আলোকের সাক্ষাৎকার করিয়া তদ্বারা জ্ঞানলাভের কথা বলিয়া, ভৌতিক বস্তুতে সেই বুদ্ধ্যালোক দ্বারা, তাহার জ্ঞানলাভের কথা বলিতেছেন :—

ভুবন জ্ঞানং সংযমস্য সংযমাং ॥ ২৬ ॥

সংযমঃ সংযমাং ভুবনজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

সংযমঃ সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয় ॥ ২৬ ॥

শরীরস্থ (অর্থাৎ কাহারও মতে হৃদয় হইতে উদ্ভূত, কাহারও মতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত) স্নায়ুনাড়ী অর্থাৎ স্নায়ু নাড়ী এবং তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির ধারা বিশেষ, আকাশে দেদীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডলের দ্বারস্বরূপ । সহস্ররশ্মিবৃন্ত সেই সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে চিত্ত (ব্রহ্মদানগামী হইয়া) দৃশ্যের সহিত (ব্রহ্মলোক হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের সহিত) অভিন্ন হইয়া চতুর্দশ ভুবনের সাক্ষাৎকার লাভ করে ॥ ২৬ ॥

† ব্যায়ামকালে স্নায়ুবিশেষ বা পেশীবিশেষে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে যে ওত্তেজিত হাঁকি পাওয়া যায়, তাহা ব্যায়ামকারিমাতেই অবগত আছেন । সংযম ইচ্ছাশক্তির চরম নীতি ।

চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে (সংযমাৎ) তারাব্যুহজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

চন্দ্রে সংযম করিলে তারাদিগের ব্যুহের জ্ঞান হয় ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে সংযম করিলে নক্ষত্রদিগের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশের সাক্ষাৎকার হয় ।
সূর্য্য নক্ষত্রদিগকে অভিভব করিয়া ফেলেন ; এই হেতু স্বর্ঘ্যে সংযম করিলে সেই
তারাব্যুহের জ্ঞান হয় না, ইহাই স্বত্রের অভিপ্রায় ॥ ২৭ ॥

ঋবে তদগতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ঋবে সংযমাৎ তদগতিজ্ঞানম্ (তারাগাম্ গতি জ্ঞানম্) (ভবতি) ।

ঋবে সংযম করিলে যোগী তারাদিগের গতি জানিতে পারেন । এই তারা
অমুক নক্ষত্রের সহিত এই পথ দিয়া এতাবৎকাল যাইতেছে, এইরূপ ॥ ২৮ ॥

এইরূপে বাহ্য সিদ্ধিসকল বর্ণনা করিয়া আধ্যাত্মিক সিদ্ধি সকল বর্ণনা
করিতেছেন :—

নাভিচক্রে কারব্যুহ জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে সংযমাৎ কারব্যুহ জ্ঞানম্ (ভবতি) ।

নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের ব্যুহ সকলের জ্ঞান হয় ॥ ২৯ ॥

শরীরের মধ্যভাগে, চতুঃপত্র আধার চক্রে এবং ষটপত্র লিঙ্গচক্রে উপরিভাগে
অবস্থিত, যে দশপত্র নাভিচক্র আছে, তাহাতে সংযম করিলে যোগী দেহের
সন্নিবেশ জানিতে পারেন । বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা এই তিনটি শরীরের দোষ ।
অক, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতু । তাহাদিগের মধ্যে
পূর্ব্ব পূর্ব্বটি পর পর অপেক্ষা বাহ্য, ইহাই কার্যের বিহাস ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে (সংযমাৎ) ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ (ভবতি) ।

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসাবোধ নিবৃত্ত হয় ॥ ৩০ ॥

জিহ্বা তন্তুর অধোদেশে কণ্ঠের কূপাকার প্রদেশ আছে যেস্থলে প্রাণাদির
সংঘর্ষহেতু ক্ষুধার ও পিপাসার অনুভব হয় । সেইস্থলে সংযম করিলে তত্ত্বয়ের
নিবৃত্তি হয় ॥ ৩০ ॥

কুর্শ্মনাভ্যাং স্বেদ্যম্ ॥ ৩১ ॥

কুর্শ্মনাভ্যাম্ সংযমাৎ স্বেদ্যম্ (ভবতি) ।

কুর্শ্মনামক নাড়ীতে সংযম করিলে চিত্তের স্বেদ্য হয় ॥ ৩১ ॥

পূর্বোক্ত কণ্ঠরূপের অধোদেশে স্বল্পে কুম্ভাকারা এক নাড়ী আছে । তাহাতে সংযম করিলে সেই নাড়ীপ্রবিষ্ট চিত্তের স্থিরতা সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

মূৰ্দ্ধ জ্যোতিষি সিদ্ধ দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

মূৰ্দ্ধজ্যোতিষি (সংযমাৎ) সিদ্ধদর্শনম্ (ভবতি) ।

(মস্তকের খুলির মধ্যস্থিত ছিদ্রে) যে মূৰ্দ্ধজ্যোতিঃ আছে তাহাতে সংযম করিলে (দ্যুলোঁক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী) সিদ্ধগণের দর্শন হয় ॥ ৩২ ॥

মাথার খুলিতে ব্রহ্মরজ্জ নামক যে ছিদ্র আছে, তাহাতে সুষুম্নানাড়ীর সংযোগ এবং হৃদয়স্থিত চিত্তমণির প্রভার সংযোগহেতু অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিঃ আছে, তাহাই মূৰ্দ্ধ জ্যোতিঃ ; তাহাতে সংযম করিলে যোগী অদৃশ্য সিদ্ধদিগেরও (দেবযোনি বিশেষের) দর্শনলাভ করেন ॥ ৩২ ॥

প্রাতিভা দ্বা সৰ্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিভাং বা (যোগী) সৰ্ব্বম্ (জানাতি) ।

প্রাতিভা নামক জ্ঞানশক্তির দ্বারা যোগী সমস্তই জানিতে পারেন ॥ ৩৩ ॥

বিবেকখ্যাতিকে (অর্থাৎ সত্ত্ব-ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞানকে, প্রসংখ্যান বলে ।) তাহাই জীবকে সংসার হইতে উত্তীর্ণ করে বলিয়া তাহাকে তারক জ্ঞান বলে । সেই জ্ঞানলাভের জন্ত সংযম করিতে থাকিলে সেই প্রসংখ্যানের উপস্থচকরূপে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রাতিভ জ্ঞান । তদ্বারাও যোগী সকল বিষয় জানিতে পারেন । যেমন স্বপ্নাদয়ের পূর্বে স্বপ্নোদয়স্থচক অরুণপ্রভা আবির্ভূত হইলে তাহার সাহায্যে লোকে দেখিতে পায়, সেইরূপ । ভোজরাজকৃত ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে, ‘যে ষথার্থ-জ্ঞান, কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা, না রাখিয়া কেবল মন হইতেই অচিরে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রাতিভা (intuition) বলে । তাহার সংযম হইতে বিবেকখ্যাতির পূর্ববর্তী, ও তৎস্থচক, ‘তারক-জ্ঞান’ উদ্ভিত হয় ; তদ্বারা যোগী সমস্তই জানিতে পারেন’,—এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে (সংযমাৎ) চিত্তসংবিৎ (ভবতি) ।

হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তসংবিৎ বা বুদ্ধির সাক্ষাৎকার, হয় ॥

অধোমুখ হৃৎপদ্মই চিত্তের স্থান । তাহাতে সংযম করিলে বাসনা সহিত চিত্তের জ্ঞান হয় ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বপুরুষজ্ঞানোত্তমাত্মাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো
ভোগঃ পারার্থ্যাৎ স্বার্থ-সংস্রমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ অত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষঃ ভোগঃ (তত্ত্ব) পারার্থ্যাৎ
স্বার্থসংস্রমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

বুদ্ধি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্ । তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় অর্থাৎ অভিন্ন
বলিয়া মনে করা, তাহাই ভোগ । সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের জন্ত ; [কিন্তু
সেই ভোগে, যে পুরুষের প্রতিবিম্ব থাকে, তাহা, স্বার্থ অর্থাৎ কাহারও ভোগের
নিমিত্ত নহে] ; তাহাতে সংঘম করিলে পুরুষ সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা হয় ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধি ভোগ্য ; আত্মা ভোক্তা ; এইরূপে তাহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন ।
তাহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও, তাহাদের অভেদ-প্রত্যয় হয় । সেই প্রত্যয়
বুদ্ধিরই পরিণাম । সেই বুদ্ধির পরিণাম—সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রত্যয়ের স্বরূপ ।
তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে । সেই প্রতিবিম্বযুক্ত সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ
প্রত্যয়ের সহিত পুরুষের যে অবিশেষ সাক্ষ্য বা একরূপতা, সেই একরূপতা হেতু
প্রতিবিম্ব দ্বারা পুরুষে সুখদুঃখাদির আরোপ হইয়া থাকে ; তাহাই ভোগ । তাহা
বুদ্ধিতে অবস্থান করে । তাহা দৃশ্য বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ ভোক্তা পুরুষের
“শেষ” বা ভোগোপকরণ স্বরূপ । সেই পরার্থ ভোগ একপ্রকার প্রত্যয় ।
তাহাতে চিৎস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব গোণভাবে থাকে । সেই ভোগ জড় বলিয়া,
চিৎস্বভাব প্রতিবিম্ব তাহা হইতে অগ্ন বা ভিন্ন । সেই প্রতিবিম্ব স্বার্থ অর্থাৎ
তাহা অপর কাহারও ভোগোপকরণ স্বরূপ নহে । তাহাতে সংঘম করিলে
পুরুষের সাক্ষ্যংকার হয় । তাহাও স্বপ্রকাশ পুরুষের দৃশ্য এবং তাহা বুদ্ধিতে
অবস্থান করে বলিয়া, তাহা পুরুষকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হয় না ।
কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অনাত্মাকার ভাব থাকে না বলিয়া এবং তাহা কেবলমাত্র
আত্মার প্রতিক্রিয় গ্রহণ করে বলিয়া, তাহাকে পুরুষ বিষয়ক জ্ঞান বলা যায় ।
(বস্তুতঃ তাহা পুরুষকে বিষয়ীভূত করে না ।)

সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” (বৃহদা, উ,
২।৪।১৪ অথবা ৪।৫।১৫) ।

যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে ? ৩৫ ॥

এক্ষণে সংযম দ্বারা, পুরুষসাক্ষাৎকারের পূর্বে যে সকল সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা বর্ণনা করিতেছেন :—

ততঃ প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনা দর্শন-আশ্বাদ-বার্তা জায়ন্তে ॥৩৬॥

ততঃ (সংযমাৎ) প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনা-আদর্শ-আশ্বাদ-বার্তাঃ জায়ন্তে ।

সেই সংযম হইতে পূর্বোক্ত সর্ববিষয়ক প্রাতিভজ্ঞান এবং দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধগ্রহণসমর্থ শ্রাবণাদি পাঁচটি দিব্য ইন্দ্রিয় জন্মে ॥ ৩৬ ॥

“ততঃ” তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বার্থ নামক চিৎস্বভাব প্রতিবিশ্বের সংযম হইতে, যোগজনিত গুরুধর্মের আয়ুতুল্য লাভ করিয়া, পূর্ববর্ণিত প্রাতিভ নামক, —কেবল মন হইতে উৎপন্ন, সর্ব বিষয়ক জ্ঞান জন্মে এবং দিব্য, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণে সমর্থ শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আশ্বাদ ও বার্তা নামক যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা জন্মে ; অর্থাৎ যখন যোগীর কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দিব্য শব্দাদি-গ্রহণসমর্থ হয় তখন যোগীর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ উক্ত শ্রাবণাদি নাম হয় । এইরূপে ত্রাণেন্দ্রিয়ের ‘বার্তা’ এই সংজ্ঞা হয়, বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

আচ্ছা, তাহা হইলে সেই যোগী ত’ কৃতকৃত্য হইলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

“তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুৎখাটেন সিদ্ধয়ঃ” ॥ ৩৭ ॥

তে (প্রাতিভাদয়ঃ) সমাধৌ উপসর্গাঃ (ভবন্তি) ব্যুৎখাটেন সিদ্ধয়ঃ (ভবন্তি) ।

পূর্বমুহুরে যে প্রাতিভাদিজ্ঞান ও শ্রাবণাদি সিদ্ধিবর্ণিত হইয়াছে । “তে” সেই প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি, সমাধি বিষয়ে, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী যোগীর পক্ষে, ‘উপসর্গ’ অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ হয় । এইহেতু যিনি মুক্তির প্রার্থী; তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন । যতদিন না আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, ততদিন কোটি সিদ্ধিলাভ হইলেও, যোগীকৃত কৃত্য হন না । পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এইরূপ বলিয়াছেন—

“এতবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ শ্রাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” (গীতা ১৫।২০)

[জ্ঞানী এই রহস্য অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানই সকল পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি, আনিয়া কৃতকৃত্য করেন]

কিন্তু যিনি ব্যাখ্যানে রত, তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত প্রাতিভজ্ঞানাদি, সিদ্ধির (কৃতকৃত্যতা বোধক লাভের) স্বরূপ হয় ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে সংযমের, আত্মাবর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপ বিভূতির বর্ণনা করিয়া, ক্রিয়াক্রম বিভূতির বর্ণনা করিতেছেন :—

বন্ধ কারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ

চিন্তস্ত পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাৎ চ চিন্তস্ত পরশরীরাবেশঃ (ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

(দেহ ও চিন্তের) বন্ধের কারণ শিথিল হইলে এবং নাড়ীমার্গে চিন্তের সঞ্চারের জ্ঞান হইলে চিন্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয় ॥ ৩৮ ॥

‘বন্ধঃ’—সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়া চিন্তের স্বভাব ; কেবলমাত্র নিজশরীরে সঙ্কুচিতভাবে অবস্থানই চিন্তের বন্ধন । সেই বন্ধনের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম । সংযম দ্বারা তদুভয় শিথিল হইয়া যায় । ‘প্রচার’ যদ্বারা চিত্ত প্রচার অর্থাৎ বিচরণ করে তাহাকে ‘প্রচার’ বলে ; এই হেতু ‘প্রচার’ অর্থে নাড়ীসমূহকেই বুঝিতে হইবে । সংযমদ্বারা তাহার সম্বোধন হয় অর্থাৎ এক্ষণে অমুক নাড়ীদ্বারা চিন্তের সঞ্চারণ হইতেছে, এইরূপ জ্ঞান হয় । সেইরূপ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়েরও মার্গনাড়ীর জ্ঞান হয় । যেমন কোন পথজ্ঞ বন্ধপুরুষের বন্ধনরঙ্গু বিনষ্ট হইলে, তিনি নিজের বা অপরের আবাসে (ইচ্ছামত) প্রবেশ করিতে পারেন, সেইরূপে চিত্তও জীবিত বা মৃত পরকীয় শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, এবং মধুচ্ছত্র হইতে মধুকররাজ উড্ডান হইলে অপর মক্ষিকাগণ যেমন তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও চিন্তের অনুগমন করে ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৮ ॥

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককন্টকাদিষু সঙ্গ উৎক্রান্তিচ্চ ॥ ৩৯ ॥

উদানজয়াৎ জলপঙ্ককন্টকাদিষু অসঙ্গঃ উৎক্রান্তিঃ চ (ভবতি) ।

(সংযম দ্বারা) উদান জয় করিলে যোগী, জল, পঙ্ক ও কন্টকাদিতে লগ্ন বা নিমগ্ন হন না এবং (ইচ্ছানুসারে) উৎক্রমণ বা দেহত্যাগ করিতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয় সমূহের প্রবৃত্তি দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তর । বাহ্যনামক প্রথম-প্রকারের প্রবৃত্তিদ্বারা আলোচন অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর গ্রহণ নিম্পন্ন হয় । আন্তর প্রবৃত্তি জীবনোৎপাদিকাশক্তির প্রবৃত্তিস্বরূপ, তাহা সকল ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ । প্রাণ

অপান প্রভৃতি পাঁচটি ইহারই কার্য স্বরূপ। তন্মধ্যে প্রাণ নাসিকাগ্র হইতে হৃদয়পর্যন্ত স্থানে, অবস্থিত। সমান হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া নাভি পর্যন্ত স্থানে অবস্থিত। ভুক্ত অন্নাদির সমতা করাই, তাহার কার্য। নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদতল পর্যন্ত স্থানে অপান অবস্থিত। মলের অপনয়ন করাই তাহার কার্য। নাসাগ্র হইতে শিরঃ পর্যন্ত স্থানে উদান অবস্থান করে। উদানই উৎক্রমণ বা দেহত্যাগের কারণ। ব্যান সর্বদেহ ব্যাপী। এই পাঁচটির মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে উদানকে সংযম দ্বারা জয় করিলে যোগী লঘু হইয়া জলাশয়, পঙ্ক, কণ্টক প্রভৃতির উপর দিয়া গমন করিতে পারেন এবং তদ্বারা অসংলগ্ন থাকেন। এবং স্বেচ্ছাক্রমে মরণ লাভ করিতে পারেন ॥৩৯॥

সমান জয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

সমান জয়াং জলনম্ (ভবতি)।

সমান, নামক প্রাণশক্তিকে জয় করিলে, যোগী প্রজ্জ্বলিতের হায় লক্ষিত হন ॥ ৪০ ॥

সমান নাভির নিকটস্থ অগ্নিকে ব্যাপিয়া থাকে। তাহাকে বশীভূত করিলে অগ্নির জলন হয়। তদ্বারা (যোগী) যেন জলিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে প্রাণাদিকে জয় করিতে পারিলে স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদেরও ক্রিয়া সিদ্ধ করিতে পারা যায়, বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ৪০ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সংযমাৎ দিব্যম্ শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সংযমাৎ দিব্যম্ শ্রোত্রম্ (ভবতি)।

কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৪১ ॥ যত্বাপি কর্মেন্দ্রিয় আহবকারিক অর্থাৎ আকাশপ্রতিষ্ঠা যে অভিমান তাহাই কর্মেন্দ্রিয়, তথাপি আকাশের সহিত কর্মেন্দ্রিয়ের আধার-আধেয় ভাব আছে। কর্মেন্দ্রিয় ও আকাশের সম্বন্ধ উপলক্ষ্যমাত্র। তদ্বারা স্বর্গেন্দ্রিয় ও বায়ুর, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তেজের, রসেন্দ্রিয় এবং জলের এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় ক্ষিতির (সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে)। এই সকল সম্বন্ধে সংযম করিলে পূর্বোক্ত শ্রাবণ, বেদন প্রভৃতি নামক দিব্য ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়। তদ্বারা যোগী এককালেই দিব্য শব্দাদি জানিতে পারেন ॥ ৪১ ॥

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুভুলসমাপত্তেশ্চাকাশ
গমনম্ ॥ ৪২ ॥

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘু ।

শরীর এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিয়া এবং তুলাদি লঘুভব্যে সমাপত্তি করিয়া, আকাশগমন সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥

শরীর এবং আকাশের সংযোগকে সংযম দ্বারা জয় করিলে, কিম্বা লঘু তুলাদি পদার্থে, তাহাদের লঘুভাবে সমাপত্তি করিলে শরীর লঘু হয় । তদ্বারা যোগী প্রথমে জলে বিচরণ করিতে পারেন ; তদনন্তর মাকড়সার জালে, তদনন্তর স্থ্য রশ্মিতে বিচরণ করিতে পারেন ; তদনন্তর যথেষ্টাক্রমে আকাশে গমন করিতে পারেন ॥ ৪২ ॥

বহিরকল্লিতাবৃত্তিস্মহাবিদেহা ততঃ

প্রকাশাবরণ ক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

বহিঃকল্লিতাবৃত্তিঃ মহাবিদেহ (ধারণা) (কথ্যতে) ;

ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ (ভবতি) ।

শরীরের বাহিরে, মন অকল্লিত ভাবে বৃত্তি লাভ করিলে তাহার নাম মহাবিদেহা ধারণা । তাহা হইতে বুদ্ধি সত্ত্বের আবরণক্ষয় হয় ॥ ৪৩ ॥

দেহে অহংভাব থাকিতেও ‘আমার মন বাহিরে থাকুক’, এইরূপ কল্পনা দ্বারা দেহের বাহিরে মনের বৃত্তিলাভ হয় । সেই ধারণার নাম কল্লিত বিদেহা ধারণা । সেই ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে, যখন দেহের অহংভাব পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই বাহিরে বৃত্তিলাভ ঘটে । তাহাকেই অকল্লিত মহাবিদেহা ধারণা বলে । সেইরূপ ধারণার ফলে প্রকাশ স্বভাব চিত্তের ক্লেশকর্ষাদি আবরণ ক্ষয় হয় । তদন্তর সর্বজ্ঞতালাভ হয়, ইহাই সূত্রার্থ ॥ ৪৩ ॥

স্থূল স্বরূপ সূক্ষ্মান্নরার্থবদ্রসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ক ॥

স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্ম-অবয়-অর্থবদ্র-সংযমাৎ ভূতজয়ঃ (ভবতি) ।

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অবয় ও অর্থবদ্র—ভূতের এই পঞ্চরূপে সংযম করিলে ভূতজয় হয় ॥ ৪৩ (ক) ॥

পঞ্চভূতের ‘স্থূলরূপ’ বলিলে, পঞ্চভূতের পৃথিবী আদি জাতিবিশিষ্ট দৃশ্যমান অবয়ব সংস্থানকে বুঝায় । যাহাতে শব্দাদি পাঁচটি স্থূলগুণ যথাক্রমে এক একটি

করিয়া কম হইয়া, এক এক ভূতে বর্তমান আছে।(যথা পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ,রূপ,রস ও গন্ধ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; আকাশে কেবল শব্দ)। ইহাই পঞ্চভূতের ‘স্থূল’ নামক প্রথম রূপ। পঞ্চভূতের “স্বরূপ” নামক দ্বিতীয় রূপ—যথাক্রমে পৃথিবীর কাঠিষ্ঠ, জলের স্নেহ, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর প্রেরণা এবং আকাশের সর্বগতত্ব। বায়ুর প্রেরণা বলিতে তাহার তৃণাদিবাহকত্ব ধর্মকে বুঝায়। পঞ্চভূতের তৃতীয় বা স্থল রূপ পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ স্থূল ভূতের ‘স্থল’ বা কারণ, পরমাণু সমূহ। পঞ্চ তন্মাত্র সকল আবার সেই পরমাণু সমূহের ‘স্থল’ বা কারণ। পঞ্চভূতের চতুর্থ রূপ ‘অনুয়’ বা ‘সামান্ত’ বলিতে গুণত্রয়কেই বুঝায়, কারণ, গুণত্রয় পঞ্চভূতের কারণরূপে সর্বভূতেই অস্থিত, অনুগত বা সাধারণভাবে রহিয়াছে। পঞ্চভূতের পঞ্চম রূপ ‘অর্থবত্ত্ব’ অর্থাৎ গুণনিষ্ঠ ভোগাপবর্ণ প্রদানে সামর্থ্য। সেই সামর্থ্য (প্রকৃতপক্ষে) গুণত্রয়নিষ্ঠ হইলেও পঞ্চভূত উক্ত গুণত্রয়ের সহিত অস্থিত বলিয়া অর্থাৎ উক্ত গুণত্রয় পঞ্চভূতে সাধারণভাবে অনুগত বলিয়া উক্ত সামর্থ্য পঞ্চভূতে আসিয়া গিয়াছে। এইরূপে পঞ্চভূতের কার্য্য স্বরূপ ও হেতুভূত, উক্ত পাঁচটি রূপে স্থলাদি ক্রমে সংঘম করিলে পঞ্চভূত যোগীর সংকল্পের বশবর্তী হইয়া যায় অর্থাৎ বৎস যেমন গাভীর অনুসরণ করে, সেইরূপ পঞ্চভূতও যোগীর সংকল্পের অনুসরণ করে ॥ ৪৪ ॥

ততোহগ্নিাদিপ্রাহুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ

তদ্বক্ষ্যানভিঘাতশচ ॥ ৪৫ ॥

ততঃ অগ্নিাদি প্রাহুর্ভাবঃ, কায়সম্পৎ, তদ্বক্ষ্যানভিঘাতঃ চ (ভবতি) ।

তাহা অর্থাৎ সেই ভূতের জয় হইতে অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধির প্রাহুর্ভাব হয়, এবং কায়সম্পৎ হয়, এবং ভূতের দ্বারা কায়ধর্মের অনভিঘাত বা বাধাশূন্যতা হয় ॥ ৪৫ ॥

‘ততঃ’—সেই ভূতজয় হইতে, যোগীর অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাহুর্ভূত হয়। অষ্টসিদ্ধি যথা—(১) অগ্নিমা—পরমাণুর তুল্যতা, (২) মহিমা—বিভূত্ব বা সর্ব-ব্যাপকতা, (৩) লঘিমা—তুলপিণ্ডের স্থায় লঘুত্ব, (৪) গরিমা—মেরুপর্বতের স্থায় গুরুত্ব, (৫) প্রাপ্তি—যেমন অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করা, (৬) প্রাকাম্য—সত্য-

সকলতা, (৭) বশিত্ব—ভূতসমূহকে বশে রাখা এবং (৮) ঈশিত্ব—ভূতসমূহজনশক্তি ; এই অষ্টসিদ্ধির মধ্যে ‘প্রাপ্তি’ পর্য্যন্ত পাঁচটি সিদ্ধি ভূতসমূহের পূর্বোক্ত স্থূলরূপ সংঘমদ্বারা জন্মে। (পূর্বোক্ত) স্বরূপসংঘমদ্বারা প্রাকাম্যসিদ্ধি হয়। অবশিষ্ট দুইটি, ভূতের (পূর্বোক্ত) হেতুসংঘম হইতে উৎপন্ন হয়। যত্রোক্ত “কায়সম্পৎ” শব্দটি সূত্রকার পরবর্তী সূত্রে ব্যাখ্যা করিবেন। ভূতজয় হইতে কায়ের অনভিঘাত, অর্থাৎ কাঠিগ্র প্রভৃতি ভূতধর্মসমূহ দ্বারা বাধাশূন্যতা সিদ্ধ হয়। তদ্বারা যোগী শীলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং শৈতা, উষা প্রভৃতি তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৫ ॥

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ (ভবতি)।

রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রের মত শরীরের সংহননের নাম কায়সম্পৎ ॥ ৪৫ ॥

বাহ্য চক্ষুর প্রীতিকর তাহাই রূপশব্দবাচ্য। লাবণ্য শব্দে সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্য, বলশব্দে বীৰ্য্য, বজ্রসংহনন শব্দে অবয়বসমূহে বজ্রের ত্রায় দৃঢ় সংহতি—বাহ্য হ্রস্বমানের শরীরে বিद्यমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৪৬ ॥

ভূতজয়ের পর ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় বলিতেছেন—

গ্রহণস্বরূপাশ্মিতান্নম্যর্থবত্সংঘমাদিষ্মি জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণ-স্বরূপ-অশ্মিতা-অন্নয়-অর্থবত্সংঘমাৎ ইন্দ্রিয়জয়ঃ (ভবতি)।

গ্রহণ, স্বরূপ, অশ্মিতা, অন্নয়, ও অর্থবত্স এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়রূপে সংঘম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ‘গ্রহণ’-নামক প্রথম রূপগুলি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্যরূপ পাঁচ প্রকারের বৃত্তি। সেই পাঁচ বৃত্তি সামান্যবিশেষাত্মক, শব্দাদিবিষয়ক। শব্দ সামান্য রূপ, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ষড়্ জাদি তাহার বিশেষ রূপ। স্পর্শ সামান্যরূপ, শীতাদি বিশেষরূপ, রূপ সামান্য, পীতাদি তাহার বিশেষ ; রস সামান্য, মধুরাদি তাহার বিশেষ ; গন্ধ সামান্য, সুরভি তাহার বিশেষ। প্রকাশকত্ব বা ‘স্বরূপ’ ইন্দ্রিয়দিগের দ্বিতীয় রূপ। অশ্মিতা নামক সাত্ত্বিক অহঙ্কার, বাহ্য ইন্দ্রিয়দিগের কারণ, তাহাই ইন্দ্রিয়দিগের

তৃতীয় রূপ । অঘ্র ৩ অর্থবদ্ব নামক চতুর্থ ও পঞ্চম রূপ পূর্বেই [৪৪ সূত্রের টীকায়] ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইন্দ্রিয়গণের সেই পাঁচটি রূপে সংঘম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয় ॥ ৪৭ ॥

তাহা হইতে কি হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

ততো মনোজবিত্ত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ মনোজবিত্ত্বম্, বিকরণভাবঃ, প্রধানজয়ঃ চ (ভবতি) ।

পূর্বোক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়রূপের জয় হইতে, মনের ত্রায় (শরীরের) গতি, বিকরণভাব এবং প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

“মনোজবিত্ত্বং”—মনের ত্রায় শরীরের নিরতিশয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ অর্থাৎ বিভূ অস্তঃকরণকে পরিণত করিয়া যেখানে সেখানে যুগপৎ শরীরনির্মাণসামর্থ্য । “বিকরণভাব”—বিদেহ হইবার অপেক্ষা না রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণ দূরস্থিত বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ করিলে, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের বিকরণত্ব বলে । “প্রধানজয়”—অঘ্র নামক প্রধানের চতুর্থ রূপকে (৪৪ সংখ্যক সূত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য) জয় করিলে সমস্ত জগৎ বশে আইসে । এই সকল সিদ্ধি ইন্দ্রিয়জয় হইতে প্রাপ্ত হইতে হয় । অগ্নিমা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধানজয় পর্য্যন্ত এই সকল সিদ্ধি, এই শাস্ত্রে “মধুপ্রতীকা” নামে কথিত হইয়া থাকে । মধুর একাংশ—আম্বাদনের ত্রায় এই সকল সিদ্ধি মধুপ্রতীকা বা মধুর তুল্য । কিম্বা স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের যে যোগজনিত স্বতন্ত্রতা প্রজ্ঞা হয়, তাহাই মধু । ভূতেন্দ্রিয় জয় দ্বারা তাহাদের প্রতীককে অর্থাৎ কারণকে সাক্ষাৎকার করে বলিয়া ঐ সকল সিদ্ধিমধুপ্রতীকা নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে সংঘমদ্বারা জ্ঞানসিদ্ধিসমূহ ও ক্রিয়াসিদ্ধিসমূহ বর্ণিত হইল । যোগী সেই সকল সিদ্ধি লাভ করিলে তাহা হইতে তাঁহার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তদ্বারা যে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহাও (৩৫ সূত্রে) বর্ণিত হইল । এ - - - - - বিবেকখ্যাতি হইতে যে অবাস্তব সিদ্ধি হয়, তাহার বর্ণনা করিতেছেন :—

সত্ত্বপুরুষাত্মতাখ্যাতিমাত্রস্য সৰ্ব্ভাবাবিষ্ঠাতৃত্বং

সৰ্ব্ভজাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

সত্ত্বপুরুষাত্মতাখ্যাতিমাত্রস্ত (সংঘমাৎ) সৰ্ব্ভাবাবিষ্ঠাতৃত্বম্

সৰ্ব্ভজাতৃত্বম্ চ (ভবতি) ।

বুদ্ধি এবং পুরুষের যে ভেদখ্যাতি হয়, কেবল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সংঘম করিলে, সৰ্ব্ভাবাবিষ্ঠাতৃত্ব ও সৰ্ব্ভজতা সিদ্ধ হয় ॥ ৪৯ ॥

পূর্বোক্ত (৩৫শ সংখ্যক হুত্রে বর্ণিত চিত্তপ্রতিবিম্বরূপ) স্বার্থে সংঘম দ্বারা যোগীর অন্তঃকরণ হইতে রজোমল ও তমোমল নিধৃত হইয়া গেলে, যোগীর চিত্তজয় সিদ্ধ হয় ; তদনন্তর বশীকার নামক অপরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে তদ্বারা যোগীর বুদ্ধিসত্ত্ব ও আত্মার ভেদখ্যাতি জন্মে । কেবলমাত্র তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই ভেদখ্যাতির আবৃত্তি করিতে রত হইলে যোগী প্রধান এবং প্রধানের পরিণামভূত যাবতীয় বস্তুর অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা হন এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েরই জ্ঞাতা হন । এই সিদ্ধির নাম “বিশোকা” ॥ ৪৮ ॥

এক্ষণে বিবেকখ্যাতি হইতে যে মুখ্যাসিদ্ধি হয় সেই মুখ্যাসিদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন—

তট্ঠরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥৫০॥

তট্ঠরাগ্যাৎ অপি দোষবীজক্ষয়ে (সতি) কৈবল্যম্ (ভবতি) ।

সেই বিবেকখ্যাতি জনিত বিশোকা নামক সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে ক্লেশবীজের ক্ষয় হইয়া কৈবল্যাসিদ্ধি হয় ॥৫০॥

সেই বিশোকা নামক সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে, সেই বৈরাগ্য হইতে তাহার হেতুভূত বিবেকখ্যাতিতেও যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য । সেই পরবৈরাগ্য হইতে, দোষসমূহের অর্থাৎ ক্লেশাদির বীজ যে ভ্রান্তিসংস্কার, তাহার ক্ষয় অর্থাৎ সর্বতোভাবে তিরোভাব ঘটিলে, চিত্তে কেবলমাত্র পরবৈরাগ্যের সংস্কার অবশিষ্ট থাকে । তখন পুরুষের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা বা কৈবল্য সিদ্ধি হয় । এই সিদ্ধির নাম “সংস্কারশেষা” ॥ ৫০ ॥

ইহাতে বিঘ্ন ঘটিলে সেই বিঘ্ন দূরীকরণের উপায় বলিতেছেন :—

স্থান্যপনিমন্ত্রণে সঙ্গ স্মারাহকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥৫১॥

স্থান্যপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্মারাহকরণম্ (কর্তব্যম্), পুনঃ অনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ।

স্থানী দেবগণের দ্বারা উপনিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে আসক্তি এবং গর্ভানুভব করা উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসারে পতনরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে ॥৫১॥

আলোচ্য যোগিগণ চারিশ্রেণীর অন্তর্গত যথা—প্রথমকল্লিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয় । তন্মধ্যে প্রথমশ্রেণীর যোগী সংঘমে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন মাত্র । তাঁহার পরচিন্তাজ্ঞানাদি কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় নাই । দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগী, সম্প্রজ্ঞাত যোগদ্বারা মধুমতী নামক চিত্তভূমিকা বা ঋতন্তরা প্রজ্ঞার অবস্থা লাভ করিয়া পূর্বে যে সকল ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন । সেই জয়ের দ্বারা পূর্ববর্ণিত মধুপ্রতীকা, বিশোকা ও সংস্কারশেষা নামক তিনটি ভূমিকা যথাক্রমে লাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য । তৃতীয় প্রকারের যোগী অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, ভূত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়াছেন বলিয়া মহেন্দ্রাদি দেবতাদিগের প্রলোভনাদির দ্বারা ক্ষোভিত হয়েন না, এবং প্রথম ছইভূমি লাভ করিয়া বিশোকাদি ভূমিদ্বয় সাধন করিব্যার ইচ্ছায়, স্বার্থে সংযম করিতে উত্তমশীল হন । চতুর্থ প্রকারের যোগী ষড়ৈর্গ্যশালী, মহান্নভাব, বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত ভূমিত্রয় লাভ করিয়া পরম বৈরাগ্য-বান, বিঘ্নশঙ্কাশূন্য ও জীবন্মুক্ত । তিনি চতুর্থ ভূমিকায় অবস্থান করেন । দ্বিতীয় পাদের ২৭শ সংখ্যক সূত্রে তাঁহারই প্রজ্ঞা সাত প্রকার চরমাবস্থায়ুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।

উক্ত চারি প্রকারের যোগীর মধ্যে প্রথম প্রকারের যোগী দেবতাদিগের নিমন্ত্রণের যোগ্য নহেন । এই হেতু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি মধুভূমিকা নামক দ্বিতীয় প্রকারের যোগী, তাহাকেই স্থানিগণ অর্থাৎ মহেন্দ্রাদি বিশেষ বিশেষ পদের আধিকারিক পুরুষগণ এইরূপে উপনিমন্ত্রণ বা প্রার্থনা করিয়া থাকেন—“হে (মহাত্মন) এই স্বর্গাদি স্থানে উপবেশন করুন, এখানে রমণ করুন, এই কত্যা কমণীয়া, এই ভোগ দেবভোগ, এই রসায়ন জরা-মৃত্যু নাশ করে, এই যান আপনার যথাভিলাষিত স্থানে লইয়া বাইতে পারে, ইত্যাদি” । দেবতাদিগের এইরূপ প্রার্থনায় সঙ্গ বা ভোগাভিলাষ করা উচিত নহে কিম্বা আমাদের এতাদৃশ যোগপ্রভাব জন্মিয়াছে বলিয়া স্ময় বা গর্ভ করা উচিত নহে । প্রত্যুত তাহাতে এই প্রকারে দোষ ভাবনা করিতে হয় :—“আমি এই ঘোর সংসারাগ্নির জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছি, আমি চক্রারুঢ়ের দ্বায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিতেছি, আমি কোনক্রমে ক্লেশ, কৰ্ম্ম ও অবিজ্ঞাতিমিরবিনাশক যোগপ্রদীপ লাভ করিয়াছি, তৃষ্ণাসমুৎপন্ন এই সকল বিষয়বায়ু সেই যোগপ্রদীপের প্রতিকূলতা করিতেছে, এই অবস্থায় আমি আলোকপ্রাপ্ত হইয়া কেন আবার এই যুগতৃষ্ণিকার দ্বারা বঞ্চিত হই এবং কেন আপনাকে পুনঃ পুনঃ সেই প্রদীপ্ত সাংসারাগ্নির ইক্ষনস্বরূপ করি ? অতএব হে স্বপ্নোপম দীনজনপ্রার্থনীয় বিষয়গণ ! তোমরা স্মৃতে থাক “এবং এইরূপে দৃঢ়মতি হইয়া সমাধিভাবনা করিতে হয় । (দেবতাদিগের উপনিমন্ত্রণে) সঙ্গ বা আসক্তি

হইলে যোগী পতিত হয়েন, স্ময় বা গৰ্ব্ব হইলে ‘আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি’ এইরূপ মনে করিয়া তিনি যোগে অসিদ্ধই থাকিয়া যান । এইরূপে যোগভ্রষ্ট হইলে পুনর্বার সংসাররূপ অনিষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা । সেই কারণে কৈবল্যের বিষয় দূর করিবার নিমিত্ত সেই উপনিষত্ত্বগে যোগীর সঙ্গ ও স্ময় অর্থাৎ আসক্তি ও গৰ্ব্ব করা উচিত নহে ॥ ৫১ ॥

পূর্বে (৩৫ সংখ্যক সূত্রে) বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত পুরুষের ^{দুঃখ} স্বার্থে সংযম করিলে যোক্ষপ্রদ বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে । এক্ষণে তদ্বিষয়ে অপর এক উপায় বর্ণনা করিতেছেন—

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ বিবেকজ্ঞং জ্ঞানম্ ॥৫২॥

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাং বিবেকজ্ঞজ্ঞানম্ (ভবতি) ।

ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ্ঞ জ্ঞান সিদ্ধ হয় ॥ ৫২ ॥

কালের যে বিভাগকে আর ভাগ করা যায় না, তাহাকেই ক্ষণ বলে । সেই ক্ষণ সত্য বস্তু । মুহূর্ত্ত প্রভৃতি যে সকল ক্ষণসমূহস্বরূপ অপর কালবিভাগ প্রচলিত আছে, তাহারা মিথ্যা, কেননা ক্ষণের সমূহ বা সমষ্টি সং বস্তু নহে, (বুদ্ধিপরিবর্ত্তিত মাত্র) । তন্মধ্যে এই ক্ষণটি অমুক ক্ষণের পূর্ববর্ত্তী, এইটি তাহার উত্তরবর্ত্তী, এইরূপে ক্ষণসমূহের ক্রম বা পৌরোপাধ্যের সংযম হইতে সেই অতি স্থূল ক্ষণ সমূহের ভেদসাক্ষাৎকাররূপ বিবেক উৎপন্ন হয় । সেই বিবেকদ্বারা আকাশাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষপর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান-বৃগপং জন্মিতে পারে ॥ ৫২ ॥

এইক্ষণসংযমজনিত সর্ববিষয়ক জ্ঞান অগ্রে বর্ণিত হইবে । এক্ষণে সেই জ্ঞানের একটি স্থূল তত্ত্ব বলিতেছেন :—

জাতিলক্ষণদেটশরন্যতানবচ্ছেদে তুল্যয়োস্ততঃ

• প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

জাতি লক্ষণ দৈর্ঘ্যে তুল্যয়ো (বস্তুনোঃ) অন্ততানবচ্ছেদে ততঃ

(বিবেকজ্ঞানাং) প্রতিপত্তিঃ (ভবতি) ।

জাতিগত, লক্ষণগত এবং দেশগত ভেদদ্বারা দুইটি তুল্য বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধ না হইলেও, বিবেকজ্ঞানদ্বারা তাহাদের পৃথকত্ব উপলব্ধি করা যায় ॥ ৫৩ ॥

(সুত্রস্থিত) ‘অবচ্ছেদ’ শব্দের অর্থ নিশ্চয় । সংসারে তিনটি কারণ দ্বারা পদার্থসমূহের ভেদ নিশ্চিত হইয়া থাকে । গো এবং গবয়, দেশ এবং লক্ষণ দ্বারা তুল্য হইলেও জাতিদ্বারা তদ্ব্যবহারের মধ্যে ভেদজ্ঞান হয় । দুইটি গো দেশ এবং জাতিদ্বারা তুল্য হইলেও ক্ষুধা, শ্বেত প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা তদ্ব্যবহারের ভেদ জ্ঞান হয় । দুইটি আমলক ফল, জাতি এবং লক্ষণ দ্বারা তুল্য হইলেও একটি পূর্বদেশবর্তী, একটি উত্তরদেশবর্তী, এইরূপে তদ্ব্যবহারের মধ্যে ভেদ নির্ণীত হইয়া থাকে । কিন্তু যদি কেহ যোগীর জ্ঞান পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যোগীর মন বিষয়াস্তরে ব্যাপ্ত হইলে পূর্বদেশবর্তী আমলক ফলটিকে উত্তরদেশবর্তী আমলক ফলের স্থানে রাখিয়া, উত্তরদেশবর্তী আমলক ফলটিকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে সেই দুইটি ফল উভয়ই আমলকত্ব জাতি, রূপ পরিণামাদি লক্ষণ এবং দেশ দ্বারা তুল্য বলিয়া জাতি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের ভিন্নতা নিশ্চয় করা অসম্ভব হইলেও, “ততঃ” সেইক্ষণে সংবমজ্ঞানিত বিবেকজ্ঞান হইতে, যোগী তদ্ব্যবহারের ভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারেন । যেইক্ষণে পূর্বদেশবর্তী আমলকটি উত্তরদেশে রক্ষিত হইল, সেইক্ষণের পূর্ববর্তী ক্ষণসমূহে সেই পূর্ববর্তী আমলকে পূর্বদেশস্থরূপ পূর্বপরিণামসমূহ জন্মিয়াছিল ; সেই সকল পরিণাম উত্তরদেশবর্তী আমলকে জন্মে নাই, কেননা তখন সেই উত্তরদেশবর্তী আমলকে উত্তরদেশস্থ পরিণামসমূহ জন্মিয়াছিল । সেই হেতু যে যোগী ক্ষণ এবং তাহাদের ক্রম সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তিনি তদ্ব্যবহারের পূর্বদেশবর্তী ও উত্তরদেশবর্তী নিজ নিজ পরিণাম সমূহের ক্ষণ হইতে বর্তমান ক্ষণের আনন্তর্য্য বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে এইটি উত্তর দেশে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা পূর্বে পূর্বদেশে ছিল, উত্তরদেশে ছিলনা, এইরূপ ভেদ নিশ্চয় করিতে পারেন, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫২ ॥

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মাক্রমক্ষেতি

বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

(তৎ) বিবেকজং জ্ঞানম্ তারকম্ সর্ববিষয়ম্ সর্বথাবিষয়ম্ অক্রমম্ চ, (ভবতি) ।

সেই বিবেকজ জ্ঞান সংসার হইতে মোক্ষপ্রদ, সর্ববিষয়ক, সর্বথাবিষয়ক এবং অক্রম ॥ ৫৪ ॥

পূর্বে যে সকল সংঘমের কথা বলা হইয়াছে তদ্বারা সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়, এই মাত্র বলা হইয়াছে । সেই সর্বজ্ঞতা কেবলমাত্র প্রকারবিষয়কা “রক্ষনশালায় প্রস্তুত সকল ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন সম্পন্ন হইয়াছে” এইরূপ বলিলে সকল “প্রকারের”

ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন নিষ্পন্ন হইয়াছে এই মাত্র বুঝায়, এবং যখন আবার বলা হয় “পাত্রস্থিত সকল ব্যঞ্জন দ্বারা, সমানীত সকল অন্ন ভোজন করা হইয়াছে তখন সমস্ত অন্ন স্বরূপতঃ ও প্রকারতঃ এবং নিঃশেষরূপে ভুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বুঝায়। সেইরূপ ক্ষণসংঘমজনিত বিশেষজ্ঞান সর্ববস্তুর স্বরূপবিষয়ক এবং সর্বথাবিষয়ক অর্থাৎ সর্ববস্তুর প্রকার বিষয়ক হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান তারক অর্থাৎ পুরুষতত্ত্বকেও স্ববিষয়ী ভূত করে বলিয়া, তাহা সংসার সাগর হইতে যোগীকে উত্তীর্ণ করে এবং তাহা অক্রম, অর্থাৎ তাহা করতলস্থিত আমলক ফলকে যেমন সমগ্রভাবে ও একেবারে অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ তদ্বারা একেবারেই সকল বস্তুকে সমগ্রভাবে জানিতে পারা যায় ॥ ৫৪ ॥

এইরূপে বিবেকখ্যাতি যে সকল সংঘমের চরম ফল এবং যদ্বারা পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ বিভূতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সকল সংঘমের বর্ণনা সমাপ্ত হইল। সেই বিবেকখ্যাতিরূপ চরমফল যোগীর সিদ্ধ হউক বা নাই হউক, সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতা (মাত্র) সাক্ষাৎকার করিলেই তদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে (সতি) কৈবল্যম্ (ভবতি) ।

বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হইলে কৈবল্য সিদ্ধ হয় ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধির শুদ্ধি বলিলে এই বুঝায় যে বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে সমস্ত রজোমল বিদূরিত হইলে, বিবেকখ্যাতি দ্বারা যখন বুদ্ধিসত্ত্ব সর্ববৃত্তিশূন্য হইয়া সংস্কার মাত্রে অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাই বুদ্ধির শুদ্ধি। পুরুষ নিত্যশুদ্ধ হইলেও যখন পুরুষের কল্লিত ভোগের বিরতি ঘটে, তখন তাহাই তাহার শুদ্ধি। এইরূপে তদ্ব্যবসায়ের শুদ্ধির তুল্যতা হইলে, কৈবল্য সিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে! পুরুষ বুদ্ধি হইতে বিলক্ষণ; সেই পুরুষের সাক্ষাৎকার হইবামাত্রই অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হওয়াতে, অনাগত দুঃখের আর উৎপত্তি না হওয়ায়, কৈবল্য সিদ্ধ হয় ইহাই সূত্রার্থ ॥ ৫৫ ॥

ইতি বিভূতিপাদ ।

কৈবল্যপাদ ।

সর্বসাধনসিদ্ধীনাং বা স্ত্রাং সিদ্ধিরনুত্তমা ।

কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামং নমাম্যহম্ ॥

সর্বপ্রকার সাধন দ্বারা যে সকল সিদ্ধি লভ্য হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যে সিদ্ধি অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট সিদ্ধি নাই, তাহাই কৈবল্যরূপা সিদ্ধি। সেই কৈবল্য যে সীতারামের প্রকৃত রূপ, আমি সেই সীতারামকে প্রণাম করিতেছি।

প্রথম পাদে যোগ এবং দ্বিতীয়পাদে যোগসাধন প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সংখ্য নামক তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন (ধ্যান, ধারণা, সমাধি), সংখ্যের লক্ষ্য, সংখ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম এবং সিদ্ধি-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতীত-অনাগত বিষয়ের জ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি সিদ্ধি, সাধকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করে বলিয়া, (গৌণভাবে) কৈবল্যযোগের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি কয়েকটি সাক্ষাৎভাবে কৈবল্যের অঙ্গ। ‘তারক’ নামক বিবেকজ্ঞানের সিদ্ধি যোগের ফল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে কৈবল্যের স্বরূপ প্রধানভাবে প্রতিপাদন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে কৈবল্যভাগী এই চিত্ত, পরলোক, এবং কণিকবিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মা, যিনি সুখদুঃখাদি চিত্ত বিকারের ভোক্তা, এবং ধর্ম্মমুখ—এই কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং প্রসঙ্গক্রমে আগত অজ্ঞাত বিষয়েরও বর্ণনা করা প্রয়োজন, এই হেতু চতুর্থ পাদের আরম্ভ। তন্মধ্যে প্রথমসিদ্ধিদিগের চিত্তসমূহের মধ্যে যে চিত্ত কৈবল্যের উপযোগী, তাহা বর্ণনা করিবার জন্ত, পূর্বে যে সকল সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা, ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাবকারণ বশতঃ, পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন :—

[সিদ্ধির বিশেষ বিশেষ কারণ ।

জন্মোষধিমম্ব্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

সিদ্ধয়ঃ জন্ম-ঔষধি-মম্ব্র-তপঃ--সমাধিজাঃ (ভবন্তি) ।

জন্ম, ঔষধি, মম্ব্র, তপঃ ও সমাধি এই পাঁচ প্রকার অভিব্যঞ্জকের সাহায্যে সিদ্ধি প্রাপ্তভূত হয়।

জন্ম হইতেই যক্ষাদির আকাশগমনাদি সিদ্ধি জন্মে। কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণের সিদ্ধিসমূহকে সাংসিদ্ধিকী (অর্থাৎ স্বভাবতঃ সিদ্ধ) সিদ্ধি বলে। মাণ্ডব্য প্রভৃতির

যে সকল সিদ্ধি ছিল, তাহা কোনও বিশেষ প্রকারের ওষধি সেবন করিয়া জন্মিয়াছিল । মন্ত্রজপের দ্বারা কাহারও কাহারও অগ্নিমাди সিদ্ধি জন্মে । বিশ্বামিত্র প্রভৃতির সিদ্ধি তপস্বীদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল । পূর্বজন্মের যোগাভ্যাস বশতঃই এই চারি প্রকার সিদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তাহা কেবল জন্মাদি নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া (ইহজন্মে) অভিযুক্ত হয় । এই হেতু বিশ্বাস পূর্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কেননা, ইহজন্মে কোনও প্রকার সিদ্ধি না দেখিতে পাইলেও জন্মান্তরে সেই যোগাভ্যাস সফলতা লাভ করে । সমাধি হইতে যে সকল 'সিদ্ধি' জন্মে, পূর্বপাদে তাহাদের বর্ণন করা হইয়াছে ।

(শঙ্কা) । আচ্ছা, এইরূপ শুনা যায় যে নন্দীশ্বরের তপঃপ্রভাবে, তাঁহার শরীর ইহজন্মেই ভগবান উমাপতির (কৃপা-) কটাক্ষদৃষ্টি মাত্রেই দেবশরীররূপে পরিণত হইয়াছিল । [শিবপুরাণ ৭৪ শং অধ্যায় দ্রষ্টব্য] সেইরূপস্থলে এই নরদেহ কখনই দেবাদিদেহের উপাদান হইতে পারে না । তাহা হইলে, সেই দেহের অন্তপ্রকার পরিণাম হওয়া উচিত ছিল না এবং যে নরদেহটি বিনষ্ট হইল, তাহার সেইরূপ নাশের কোনও কারণ ছিল না । আর সেই নরদেহের অবয়বসমূহ (দেবদেহের) উপাদান হইয়াছিল, এইরূপ বলা যায় না, কেননা তাহারা কেবলমাত্র নরদেহেরই হেতু (কার্যনির্বাহক) তাহাদের দ্বারা নরদেহভিন্ন অন্তপ্রকার দেহের কার্যনির্বাহক হওয়া সম্ভবপর নহে । এইরূপ আশঙ্কা নিরাকরণজন্য বলিতেছেন :—

জাতান্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাং ॥২॥

জাতান্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাং (ভবতি) ।

একজাতি হইতে যে জাতান্তরে পরিণাম হয়, তাহা প্রকৃতির আপুরণ হইতে হয় ।

প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিপথ্যন্ত সকল গুলিই প্রকৃতি (অর্থাৎ বিবিধ বিকৃতির কারণ) সেই সকল প্রকৃতি সর্বত্রই বিद्यমান । সেই হেতু নরদেহের অবয়ব সমূহে তাহাদের আপুরণ হইলে অর্থাৎ তাহারা ধর্ম (অধর্ম) প্রভৃতি নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া অবয়বে অনুপ্রবেশ করিলে, (নরদেহের) জাতান্তরপরিণাম সম্ভবপর হয়, যেমন প্রকৃতির অনুগ্রহবশতঃ বন প্রভৃতি স্থানে অগ্নিকণা বহু তৃণাদির রাশিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, সেইরূপ ।

(শঙ্কা) । আচ্ছা, উক্তরূপ প্রকৃতির আপুরণ ধর্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া হয় অথবা নিরপেক্ষভাবে হয়? ধর্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া হয়, এরূপ না বলিলে, সর্বত্রই প্রকৃতির আপুরণ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ।

(সমাধান) । এইরূপ আশঙ্কা করা চলে না, ধর্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া প্রকৃতির আপ্রণ হয় না, কেননা পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ) ধর্মাদিনিমিত্তকে প্রবর্তিত করিলেই ধর্মাদি প্রবর্তক হইতে পারে (নতুবা নহে)— এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে । এই হেতু বলিতেছেন :—

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত

ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

নিমিত্ত সকল প্রকৃতিসমূহের প্রযোজক নহে ; (নিমিত্ত সকল) প্রতিকূল নিমিত্ত সকলকে অপসারিত করে, (তদনন্তর প্রকৃতি স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়) ; যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রের আলি কাটিয়া দিলে জল স্বয়ং নিম্নতর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় সেইরূপ ।

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ বলেন, যে অনাগত পুরুষার্থই প্রকৃতিসকলকে প্রবর্তিত করিয়া থাকে । আমরা কিন্তু ঈশ্বরবাদী ; প্রকৃতিসকলের প্রবর্তন কার্যে ঈশ্বরই প্রবর্তক এই ‘আশর’ লইয়াই বলিয়া থাকি, ‘পুরুষার্থ প্রবর্তক’ । (ধর্মাদি) নিমিত্ত প্রকৃতি সকলের প্রবর্তক নহে, কেননা তাহার প্রকৃতির কার্য্য । (কার্য্য কখনও কারণের প্রবর্তক হইতে পারে না) । কিন্তু (“ততঃ”) তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্মাদি নিমিত্ত হইতে, প্রতিবন্ধের বাধ বা অপসারণ ঘটে । ধর্ম দ্বারা অধর্ম অপসারিত হইলে, প্রকৃতিসকল নিজে নিজেই দেবশরীরাদিরূপ পরিণাম ঘটাইতে প্রবৃত্ত হয় । পাপের আতিশয্য বশতঃ যখন পুণ্যের প্রতিবন্ধ ঘটে, তখন তিথ্যাগাদির শরীররূপে পরিণাম ঘটে, যেমন নহব রাজার সর্পরূপে পরিণতি ঘটিয়াছিল (মহাভারত, উত্তরাংশপর্ব, ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । সুত্রে যে ‘ক্ষেত্রিকবৎ’ (ক্ষেত্রিকের স্থায়) শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ এই যে ক্ষেত্রিকগণ (কৃষকেরা) স্ব স্ব ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্ত কেবল মাত্র মাটি কাটিয়া উন্নতভূমিরূপ প্রতিবন্ধ অপসারিত করিয়া থাকে, তদনন্তর জল নিজে নিজেই ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । এস্থলেও সেইরূপ ।

(শঙ্কা) । আচ্ছা, যোগী যখন এককালেই বিবিধ প্রকার ভোগ করিবার নিমিত্ত অনেক শরীর নির্মাণ করিয়া (পরিগ্রহ করেন), তখন সেই সকল দেহে অনেকগুলি চিত্ত কোথা হইতে আইসে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

নির্মাণ চিত্তান্মিত্তামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

নির্মাণচিত্তানি অস্তিত্তামাত্রাৎ (জায়ন্তে) ।

অস্তিত্তামাত্রের দ্বারা যোগীর নির্মাণ চিত্তসকল উৎপন্ন হয় ।

যোগ প্রভাবে নির্মিত হয় বলিয়া এই সকল চিত্তকে নির্মাণ চিত্ত কহে । যেমন যোগীর সঙ্কল্পবশে প্রকৃতির আপুরণ হইতে দেবোচ্চিহাদি কায় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অহঙ্কাররূপ প্রকৃতি হইতে নির্মাণ চিত্তসকল জন্মিয়া থাকে, ইহাই সূত্রার্থ ।

(শঙ্কা) আচ্ছা, চিত্তগুলি যখন পরস্পর বিভিন্ন, তাহাদের উদ্দেশ্যও সেইরূপ বিভিন্ন, সেই হেতু ‘নির্মাণচিত্ত’ নির্মাণকারী যোগীর ভোগও সিদ্ধ হয় না ।

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

প্রকৃতিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

একম্ চিত্তম্ অনেকেষাম্ প্রকৃতিভেদে প্রয়োজকম্ (নিয়ামকম্) (ভবতি) ।

একটি প্রধান চিত্ত বহু নির্মাণচিত্তের বিবিধপ্রকার প্রবৃত্তির নিয়ামক হয় । যোগী যোগবলে স্বকীয় ভোগের অনুকূল প্রবৃত্তিবিশেষের নিয়ামক এক চিত্ত নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহাই নির্মাণচিত্তসমূহের নায়কস্বরূপ হয় । সেইহেতু (যোগীর) ভোগ এবং ভোগের (পূর্ববর্তী সাধ্যসাধনাদির) অনুসন্ধান সম্ভবপর হয় ।

এইরূপে পূর্বোক্ত জন্ম প্রভৃতি পাঁচটি কারণজনিত পাঁচ প্রকারের সিদ্ধচিত্ত বর্ণিত হইল । (তন্মধ্যে যে প্রকারের চিত্ত অপবর্ণ বা মোক্ষের ভাগী হয়, সেই প্রকার চিত্ত নির্ধারণ করিতেছেন):—

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

তত্র ধ্যানজম্ (চিত্তম্) অনাশয়ম্ (ভবতি) ।

পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিচিত্ত আশয়হীন ।

প্রথম সূত্রে জন্ম প্রভৃতি যে পাঁচটি কারণ, উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে সমাধিরূপ কারণ হইতে যে চিত্ত জন্মে, তাহা ‘আশয়হীন’ অর্থাৎ ক্লেশকর্মবিপাকাদি বাসনাশূন্য বলিয়া মোক্ষের যোগ্য ।

যোগীর চিত্তও যেমন অনন্তসাধারণ, তাঁহার কর্মও সেইরূপ :—

কর্মাশুক্রাঙ্করমং যোগিন স্ত্রিনিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

যোগিনঃ কর্ম্ম শুক্রাঙ্করম্, ইতরেষাম্ ত্রিবিধম্ (ভবতি) ।

যোগীদিগের কার্য্য শুক্র-অঙ্কর, অপর সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ ।

বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য যে সকল কর্ম্মের ফল সুখ ভিন্ন অস্ত কিছু নহে, তাহা শুক্রকর্ম্ম । সেইরূপ কর্ম্ম তপঃস্বাধ্যায়াদিনিরত ব্যক্তিদিগেরই হইয়া

অভিব্যক্তি হয় ।

থাকে । ছুঃখই যে সকল কর্মের একমাত্র ফল, তাহাদিগকে কৃষ্ণকর্ম কহে । সেইরূপ কর্ম দুরাশ্রয়গণেরই হইয়া থাকে । বাক্য ও মন ব্যতীত অত্র অর্থাৎ বহিঃসাধনসাধ্য যে সকল কর্মের ফল সুখদুঃখমিশ্রিত, তাহাদিগকে শুক্লকৃষ্ণ কর্ম বলে । সেইরূপ কর্ম, যাহারা সোমযাগাদিতে রত, তাহাদিগেরই হইয়া থাকে, কেননা সেই সোমযাগাদি কর্মে ত্রীহি প্রভৃতির বিনাশ করিয়া পিপীলিকাদিকে পরিপীড়িত করিতে হয় এবং দক্ষিণাদান প্রভৃতি কর্ম দ্বারা অপরকে অনুগ্রহও করিতে হয়, সুতরাং সেইরূপ কর্ম সুখদুঃখাদি মিশ্রফলক । এই তিন প্রকার কর্ম ‘ইতরেযাং’—অপরের অর্থাৎ অযোগীদিগেরই হইয়া থাকে । যোগী কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া বাহ্যসাধনসাধ্য কর্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার কর্ম শুক্লকৃষ্ণ নহে এবং তিনি ক্ষীণক্লেশ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কর্ম কৃষ্ণ নহে, এবং তিনি যোগাভ্যাসজনিত ধর্মের ফলভোগ করিবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সেই ফল দৈশ্বরে সমর্পণ করায়, তাঁহার শুক্ল কর্মও নাই । এই হেতু তাঁহার কর্ম, চিন্তাশুদ্ধি ও বিবেকখ্যাতি সম্পাদন করিয়া কেবলমাত্র মোক্ষফল প্রদান করে বলিয়া ‘অশুদ্ধাকৃষ্ণ’ ।

কর্মের কথা বলিতে তৎপ্রসঙ্গে বাসনার অভিব্যক্তির কথা বলিতেছেন :—

তত স্তব্বিপাকানুরূপানামেবাভিব্যক্তিবাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ততঃ তব্বিপাকানুরূপানাম্ এব বাসনানাম্ অভিব্যক্তিঃ (ভবতি) ।

সেই (কৃষ্ণ, শুক্ল ও মিশ্র এই ত্রিবিধ) কর্ম হইতে তাহাদের বিপাকানুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি হয় ।

‘ততঃ’—তাহা হইতে অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ কর্ম হইতে, মৃত্যুর পরে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক প্রদানের নিমিত্ত পূর্বকর্মের অভিব্যক্তি হইলে সেই বিপাকের অনুরূপ বাসনা সকলেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; উক্ত বিপাকের বিরুদ্ধ বাসনা সকলের অভিব্যক্তি হয় না, ইহাই ভাবার্থ । যখন দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তখন নরকভোগ বাসনা সকল চিন্তে প্রস্রুত হইয়া থাকে, কেননা তাহাদের অভিব্যক্তি হইলে দিব্যভোগের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, ইহাই তাৎপর্য ।

(শঙ্ক) । আচ্ছা, স্বর্গলোকে দেবজন্মে, দেবোচিত ভোগ হইতে যে সকল সংস্কার জন্মিল, সেই সকল সংস্কার পরবর্তী কালে মনুষ্য, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যোনিতে মনুষ্য জন্মের ব্যবধানের পর আবার দেবজন্ম লাভ ঘটিলে, কি প্রকারে অভিব্যক্ত

হয়? পূর্বদিনের বাসনাসমূহ যেমন পরদিনে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ অব্যবহিত পূর্ববর্তী জন্মের বাসনাসমূহেরই পরবর্তী জন্মে আবির্ভূত হওয়া উচিত, কিন্তু কি হেতু সেইরূপ হয় না? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

জাতিদেশকালব্যবহিতানাং পান্যনন্তর্য্যং স্মৃতি

সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

জাতিদেশকালব্যবহিতানাং অপি আনন্তর্য্যম্ (ভবতি), স্মৃতিসংস্কারয়োঃ

একরূপত্বাৎ ।

বাসনাস্মৃতি ও বাসনা, অনেক জন্ম, দীর্ঘদেশ ও দীর্ঘকালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও অন্তরালহীনের মত প্রাভুত হয়, কেননা বাসনা ও স্মৃতি একবিষয়ক বলিয়া একরূপ, অর্থাৎ সংস্কারের প্রবুদ্ধতাবই স্মৃতি, স্মৃতির উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকিতে পারে না ।

যতপি, কেহ নিদ্রা হইতে উঠিলে তাহার অব্যবহিত পূর্বদিনের অনুভব হইতে যে সকল সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহারাই সাধারণতঃ অভিব্যক্ত হয়, কেননা সেই সকল সংস্কার (জন্মান্তর দ্বারা, কিম্বা দীর্ঘকাল দ্বারা, কিম্বা অল্প দেশ দ্বারা) ব্যবহিত হইয়া পড়ে নাই, তথাপি এই অনাদি সংসারে যে কর্মবশতঃ, যে জন্মে ভোগজনিত সংস্কার সকল সঞ্চিত হয়, সেই সকল সংস্কার, কোটি জন্ম দ্বারা, দেশান্তর দ্বারা বা শতকল্পকাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও, যখন তজ্জাতীয় কর্মবশতঃ সেইরূপ জন্ম, পুনঃ উপস্থিত হয়, তখন সেই কর্ম দ্বারা অথবা সেই জন্ম দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া অব্যবহিত হয়, অর্থাৎ তাহারা স্মৃতি দ্বারা ভোগাদির হেতু হয় । বিজাতীয় কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করিলে পর, পূর্বজন্মের সংস্কার সকল, অভিব্যক্তক নিমিত্তের অভাবে প্রাপ্ত থাকে, আর তাহাদের অভিব্যক্তক কর্ম ও জন্ম আছে বলিয়া, তাহারা ব্যবহিত হইলেও তাহাদের কর্ম ও জন্মদ্বারা অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয় । আর এ কথা বলিতে পার না যে, সেই জন্ম ও কর্ম বিজাতীয় হইলেও তাহারা অব্যবহিত বলিয়া তাহাদের সেই অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাসনা সকল, তদুভয়ের দ্বারা (অর্থাৎ বর্তমান জন্ম ও কর্ম দ্বারা স্মৃতিাদির (উৎপত্তির) নিমিত্ত অভিব্যক্ত হইতে ত' পারে ; (একরূপ বলিতে পার না) কেননা স্মৃতি ও সংস্কার একরূপই হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই—হয় ক্রিয়া, না হয় জ্ঞান, না হয় অস্ত্র কিছু-আসক্তি প্রভৃতি যখন শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে সংস্কার বলে । সেই সংস্কার তুল্যবিষয়ক ক্রিয়াস্মৃতি প্রভৃতির হেতু হয় । তাহার

অর্থ এই—ক্রিয়ার সংস্কার ক্রিয়ার আকারে, জ্ঞানসংস্কার স্মৃতির আকারে, অস্ত্র সংস্কার অস্ত্র আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় । এইরূপে স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে ভেদ না থাকাতে এবং তাহারা এক বিষয়ক হওয়াতে, তাহাদের একরূপতা হেতু, তাহাদের আনন্তর্য্য বা কার্য্যাকারণ ভাব হয় । বিজাতীয়ের মধ্যে সেইরূপ কার্য্যাকারণ ভাব হইতে পারে না । ব্যবধানদ্বারা, সংস্কারের, আপনা হইতে ভিন্নরূপ কার্য্যের উৎপাদকতা আসিতে পারে না ; কেননা তাহা হইলে ত' ঘট অল্পভব করিলে, সেই অল্পভব জনিত সংস্কারের অব্যবহিত পরেই যে বস্তু অল্পভব করা হয় নাই তাহার স্মৃতি হইতে পারে ।

চার্কা (এবং তন্মাতাবলম্বিগণ) বলিয়া থাকেন, জন্মান্তরের অর্জিত বাসনা সকল কখনই থাকে না । তাঁহাকে (বা তন্মাতাবলম্বিগণকে) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তাসাম্ অনাদিত্বং চ (যথা আনন্তর্য্যং) আশিষিঃ নিত্যত্বাৎ ।

বাসনাসমূহের (যেমন কার্য্যাকারণভাব,) সেইরূপ অনাদিত্বও আছে, কেননা “আশীঃ” “আমি যেন চিরদিনই থাকি” এইরূপ আকাঙ্ক্ষা নিত্য অব্যভিচারিভাবে সকল প্রাপ্তিস্থলভ ।

‘তাসাম্’—সেই সকল বাসনার যে কেবল আনন্তর্য্য বা কার্য্যাকারণ সম্বন্ধ, তাহাই নহে, তাহাদের ‘অনাদিত্বং চ’ অনাদিতাও আছে, অর্থাৎ তাহারা অনাদিও বটে । ‘আশিষিঃ নিত্যত্বাৎ,’ ‘আমি যেন চিরদিনই থাকি’ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা মরণত্রাস অব্যভিচারিভাবে সর্ব্বজনে অর্থাৎ সকল জন্তুতেই বিদ্যমান । এস্থলে গূঢ় অভিপ্রায় এই—জন্মিবামাত্রই জীব কল্পনাদি দৃষ্ট হয় ; তাহা দেখিয়া মৃত্যুভয়ের অনুমান করা যায় ; তাহা অব্যভিচারিভাবে দেখ্যবস্তুর ও দুঃখের অনুস্মৃতি সূচনা করিয়া দেয় । সেই দ্বৈগুণ্যস্মৃতি আবার বাসনার সূচনা করে ; তাহা আবার মরণজনিত দুঃখানুভবের সূচনা করে । সেই মরণজনিত দুঃখানুভব আবার বর্ত্তমানজন্মে ঘটতে পারে না বলিয়া, তাহা জন্মান্তর সূচনা করিয়া থাকে । এইরূপে সেই সকল বাসনার অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় ।

(শঙ্কা) । ভাল, দেহ যখন আত্মা নহে তখন জন্মমরণভয় কাহার ? (অভয়ত্বাৎ) আত্মা ত অনাদি ও অনন্ত । এবং সেইহেতু ভয়শূন্য ।

(সমাধান) । উত্তরে বলি সেই জন্মমরণভয় চিন্তের ; চিন্তাই অনাদি সংস্কার দ্বারা ব্যাপ্ত এবং অহঙ্কার (যাহা গগণমণ্ডলের তায় ত্রৈলোক্যব্যাপী তাহা) হইতে

উৎপন্ন বলিয়া, ইহা বিভূ ; বিভূ হইলেও, যে যে দেহের সহিত ইহার সম্বন্ধ হয়, সেই সেই দেহের পরিমাণ অনুসারে, (যথাক্রমে ঘট মধ্যে ও প্রাসাদ মধ্যে স্থাপিত প্রদীপের তায়) সঙ্কোচ বিকাশশীল বৃত্তি লাভ করে ; তাহাই জন্ম, আর সেইরূপ বৃত্তির উপরম বা অন্তঃস্বয়ং মরণ (অর্থাৎ একদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ অন্তরাবস্থায় (মধ্যাবস্থায়) চিত্তের আতিবাহিক শরীরাকার ধরিয়া অবস্থান) এবং সেই সময়ে হুঃখ ইত্যাদিরূপ সকল সংসার বা জন্মমরণপরম্পরা-প্রাপ্তি এইরূপে সঙ্গত হয় এবং ঘটিয়া থাকে ।

(শঙ্কা) । ভাল ; বাসনা সকল অনাদি, স্মৃতরাং কি প্রকারে তাহাদের উচ্ছেদ হইতে পারে ? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে

তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

(বাসনানাম্) হেতুফলাশ্রয়ালম্বনঃ সংগৃহীতত্বাৎ এষাম্ অভাবে তদভাবঃ (ভবতি) ।

বাসনা সকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারা সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাদিগের অভাব হইলে, সেই বাসনারও অভাব হয় ।

এই সকল বাসনা পুরুষের তায় অনাদি নহে, কিন্তু তাহারা কার্য্যমাত্র । এইরূপে তাহারা প্রবাহাকারে অনাদি ; এই হেতু তাহাদের কারণের উচ্ছেদ হইলে তাহাদের (অর্থাৎ বাসনা সমূহের) উচ্ছেদ সম্ভব । দেখ, অবিজ্ঞা পূর্ব পূর্ব ভ্রমের সংস্কার মাত্র । সেই অবিজ্ঞা ‘আমি’ এইরূপ অস্মিতার হেতু । সেই অস্মিতা আবার ‘আমি মনুষ্য,’ ‘ইহা আমার অনিষ্ট’ এইরূপ ভ্রমের কারণ । সেই ভ্রম আবার, রাগদ্বেষের কারণ । সেই রাগদ্বেষ আবার পরের প্রতি নিগ্রহ অনুগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ হয় । সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম আবার ভোগের কারণ হয় । সেই ভোগ আবার বাসনার কারণ হয় । সেই বাসনা আবার ভ্রমাদির কারণ হয় ; এইরূপে অনাদি সংসারচক্র নিরন্তর আবর্তন করিতে থাকে সেই সংসারচক্রে বাসনা সকলের হেতু হইতেছে ক্লেশ ও কর্ম্ম, ফল হইতেছে দেহ, আয়ু এবং ভোগ । আশ্রয় হইতেছে চিত্ত ; এবং আলম্বন হইতেছে শব্দাদি বিষয় । এই হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারা (ক্লেশ, কর্ম্ম, দেহ, আয়ু ভোগ, চিত্ত, বিষয় দ্বারা) বাসনা সকল সংগৃহীত অর্থাৎ সঙ্কিত হইয়া থাকে বলিয়া, ক্রিয়াযোগ যে যোগের অঙ্গ সেই যোগের অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ সহিত অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে “অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি” (২।২৬) জন্মে, তদ্বারাই তাহাদের (হেতু প্রভৃতির) উচ্ছেদ হইলে, কারণের অভাবে বাসনারও উচ্ছেদ হয়, ইহাই ভাবার্থ ।

ভাল, আপনারা সংকার্যবাদী ; আপনাদের মতে সংস্কারসকল সং । তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভাব ঘটিতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মণাম্ ॥ ১২ ॥

অতীতানাগতং স্বরূপতঃ অস্তি, ধর্মণাম্ অধ্বভেদাৎ ।

অতীত বস্তু ও অনাগত বস্তু স্বরূপতঃ আছে ; কেননা ধর্ম সকলের অধ্বভেদ অর্থাৎ কালভেদ বশতঃই এইরূপ অতীত-অনাগতরূপে ব্যবহার হয় ।

অসং বস্তুর উৎপত্তি নাই এবং সংবস্তুর বিনাশ নাই । কারণ শ্রীমন্তগবাকীতারূপ শ্রুতি বলিতেছেন—

“নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ । (গীতা ২।১৬) । অসং বস্তুর অস্তিত্ব নাই এবং সংবস্তুর অভাব (বিলোপ) নাই ।

“বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন । ভবিষ্যানি চ ভূতানি” (গীতা ৭।২৬) । হে অর্জুন, আমি যে সকল ভূত একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহারা বর্তমান রহিয়াছে, এবং যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে তাহাদের সকলকেই জানিতেছি ।

এই বাক্য দ্বারা অতীত ও অনাগত বস্তু, বর্তমান বস্তুর স্থায় প্রত্যক্ষানুভবযোগ্য এই কথাই ভগবান্ বলিলেন । যে বস্তু অসং তাহার প্রত্যক্ষানুভব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? সেইহেতু অতীত ও অনাগত ধর্মসমূহ ধর্মিবস্তুতে শক্তিরূপে বিদ্যমানই রহিয়াছে ; এবং বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই যোগিগণ (অতীত, অনাগত ও বর্তমান) এই তিন প্রকার পরিণামে সংঘমাদি দ্বারা সেই ধর্মসমূহকে সাংক্ষাৎ করিয়া থাকেন, এবং কুস্তকার প্রভৃতিও নিজ নিজ বুদ্ধিতে আলিখিত বা প্রতিফলিত করিয়া (কাধ্যসমূহকে অভিযাক্ত) করে । অতীত ও অনাগত ধর্মসমূহ এক স্থির ধর্মিবস্তুর সহিত অম্বয়যুক্ত বা সম্বন্ধ থাকিলেই এইরূপ সম্ভব হয় বলিয়া, একটি স্থির ধর্মিবস্তু এইপ্রকারে সূচিত হইয়াছে ।

শঙ্কা—ভাল, তাহা হইলে বাসনাদি (সংস্কারাদি) বন্ধজনক বস্তু যখন সং অর্থাৎ থাকিয়াই যাইবে, তখন (বন্ধনাশক বলিয়া পরিচিত) তত্ত্বজ্ঞান ত’ নিষ্ফল হইয়া পড়ে ।

সমাধান—এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না । কেননা ধর্মসকল অতীতাত্মা, বর্তমানাত্মা ও অনাগতাত্মা এই তিন প্রকার ; তাহারা বর্তমানাত্মা হইলেই,

দুঃখাদিসংস্কার দ্বারা বিচিত্র চিত্ত, ব্যাপাররত ও অসংখ্যরূপে পরিণামি হইয়া ভোগ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখনই সেই চিত্তকে বন্ধ অর্থাৎ বন্ধের কারণ বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে, সেই চিত্ত নিরধিকার অর্থাৎ নির্বাণ্য হইয়া অতীতাত্ম্য প্রবিষ্ট (স্থাপিত) হয়; তখন সেই চিত্ত প্রকৃতিলীন হইয়া যায়; প্রকৃতিস্বরূপে সং হইলেও (সেই চিত্ত) আর ফিরিয়া আইসে না; কেননা তাহার পুনরুত্থানের বীজ যে পুরুষার্থবিষয়ক কর্তব্য (করিতে অবশিষ্ট ভোগাপবর্গসম্পাদন), তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে; ইহাই ভাবার্থ।

আচ্ছা এই যে বলা হইল, অতীত ও অনাগত বস্তু স্বরূপতঃ রহিয়াছে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই, সেই স্বরূপ কি প্রকার? এই হেতু বলিতেছেন—

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

তে (ধর্ম্যঃ) ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ, (পরমার্থতঃ) গুণাত্মানঃ (ভবন্তি) ।

সেই ধর্ম সকল (বর্তমানাত্ম্য) ব্যক্ত, এবং (অতীতানাগতাত্ম্য) সূক্ষ্ম কিন্তু (পরমার্থতঃ) ত্রিগুণস্বরূপ (সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক) ।

“ব্যক্ত” শব্দের অর্থ বর্তমান অধ্বায় বিद्यমান, সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ অতীত ও অনাগত অধ্বা প্রাপ্ত। “তে” অর্থাৎ সেই মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি বিশেষ ভাবাপন্ন ধর্ম সকল, “গুণাত্মানঃ”—সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপ। সকল পদার্থই সূত্রঃখমোহাত্মক গুণান্বিত বলিয়া, উক্ত গুণত্রয়ই তাহাদের প্রকৃতি; সূত্রাং উক্ত পদার্থ সকল গুণত্রয়স্বরূপ, যেমন ঘটাদি পদার্থ সৃষ্টিকার সহিত অস্থিত বলিয়া মৃৎস্বরূপ। প্রকৃতি ও বিকৃতি এতদ্বয়ের মধ্যে ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া (প্রকৃতিরূপ গুণসমূহ ও বিকৃতিরূপ মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি বস্তু সকল, এই উভয়ের মধ্যে) গুণসমূহ পরিণামি-নিত্য (অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য নহে)। অপর সকল পদার্থ প্রতিক্ষণপরিণামশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী। পুরুষ কিন্তু কূটস্থ। এই কথাই ব্যাসভাষ্যে এইরূপে কথিত হইয়াছে।

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি ।

যত্ত্বং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মার্টেব সূতুচ্ছকম্ ॥

[বার্ষগণ্যাত্ম্য প্রণীত “যন্তিতত্ত্ব” (যন্তিপদার্থপ্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্র বিশেষ)।]

গুণত্রয়ের পরম অর্থাৎ বিশুদ্ধ রূপ জ্ঞানের গোচরীভূত হয় না। যাহা জ্ঞানের গোচরীভূত হয়, তাহা মায়াই; তাহা অতিশয় তুচ্ছ। “মার্টেব সূতুচ্ছকং”—অর্থাৎ ঐক্স্যানিক বস্তুর দ্বায় ক্ষণবিধ্বংসী।

শব্দা—ভাল, যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ পরিণামী হইল, তাহা হইলে তিনটি পরিণামের প্রত্যেকটির (পৃথক্ হওয়া উচিত), এক হওয়া উচিত নহে ; দেখুন মৃত্তিকা, সূতা, এবং দুগ্ধ এই তিনটির ত' একই প্রকার পরিণাম দেখা যায় না । (কেননা ঘট, বস্ত্র ও দধি এই তিনটি পরিণাম, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপেই দৃষ্ট হয়) ।

এই শব্দের সমাধান করিবার জন্ত বলিতেছেন—

পরিণাটমকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

(গুণগাম্) পরিণামৈকত্বাৎ (একম্) বস্তুতত্ত্বম্ ।

গুণত্রয়ের পরিণামের একত্ববশতঃ অর্থাৎ তিনটি গুণ একযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া, (গুণত্রয় নির্মিত) প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ একটি বলিয়াই প্রতীত হয় (অর্থাৎ রূপরসাদি একবার শক্তিরূপে অর্থাৎ তমোগুণাত্মকরূপে, একবার ক্রিয়াকরূপে অর্থাৎ রজোগুণাত্মকরূপে ও বায়ান্তরে প্রকাশরূপে অর্থাৎ সত্ত্বগুণাত্মকরূপে প্রতীত হয় না) ।

অনেক বস্তুর একরূপ পরিণামও দেখা যায় । যেমন লবণের খনিতে নিক্ষিপ্ত গজ, অশ্ব প্রভৃতি সকলেরই একই লবণরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয় । বর্ষি, তৈল, অগ্নির একই দীপরূপ পরিণাম দৃষ্ট হইয়া থাকে । মৃত্তিকা, সূতা ও দুগ্ধের মধ্যে অঙ্গাদ্বিভাবে না থাকাতে তাহাদের পরিণামের একতা দেখা যায় না, (ভিন্নতাই দেখা যায়) । কিন্তু গুণত্রয়ের যে পরিণাম তাহা অঙ্গাদ্বিভাবে একই বলিয়া মহৎ প্রভৃতি বস্তুর স্বরূপ এক একটি হওয়াই সঙ্গত । তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ যখন অঙ্গী হয়, তখন গুণত্রয় হইতে একই বস্তু 'মহৎ' উৎপন্ন হয় ; সেই একই গুণত্রয় রজঃপ্রধান হইলে, তাহা হইতে 'অহঙ্কারের' উৎপত্তি এবং তমঃপ্রধান হইলে (সেই গুণত্রয় হইতে) 'পঞ্চতন্মাত্রের' উৎপত্তি হয় । তাহাদের প্রত্যেকটিই একত্ববিশিষ্ট । অহঙ্কার সাত্ত্বিক হইলে, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ, রাজসিক হইলে, তাহা হইতে কর্মেন্দ্রিয়সমূহ, এবং উভয়াত্মক হইলে, তাহা হইতে মনের উৎপত্তি হয় । এইরূপে শব্দতন্মাত্র যখন অঙ্গী হয়, তখন পঞ্চতন্মাত্রের আকাশরূপ একই পরিণাম হয় । এইরূপে স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের এক একটি অঙ্গী হইলে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতির এক একটি উৎপন্ন হয় । একই বস্তু হইতে যে বহু পরিণাম হয়, তাহা বহুপরিণামসংস্কাররূপ শক্তির বিচিত্রতাবশতঃই হইয়া থাকে । অধিক বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ।

শব্দ—আচ্ছা, চিন্ত ত’ ঋণিক বিজ্ঞানস্বরূপ ; সেই চিত্ত ব্যতীত অস্ত বস্তু নাই। যাহাকে প্রমেয় বস্তু বলা হয়, তাহা বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন। তাহার দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান। (বিজ্ঞানও একটি প্রমেয় বস্তু, তাহা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে।) আর ষটাদি বস্তুও প্রমেয়। অতএব একত্ব, নানাত্ব লইয়া চিন্তা বা বাদানুবাদ কিসের জন্ত ? কেননা চিত্ত, অনাদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রত্যয়স্বরূপ সংস্কার দ্বারা বিচিত্র ; সেই জন্ত উক্ত চিত্ত দ্রব্য ও গুণরূপে প্রতিভাত হয়। এইরূপ মতাবলম্বী ঋণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের প্রতি বলিতেছেন—

বস্তুসাম্যোহপি চিত্তভেদাত্তয়োৰ্বিভক্তঃ পস্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বস্তুসাম্যে অপি চিত্তভেদাৎ তয়োঃ পস্থাঃ বিভক্তাঃ (ভবতি) ।

বস্তুসাম্য থাকিলেও অর্থাৎ বস্তু এক হইলেও, চিত্তবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, তত্ত্বভয়ের অর্থাৎ চিত্ত ও বস্তুর পথ বিভক্ত অর্থাৎ তত্ত্বভয় স্বতন্ত্র বা পৃথক্ ।

“তয়োঃ”—তত্ত্বভয়ের অর্থাৎ চিত্ত ও বস্তুর, “বিভক্তাঃ পস্থাঃ”—ভিন্ন পথ । ইহার দ্বারা ইহাই বুঝান হইল যে চিত্ত ও বস্তুর মধ্যে বিজ্ঞান ও বিষয়রূপে ভেদ রহিয়াছে ; তত্ত্বভয় এক নহে। যদি বল কেন ? তত্ত্বভয়ে বলি “বস্তুসাম্যে অপি”—বস্তু এক হইলেও ; যেমন কোনও একটি নারীশরীর একটি মাত্র বস্তু হইলেও, “চিত্ত ভেদাৎ”—চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, নারীশরীর একটি মাত্র হইলেও তাহা পতির স্নেহ বিজ্ঞানের অর্থাৎ স্নেহানুভবের কারণ হয় ; তাহা না পাইলে কামকের মোহ ও বিষাদ উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই একই শরীর মোহ ও বিষাদ বিজ্ঞানের কারণ হয়। নিকাম ব্যক্তির সেই নারীশরীরে উপেক্ষা-বিজ্ঞান জন্মে। তুমি যে বস্তু দেখিয়াছ, সেই বস্তুই আমি দেখিয়াছি, এইরূপে সকলের বিসম্বাদ-শূন্য প্রত্য্যবিজ্ঞান (পূর্বজাত বস্তুর পুনর্বার জ্ঞান) হওয়াতে, ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, বস্তু এক, কিন্তু বিজ্ঞান অনেক। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ভেদ সিদ্ধ হয়। যাহা এক (একত্বপ্রতীতির বিষয়) তাহা (অনুমানে “পক্ষ”), যাহা অনেক (অনেকত্বপ্রতীতির বিষয়) তাহা হইতে ভিন্ন (অনুমানে “সাধ্য”) ; যেমন (এক) নীলবিজ্ঞান অনেক পীতবিজ্ঞান হইতে ভিন্ন (অনুমানে “দৃষ্টান্ত”) । আর (যেমন উপরে প্রতিপাদিত হইল) বস্তু এক ; এই হেতু তাহা, সেই বস্তু বিষয়ক অনেক বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। আর একথা বলিতে পার না যে, প্রমেয় বস্তু প্রমা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তত্ত্বভয় একই ; কেননা তাহা হইলে বিষয়বিষয়িত্বভাব থাকেনা। (অর্থাৎ প্রমেয় বিষয় এবং প্রমা বিষয়ী এইরূপ বিষয়বিষয়িকরূপে অনুভব সম্ভবপর হয় না।) আর কোন একটি বাহ্য বস্তু না থাকিলে, নীল পীতাদি আকারের

(নানা) বিজ্ঞান হওয়া উচিত নহে। আর একথা বলিতে পারনা যে (ভিন্ন ভিন্ন চিত্তগত) প্রমেররূপ বাসনাই তাহার (নানা বিজ্ঞানের) কারণ ; কেননা (তোমার মতে) বাসনা, হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহা হেতু হইতে পারে না। আর পক্ষান্তরে একথাও বলিতে পার না “আপনার একই রূপের বস্তু হইতে কি প্রকারে চিত্তের বিচিত্রতা অর্থাৎ বিজ্ঞানের নানাত্ব ঘটে ?” কেননা বস্তুমাত্রই ত্রিগুণাত্মক ; আর ধর্ম, অধর্ম ও অবিদ্যাকে নিমিত্ত করিয়া বস্তুর স্বরূপগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ উদ্ভিক্ত হইয়া আপেক্ষিক প্রাধান্ত লাভ করিয়া, সূখবিজ্ঞান, দুঃখবিজ্ঞান ও মোহ বিজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে ; আর তত্ত্বজ্ঞানকে নিমিত্ত করিয়া গুণত্রয় সাম্যভাব অবলম্বন করিলে, তাহারা (গুণত্রয়) উপেক্ষার বা উপেক্ষারূপ বিজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে, এইরূপ নির্দ্বারণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সেই কারণেও বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বস্তু বিद्यমান আছে।

আর কেহ কেহ এইরূপ বলেন—বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু বিद्यমান থাকে, থাকুক, কিন্তু সেই বস্তু জড় অর্থাৎ অচেতন বলিয়া বিজ্ঞানগ্রাহ্য অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব বিজ্ঞানমাপেক্ষ ; তাহা প্রাতিভাসিক, তাহা অজ্ঞাত নহে (অর্থাৎ তাহাও বিজ্ঞানগ্রাহ্য বিজ্ঞান)। তাহা হইলে সেই বস্তু সম্বন্ধে বলিতে হইবে—কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হয়। যদি বলা যায় (সেই বস্তুর উৎপত্তি) গ্রাহক বিজ্ঞানরূপ চিত্ত হইতে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—যট এই একটি বস্তু কি চৈত্রের অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি বিশেষের, চিত্তের কার্য অর্থাৎ সেই এক ব্যক্তির চিত্ত হইতে উৎপন্ন, অথবা তাহা চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির চিত্তের কার্য ? প্রথমটি হইতে পারেনা অর্থাৎ তাহা (ঘটরূপ একটি কার্য) ব্যক্তি-বিশেষের চিত্তের কার্য হইতে পারে না। কেননা—

ন চৈকচিত্ততত্ত্বং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিংস্ত্রাং ॥ ১৬ ॥

ন চ একচিত্ততত্ত্বং বস্তু, (যদা) তৎ অপ্রমাণকম্ (স্ত্রাং), তদা কিম্ স্ত্রাং ?

বস্তু একচিত্তাধীন অর্থাৎ এক জ্ঞানাধীন নহে। কেননা যখন সেই চিত্ত সেই বস্তু বিষয়ে প্রমাণ না হয় অর্থাৎ যখন সেইবস্তু সেই চিত্ত দ্বারা প্রমিত না হয়, তখন তাহা কি হইবে ?

যদি ঘটরূপ বস্তু একটিমাত্র চিত্তের কার্য হয়, তাহা হইলে সেই চিত্ত, পট প্রভৃতি বস্তুতে ব্যগ্র বা তন্নিবিষ্ট হইলে, সেই বস্তুটি অপ্রামাণিক হইয়া—চিত্তরূপ প্রমাণকে হারাইয়া, কি বিলুপ্ত হইবে ? ইহাই স্মরণার্থ। আর একথা বলিতে পার না “আপনার এ আপত্তি অনভিমত নহে (অর্থাৎ বস্তুটি বিলুপ্তই হইয়া যাইবে),

কেননা আবার যখন সেই বস্তুটির দর্শন হয়, তখন সেই ঘটটি এই—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের (পূর্বজ্ঞাত বস্তুর পুনর্ব্যবহার জ্ঞানের) কোনও বাধা হয় না। আর, এক চিত্ত (অর্থাৎ ঘট যাহার গোচর হইয়াছিল সেই চিত্ত) দ্রব্যান্তরে ব্যগ্র (নিবিষ্ট) থাকিলেও, অল্প চিত্ত তাহাকে দর্শন করে। সেই হেতু বস্তু একচিত্তাধীন নহে, তাহা অনেক চিত্তাধীনও নহে (অর্থাৎ অনেক গ্রাহকবিজ্ঞানরূপ চিত্ত হইতে উৎপন্ন প্রাতিভাসিকও নহে, কেননা প্রাতিভাসিক বস্তু স্বপ্নের স্থায় এক চিত্তাধীন (অর্থাৎ আমার স্বপ্ন যেমন আমারই প্রতীতির বিষয়, সেইরূপ প্রাতিভাসিক বস্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রতীতির বিষয়) এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে। (তাহা হইলে) যে ঘটটি পূর্বে একটি চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরে অনেক চিত্তের সহিত সম্বন্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত হইলে, পূর্ব দৃষ্ট ঘট হইতে ভিন্ন অল্প ঘটের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মানিতে হয়, কেননা এই ঘটের সামগ্রীর বিলক্ষণতা ঘটতেছে, (অর্থাৎ ইহাকে অনেক চিত্তের অনেক বিজ্ঞাননির্মিত বলিয়া মানিতে হয়)।*

আচ্ছা, তুমি কি বলিতে চাও যে, যখন তুমি নিজের উদর দেখিতেছ তখন তোমার পৃষ্ঠদেশ নাই ? কিম্বা যখন পৃষ্ঠের দিকে মুখ ফিরাও, তখন তোমার উদর নাই ? এই হেতু, বস্তু প্রাতিভাসিক নহে, কিন্তু চিত্ত হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র, ইহা সিদ্ধ হইল।

(শঙ্ক)—ভাল ; তাহা হইলে, আপনার সিদ্ধান্তে চিত্তকে যে বিভূ পদার্থ বলিয়া মানা হয়, সেই হেতু তাহার সহিত সকল বস্তুরই সম্বন্ধ থাকাতে, সেই চিত্তের ত' সকল বস্তুই সর্বদা জানা সম্ভব হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

তদুপরাগাপেক্ষত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

তদুপরাগাপেক্ষত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ (ভবতি)।

(চিত্ত), বস্তুর উপরাগের অপেক্ষা করে বলিয়া চিত্তের পক্ষে বস্তু ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়।

* অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্থায় একচিত্তাধীন ; এক ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া, একের স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে যে উপাদানে নির্মিত, অপরের স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন উপাদানে নির্মিত হইবে, হুতরাং বস্তুকে প্রাতিভাসিক বলিয়া মানিলে, একচিত্তকর্তৃক দৃষ্ট ঘট যখন অনেক চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তখন সেই ঘটের উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক চিত্তের অনেক বিজ্ঞান সেই একই ঘটকে ভিন্ন ভিন্ন বহু ঘটরূপে নির্মিত করিবে, ইহাই মানিতে হয়।

যত্বপি চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল আহঙ্কারিক (অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন) বলিয়া বিভূপদার্থ, তথাপি তাহারা অহঙ্কারে স্তম্ভ থাকি কালে, তাহাদের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় না ; স্তম্ভতাং তাহারা বিষয়ের ক্ষুণ্ণিত্ব (প্রকাশের) প্রতি কারণ হইতে পারে না ; কিন্তু সেই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল যখন কর্মদ্বারা (ধর্মাদধর্মবশতঃ) অভিযাক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত হয়, (তখন তাহারা বিষয়ক্ষুণ্ণিত্ব কারণ হয়)। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর চিত্তে উপরাগ (ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্তে যে বস্তুর আকার অঙ্কিত) হয়, সেই বস্তু বিষয়ে, চিত্ত আপনাতে অবস্থিত চিত্ত-প্রতিবিম্বরূপ ক্ষুণ্ণিত্ব বা প্রকাশ ধারণ করে। সেই বস্তুকেই পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আপনার প্রতিবিম্ব দ্বারা, সেই বস্তুর আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত হয় বা প্রকাশ করে, অন্য বস্তুকে নহে ; (অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে না বা জানে না)। এইরূপে বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়। অতএব চিত্ত সেই বস্তুর উপরাগসাপেক্ষ হইয়া কখনও সেই বস্তুকে জানিতে পারে, কখনও পারে না। এইরূপে চিত্ত জ্ঞাতজ্ঞাত বিষয়ানুসারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় ; ইহাই তাৎপর্য। ১৭।

শঙ্কা—তাহা হইলে আত্মা ত' পরিণামী।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

সদা জ্ঞাতাশ্চিৎতত্ত্বস্তত্ত্বস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্য-

পরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

চিত্তবৃত্তয়ঃ^{৩৫} প্রভোঃ সদা জ্ঞাতাঃ (ভবন্তি), পুরুষস্ত অপরিণামিত্বাৎ।

চিত্তবৃত্তিসকল প্রভুর অর্থাৎ পুরুষরূপ দ্রষ্টার সর্বদাই জ্ঞাত হইয়া থাকে, যেহেতু পুরুষ অপরিণামী।

ক্ষিপ্ত, মুঢ় প্রভৃতি সকল প্রকার বৃত্তির সহিত চিত্ত, পুরুষের বিষয় (জ্ঞেয়) হইয়া থাকে। চিত্ত যেমন শব্দাদিরূপ আপনার বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই তাহাকে জানিতে পারে, পুরুষ যদি সেই আপনার চিত্তরূপ বিষয় বিদ্যমান থাকিতে তাহাকে না জানিতে পারেন, তাহা হইলে পুরুষ চিত্তের ত্রায় পরিণামী হইয়া পড়েন ; কেননা সেই সেই বিষয়ের আকারে আকারিত বৃত্তিরূপ পরিণামকে অপেক্ষা করিয়া সেই জ্ঞাতৃত্ব সম্ভাবিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ পুরুষেও বৃত্তিরূপ পরিণাম মানিতে হয়)। তাহা হইলে দুইটা পরিণামীর প্রয়োজন কি ? এইহেতু (অর্থাৎ দুইটা পরিণামী মানিলে) পুরুষ চিত্ত হইতে ভিন্ন বস্তু হইবেন না। শব্দাদি আকারের চিত্তবৃত্তি সকল বিদ্যমান থাকিলে, তাহারা জ্ঞাত হইয়া ভোগ্যস্বরূপ হয় ; তাহারা সেই ভোগ্যের প্রভুর অর্থাৎ ভোক্তার অপরিণামিত্বই জানাইয়া

দেয় অর্থাৎ পুরুষকে অপরিণামী বলিয়া প্রমাণ করে। সাক্ষীকে অপরিণামী হইতেই হয় বলিয়া সেই চিত্তবৃত্তি সকল স্বয়ং সর্বদাই জ্ঞাত হইয়া থাকে, অত্ৰ কোন অবস্থায় অর্থাৎ সাক্ষী পরিণামী হইলে (বদলাইতে থাকিলে) তাহারা সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারে না ; ইহাই তাৎপর্য । *

শঙ্কা—ভাল, চিত্তকেই যদি ক্ষণিক, স্বপ্রকাশ এবং আপনার বিষয়ের সহিত আপনাকেও প্রকাশ করিতে সমর্থ, বলা যায়, তাহা হইলে, (চিত্ত হইতে ভিন্ন অত্ৰ আর) একটা সাক্ষী মানিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

তৎ (চিত্তং) ন স্বাভাসং, দৃশ্যত্বাৎ ।

সেই চিত্ত স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ নহে, কেননা তাহা নিজেই দৃশ্য অর্থাৎ পরপ্রকাশ ।

যেদ্রুপ বলা হয় রূপবান্ ঘট (অর্থাৎ ঘট পরপ্রকাশ) সেইরূপ লোকে বলিয়া থাকে ‘আমি স্মৃখী,’ ‘আমি ক্রুদ্ধ,’ ‘আমার মন শান্ত,’ এইরূপে (‘আমি’ বা ‘মন’ শব্দ দ্বারা সূচিত) চিত্ত, দৃশ্য বলিয়া তাহা স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ নহে; ইহাই সূত্রের অর্থ ।

অভিপ্রায় এই—এই ‘স্বপ্রকাশতা’ কি প্রকার? নিজ হইতে অভিন্ন প্রকাশরূপ ক্রিয়ার কৰ্ম্মত্ব, স্বপ্রকাশতা নহে (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলিতে এরূপ বুঝায় না যে, যাহা প্রকাশস্বরূপ, তাহা নিজেই আবার সেই প্রকাশরূপ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম) ; কেননা একই বস্তু, ক্রিয়া ও কৰ্ম্ম হইতে পারে না । গতি কখনই গমন ক্রিয়ার কৰ্ম্ম হইতে পারে না ; গ্রামই (বা তজ্জাতীয় পদার্থই) গমনক্রিয়ার কৰ্ম্ম হইতে পারে । আর একথা বলা চলে না যে, পুরুষ যেমন আপনা হইতে ভিন্ন প্রকাশের বিষয় নহে, চিত্তও সেইরূপ ; কেননা, সকলেই এইরূপ অনুভব করে “আমার মন ক্রুদ্ধ হইয়াছে,” এইরূপে মন অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে । এই হেতু, চিত্ত দৃশ্য বলিয়া, ইহার আপনা হইতে ভিন্ন এক পৃথক দ্রষ্টা আছে ; সেই চিত্ত “আমি সেই” (অর্থাৎ মে আমি অপ্রসন্ন ছিলাম, সেই আমি প্রসন্ন হইয়াছি) এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (পূর্বদৃষ্টবস্তুর পুনর্ব্বার জ্ঞান) করিয়া থাকে বলিয়া, ইহা ক্ষণিক নহে ।

* “সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ” “নৈকমাসিকিঃ” ২।৭৭—জ্ঞানোত্তম কৃত টীকা—“বিকারিণঃ সাক্ষিত্ব-মহুপপন্নম্ । আত্মা চ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিসাক্ষী” । মোট কথা, যদি কোনও চিত্তবৃত্তির অজ্ঞাত থাকা সম্ভব হইত, তাহা হইলে “আমি জানিতেছি বা জানিতেছি না” এইরূপ সংশয় হইত ।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

একসময়ে চ উভয়ানবধারণম্ ।

আরও দেখ একই সময়ে চিত্ত ও চৈতন্য এবং চিত্ত ও বাহ্য বস্তু এই উভয়ের অবধারণ (নিশ্চয় বা জ্ঞান) সম্ভব হয় না ।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতে একইক্ষণে যে চিত্ত ও চৈতন্য এই দুইটির অবধারণ বা জ্ঞান মানিতে হয়, তাহা সম্ভবপর নহে । ইহাই সূত্রার্থ । দেখ “আমি ঘট দেখিয়াছিলাম” এইরূপ যে অনুভূতি হয়, তাহাতে চিত্ত ও (চিত্তগ্রাহ্য) বস্তু এই দুইটির যে স্বরণ, তাহা চিত্ত ও (চিত্তগ্রাহ্য) বস্তু এই উভয়ের অনুভব হইতেই উৎপন্ন হয় । তাহাতে যে ক্ষণে চিত্তের অনুভব হইয়াছিল, সেইক্ষণে উভয়ের অর্থাৎ চিত্ত ও গ্রাহ্য বস্তু এই দুইটিরই অনুভব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? আর একথা বলা চলে না যে উভয়ের অনুভবের নামই চিত্ত । যদি বল (চিত্তগ্রাহ্য) বস্তু চিত্ত হইতে উৎপন্ন, তাহা হইলে যে ক্ষণে বস্তুটির অনুভব হয়, সেইক্ষণে চিত্ত থাকে না (কারণ ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদীর মতে সবই ক্ষণিক) । আর যদি বল বস্তুটি চিত্ত হইতে অনুৎপন্ন কিন্তু সমকালিক, তাহা হইলেও সেই একই ক্ষণে বস্তুর উৎপত্তি ও চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং সেই হেতু বস্তুটিও চিত্তের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না । আর যদি বল তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ না হইলেও, চিত্ত বাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে চিত্তকে সর্বজ্ঞ বলিতে হয় (তাহা ত’ বস্তুতঃ নহে) । আরও দেখ সৌগতগণই বলিয়াছেন—

“অতদুৎপত্তিরতদাত্মা চ তেন ন গ্রহ্যতে” ।

বাহ্য চিত্ত হইতে উৎপন্ন নহে, এবং চিত্তের সহিত বাহ্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ না হয়, তাহা চিত্তের গ্রাহ্য হইতে পারে না । চিত্ত (নিজে পুরুষের দৃশ্য বলিয়া) আপনাই আপনাকে গ্রহণ করিতে পারে না (জানিতে পারে না,) একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর আপনার (চিত্তের নিজের) এবং (চিত্ত গ্রাহ্য) বস্তুর, এতদুভয়ের অনুভব এই দুইটিও চিত্ত নহে । যে বস্তু অতিক্ষণিক, তাহার উৎপত্তি ভিন্ন অস্ত্র ব্যাপার হইতেই পারে না, কারণ কথিত হইয়াছে :—

“ভূতির্যেষাং ক্রিয়াটসব কারকং সৈব চোচ্যতে”

তাহাদের উৎপত্তিই তাহাদের একমাত্র ক্রিয়া এবং তাহাকেই কারক (ক্রিয়াসম্ব্যক) বলা হয় । আর একই বস্তু হইতে ব্যাপারের ভিন্নতা না হইলে

কার্যের ভেদ হইতে পারে না । স্বপ্নেও চিত্ত একই সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্পাদন করিতে পারে না । সেই হেতু সাক্ষীই, চিত্ত ও চৈতন্য * (চেতা-চিত্তগ্রাহ্য বস্তু ?) এই উভয়ের অনুভব করিয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল ।

(শঙ্কা)—ভাল, চিত্ত যেন আপনিই আপনার দৃশ্য না হইল ; চিত্ত অল্প চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ ত' বলা চলে । তাহা হইলে সাক্ষী মানিবার প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধিবুদ্ধে রতি

প্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥২১॥

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে (সতি) বুদ্ধিবুদ্ধে: অতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করঃ (ভবতি) ।

চিত্তকে অল্প চিত্তের দৃশ্য বলিয়া মানিলে, বুদ্ধির দ্রষ্টা অল্প বুদ্ধি স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া পড়ে ; তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ—অসংখ্যবুদ্ধিকল্পনাজনিত অনবস্থা দোষ—আসিয়া পড়ে এবং অসংখ্য স্মৃতির মিশ্রণ ও অনিবার্য হয় ।

যদি নীল বস্তুর আকারে আকারিত চিত্ত অল্প চিত্তের দৃশ্য হয়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধি রূপ (অর্থাৎ দর্শক বা নিশ্চয়কর্তা) চিত্ত অল্প বুদ্ধির দৃশ্য হইবে, সেই বুদ্ধি আবার অল্প বুদ্ধির, এইরূপে 'অনবস্থা' নামক দোষ (Regressus and infinitum) আসিয়া পড়ে ।

আর যদি বল—ভাল, দুই তিনটি, অথবা তিন চারিটি, অথবা পাঁচ ছয়টি চিত্ত-স্বরূপ ধরা যাউক না কেন, তাহা হইলে ত' অনবস্থা দোষ হইবে না, তবে বলিও ঠিক এইরূপ বলিতে পার না ; কেননা কোন্ চিত্তটি গ্রাহক তাহার নিশ্চয় না হইলে, কোন্ চিত্তটি তাহার গ্রাহ্য হইল, তাহারও নিশ্চয় হয় না । “গৃহে ঘট দেখা গিয়াছে কি না” যদি এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় এবং “দেখা যায় নাই” এইরূপ ব্যতিরেক-নিশ্চয় (নিষেধ মুখে নিশ্চয়) হয়, তাহা হইলে বস্তু নিশ্চয় না হওয়াতে কোনটি যে জ্ঞানচিত্ত (অর্থাৎ কোন্ চিত্তটি যে বস্তুর গ্রাহক) তাহারও নিশ্চয় হইল না । তাহা হইলে জ্ঞানচিত্তের অনিশ্চয় বশতঃ বস্তুর অনিশ্চয়ের হেতু পাওয়া গেল না ;

* . মূলের পাঠ “চিত্তচৈতন্যয়োর্মুভব ইতি সিদ্ধম্” । এই পাঠ “চিত্তচেতায়োরনুভবঃ” এইরূপ হইলেই অধিকতর সমীচীন হয় । চিত্ত ও চিত্তগ্রাহ্য বস্তু এতদুভয়ের অনুভব । বস্তুতঃ যোগস্থাপনকারী টীকায় যোগমপিপ্রভার এই অংশের তাৎপর্য এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে “তস্মাৎ পুরুষ এব চিত্তার্থায়োরবভাসকো, ন চিত্তম্—ইত্যর্থঃ” ।

আপনার বুদ্ধিকে জানিতে পারে ।

আর সেই সেই অসংখ্য চিত্তের অমুভব হইতে যে অসংখ্য চিত্তস্বৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরস্পর মিশ্রণও অনিবার্য হইয়া পড়ে । স্বৃতি অসংখ্য হইলে তাহাদের গ্রহণও অসম্ভব হওয়ায় এবং গ্রাহক চিত্ত না থাকায়, “এইটি নীল চিত্তের স্বৃতি; এইটিই পীত চিত্তের স্বৃতি” এইরূপ বিভাগ করাও চলে না । ইহাই সূত্রের তাৎপর্য । অধিকন্তু সকল চিত্ত দীপসমূহের স্থায় পরস্পর একরূপ বলিয়া, কোন চিত্তটি বস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক হইল, তাহার নিশ্চয় করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে । এইহেতু সিদ্ধ হইল যে চিত্ত সাক্ষিবেত্ত্ব, অর্থাৎ চিত্ত চিত্তান্তরের বেত্ত্ব নহে, পুরুষ-রূপ সাক্ষীরই বেত্ত্ব ।

(শঙ্কর)—ভাল, সাক্ষী হইল কূটস্থ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার । সেই সাক্ষীর পক্ষে ক্রিয়ানিষ্পাদন পূর্বক চিত্তের সহিত সষক্কাপন হইতেই পারে না । তাহা হইলে চিত্ত কি প্রকারে সাক্ষীর সন্মুখ হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

চিত্তেরপ্রতিসংক্রম্যাস্তদাকারতাপত্তৌ স্ববুদ্ধি-

সম্ব্বেদনম্ ॥২২॥

অপ্রতিসংক্রম্যাস্ চিত্তে তদাকারতাপত্তৌ (সত্যাম্) স্ববুদ্ধিসম্ব্বেদনং (ভবতি) ।

চিত্তশক্তি (পুরুষ) (অপরিণামিনী বলিয়া) প্রতিসংস্পর্শত্বা অর্থাৎ ঘটাদি বস্তুর প্রতি গমন করিয়া তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার প্রতিবিম্ব পাইয়া বুদ্ধি চিত্তশক্তির আকার প্রাপ্ত হইলে, চিত্তশক্তির আপন বুদ্ধির সম্ব্বেদন (জ্ঞান) হয় । বুদ্ধি পরিণামিনী বলিয়া বুদ্ধির প্রতিসংক্রম হয় অর্থাৎ বুদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা ঘটাদির সহিত বুদ্ধির সংশ্লেষ হয় । কিন্তু চিত্তিশক্তি অপরিণামিনী বলিয়া বুদ্ধির প্রতি তাহার সেইরূপ প্রতিসংক্রম হয় না, পরন্তু জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ বুদ্ধিতে চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়িলে, বুদ্ধি চিদাকার প্রাপ্ত হয় ; তখন চিত্ত শক্তির, আপন ভোগ্য বুদ্ধির সম্ব্বেদন হয় । চিচ্ছায়াগ্রহণযোগ্যতারূপ সম্ব্বেদের দ্বারা চিত্ত চিত্তপরক্ত হইলে—চৈতন্যপ্রতিবিম্ব পাইয়া চৈতন্যরূপ ধরিলে—চিদেত্ত্ব হয়, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য । অপ্রতিসংক্রমা চিত্তের সাক্ষি হেতু, সেই চিত্তের আকার-ছায়া-আছে বাহাতে, তাহার ভাবপ্রাপ্তি ঘটিলে, চিত্তের আপন ভোগ্য বুদ্ধির সম্ব্বেদন হয় । এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির অমুরূপ (অর্থাৎ প্রদর্শিত প্রকারে) অবয়ব করিতে হইবে ।

(শঙ্কা)—যদি আত্মা বলিয়া চিত্তের অতিরিক্ত এক বস্তু থাকেন, তাহা হইলে কাহারও কাহারও চিত্তকেই কেন আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়? এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্ত বলিতেছেন—চিত্তের সর্বার্থগ্রহণসামর্থ্যই তাহাদের উক্তরূপ ভ্রমের মূল কারণ ।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তম্ চিত্তম্ সর্বার্থম্ (ভবতি) ।

দ্রষ্টা এবং দৃশ্য দ্বারা উপরক্ত হইতে পারে বলিয়া চিত্ত সর্বার্থ হয় । (চিত্ত চিৎসম্মিধানে চিদাকারা এবং বিষয় সম্মিধানে বিষয়াকার হইতে পারে বলিয়া ইহা চেতন অচেতন সর্ব বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়) ।

দ্রষ্টা পুরুষ চেতন, দৃশ্য শব্দাদি অচেতন, সেই সমস্ত অর্থাৎ চেতন ও অচেতন হইয়াছে অর্থ বা বিষয় যাহার—যে চিত্তের, সেই চিত্ত হইতেছে “সর্বার্থ” । তন্মধ্যে সেই চেতন পুরুষের সাম্মিধ্যবশতঃ চিত্ত যেন চিদরূপতা প্রাপ্ত হয়, এবং চৈতন্ত্যের দ্বারা উপরক্ত হইয়া দ্রষ্টা হইলে, চিত্ত, দ্রষ্টৃবিষয়ক হয় (অর্থাৎ পুরুষকে আপনার গোচর করিতে পারে) এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দৃশ্যোপরক্ত হইয়া দৃশ্যাকার প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ দৃশ্যরূপ ধারণ করে) । এইরূপ হয় বলিয়া ভোগ্য শব্দাদির আকারে এবং সূত্রভূতাদি পরিণাম রূপ ভোগের আকারে দৃশ্য হইলেও, চিত্তের চিৎপ্রতিবিশ্বের সহিত অভেদ হেতু—সৌগতগণ (বৌদ্ধেরা), এই চিত্তকেই যে আত্মা বলিয়া ভ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ ভ্রম হইতেই পারে । আর উৎকৃষ্ট জাতীয় ক্ষুটিক-মণির, (সম্মিহিত) জ্বাকুসুমাди বস্তুর আকার (বর্ণ) গ্রহণ করা স্বভাবের ছায়, চিত্তের-দৃশ্য বস্তুর আকার গ্রহণ করা স্বভাব দেখিয়া, (ক্ষণিক)—বিজ্ঞানবাদিগণ যে বলেন চিত্তের অতিরিক্ত অস্ত্র বস্তু নাই, ইহাও তাঁহাদের ভ্রম । এ স্থলে এইরূপে হৃস্ম বিচার করিতে হইবে—চিত্ত স্বয়ং ভোগ্য বলিয়া চিত্তের অতিরিক্ত অস্ত্র ভোক্তা আছে, ইহা মানিতেই হইবে । সেই ভোক্তাকেই নিত্যোদিতা অর্থাৎ সদাপ্রকাশশীল চিৎ-শক্তি বলা হয় । চিৎশক্তি দুই প্রকার ; নিত্যোদিতা এবং অভিব্যক্তি । তন্মধ্যে নিত্যোদিতা চিৎশক্তি কুটস্থা অর্থাৎ নির্বিকার, আর সেই নিত্যোদিতা কুটস্থা চিৎ-শক্তির চিত্তসঙ্গে চিৎপ্রতিবিশ্বরূপ যে অভিব্যক্তি, যাহা সূত্রাদির সহিত সমানরূপতা প্রাপ্ত হয় । চিত্তসঙ্গে চিৎপ্রতিবিশ্বরূপা সেই চিৎশক্তিকেই, কুটস্থা নিত্যোদিতা চিৎ-শক্তির ভোগ বলা হয় । সেই ভোগ আবার বিবিধ । এক প্রকার ভোগের চৈতন্ত্যই পর্য্যবসান ; অপর প্রকার ভোগ বিবিধ দৃশ্যরূপ পরিণামেই পর্য্যবসিত ।

তন্মধ্যে উক্ত অভিব্যাক্য চিৎশক্তি প্রথম প্রকারের ভোগ এবং এই ভোগ পুরুষেরই হয় ; আর স্খাদিপরিণামরূপ ভোগ প্রাপ্তচৈতন্য বুদ্ধিরই (চিৎপ্রতিবিম্ব যুক্ত হওয়ায় চৈতন্যময়ী বুদ্ধিরই) হইয়া থাকে । এইরূপে বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্য নিকারণ পূর্বক সমস্ত মলজাল বিধ্বংস করিয়া নিশ্চল প্রদীপশিখার স্থায় সমাহিত ও প্রশান্তবাহি (একই আকারে পরিণমমান) হইয়া চিত্ত, পুরুষের সত্তা অবধারণ করিতে পারে, ইহাই তাৎপর্য ।

অপর এক কারণেও বলিতে হয় চিত্তের অতিরিক্ত ভোক্তা আছেন । সেই কথাই এক্ষণে বলিতেছেন—

তদসংখ্যাবাসনাভিশ্চিত্তমপি পরার্থং

সংহত্যাকারিত্বাৎ ॥২৪॥

অসংখ্যাবাসনাভিঃ (চিত্রম্) চিত্তম্ অপিপরার্থম্ (ভবতি); সংহত্যাকারিত্বাৎ ।

অসংখ্য বাসনা দ্বারা বিচিত্র হইলেও, চিত্ত অপরের (পুরুষের) উদ্দেশ্যসাধক ; কারণ (দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত) মিলিত হইয়া কাৰ্য্য করাই চিত্তের স্বভাব ।

যতপি অনন্ত প্রকারের ক্লেশ, কৰ্ম্ম, বিপাক ও বাসনা বশতঃ স্খাদির আশ্রয় হওয়াতে চিত্তকে ভোক্তৃত্ব বলিয়াই মনে হয়, তথাপি চিত্ত পরার্থ—পরের অর্থাৎ নিরূপচরিত বিশুদ্ধ চিৎস্বভাব পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে ; এই কারণে, তাহা (চিত্ত) ভোগ্যই, ভোক্তা নহে ইহাই অভিপ্রায় । কিরূপে সেইরূপ সিদ্ধান্ত হইল ? “সংহত্যাকারিত্বাৎ” । দেহেন্দ্রিয়াদি সহকারিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভোগাদি কাৰ্য্য সম্পাদন করাই চিত্তের স্বভাব, এই হেতু চিত্ত পরার্থ । যাহা (অপরের সহিত) মিলিত হইয়া কাৰ্য্যকারী হয়, তাহা পরার্থ অর্থাৎ তাহা অপরের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করে ; যেমন গৃহাদি । গৃহ স্তম্ভাদির সহিত মিলিত হইয়া নিজেই গৃহে বাস করে না, কিন্তু তাহা পরের জন্য —‘বিষ্ণুমিত্র’ প্রভৃতি লোকের জন্য (হইয়া থাকে) । এইরূপ সত্তাদি গুণসকলও অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে পরিণত সত্ত্বাদিগুণগণ পরার্থসাধন করিয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত । এই কারণে তাহারা পুরুষের শেষ বা অন্তরূপ বলিয়া, তাহাদিগকে গুণ বলে । আরও দেখ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে,—সত্ত্বাদি গুণগণ (পক্ষঃ)—পরার্থ (সাধ্যঃ)—যেহেতু তাহারা সংহত্যাকারী বা মিলিত হইয়া কাৰ্য্যকারী (হেতুঃ); যেমন গৃহ (দৃষ্টান্ত) । এই প্রকারে হেতুর পক্ষস্থিত্য দেখিয়া—সংহত্যাকারিত্বরূপ ধর্ম্ম, “পক্ষে” সত্ত্বাদিগুণে বিद्यমান দেখিয়া, স্বপদ্বয় দ্বারা অস্পষ্ট, শুদ্ধ, নিষ্কল, পরিপূর্ণ, স্বার্থ (অপর কাহারও প্রয়োজনের

অসাধক) চিন্মাত্র, এক মুখ্য (পুরুষ) সিদ্ধ হয় । কেননা যে যাহার ভোক্ত সে তদ্বারা অসংহত—তাহা হইতে পৃথক্, যেমন গৃহস্থামী গৃহ হইতে পৃথক্—এইরূপে “ব্যাপ্তি” * প্রদর্শিত হইতে পারে । আর গুণভোক্তাও অপরের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিद्यমান নহে ; বেহেতু স্রুতিবচন রহিয়াছে “পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ” (কঠ উঃ) ১।৩।১১ পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । সেইহেতু, গুণময়ী বুদ্ধি যাহার ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া থাকে, এবং স্রুখাদি যাহাকে অনুকূল ও হুঃখাদি যাহাকে প্রতিকূল করিতে পারে; এইরূপ ভোক্তা যে আছেন, ইহা সিদ্ধ হইল ।

এ পর্য্যন্ত সূত্রসকলের দ্বারা জন্ম, ঔষধি প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধিলাভ, নানাবিধ চিন্তের মধ্যে মোক্ষোপযোগি চিন্তের নির্দ্ধারণ, কৰ্ম্মবাসনার সবিস্তারে বর্ণনা এবং বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহুবন্তর বিद्यমানতা, প্রতিপাদন পূর্বক পরলোকাদিপ্রপঞ্চ এবং পরলোকগামী ভোক্তারও অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । এক্ষণে কৈবল্য নিরূপণ করিবার জন্ত, সেই কৈবল্যের যোগ্য অধিকারী কে, তাহাই দেখাইতেছেন ।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

বিশেষদর্শিনঃ আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ (ভবতি) ।

যিনি বিশেষদর্শী, অর্থাৎ “আমি চিন্ত হইতে ভিন্ন চিন্মাত্র পুরুষ” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাঁহারই চিন্তে আত্মভাবনার বা “আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি” ইত্যাদিরূপ আত্মভাবনার (আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছার) সম্যক্ নিবৃত্তি হয় ।

পূর্ব্বার্জিত স্মৃতির বলে, কোন কোনও উৎকৃষ্ট পুরুষের চিন্তে আত্মস্বরূপ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয় । সেই জিজ্ঞাসা এইরূপ—আমি কে ছিলাম, কাহার ছিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, ইত্যাদি । পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার দ্বারা সেই অধিকারী পুরুষের ‘আমি বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, কেবল চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ’—এইরূপ বিশেষদর্শন ঘটে । এইরূপ বিশেষদর্শন হইলে, তাঁহার আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জিজ্ঞাসা সম্যক্ প্রকারে নিবৃত্ত হয় । কেননা প্রতি ইচ্ছাই আপনার (ঈঙ্গিস্ত) বস্ত্র লাভ করিলেই নিবৃত্ত হইয়া যায় । কিন্তু যে নাস্তিক পুরুষের,

* “রত্নপিটক” গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “দৃগ্ দৃশ্যবিবেকের” ১২৫ পৃষ্ঠায় (খ) পরিশিষ্টে “অনুমান প্রমাণ নিরূপণে” “পক্ষ” “সাধ্য” “হেতু” “দৃষ্টান্ত” “ব্যাপ্তি” প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

জ্ঞানীর ব্যুৎপত্তিচিন্তার কারণ ।

দেহ কিম্বা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন অস্ত্র ভোক্তা নাই, এইরূপে দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাস্র বস্তুতে আত্মভাবনা (আমি বলিয়া বোধ) দৃঢ় হইয়া থাকে, সেই নাস্তিক পুরুষ অনধিকারী ; যাহার তত্ত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা জন্মে, তিনিই অধিকারী ; ইহাই স্বত্বের অভিপ্রায় ।

শঙ্কা—ভাল, সেইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ‘বিশেষদর্শন’ ঘটবার পর চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয় ? এইরূপ আকাজ্জার নিবৃত্তির জন্ত বলিতেছেন :—

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

তদা চিত্তম্ বিবেক নিম্নং কৈবল্য প্রাগ্ভারম্ (ভবতি) ।

সেই কালে অর্থাৎ বিশেষ দর্শন ঘটিলে, চিত্ত বিবেকপ্রবণ ও কৈবল্যাভ্যাসক হইয়া আত্মধ্যানে রত হয় ।

পূর্বে যখন বুদ্ধি প্রভৃতিকে আত্মা বা আমি বলিয়া ভ্রম হইত, তখন যে চিত্ত, বিষয়নিম্ন অর্থাৎ সংসারাভিমুখ ছিল, তাহা (সেই যোগিচিত্ত) এক্ষণে (বিশেষদর্শন ঘটিলে) পূর্বোক্তরূপ ভ্রমের অবসান হওয়াতে, ‘বিবেকনিম্ন’ হয় । ‘বিবেক’ শব্দে দৃঢ় পদার্থের ও দৃশ্য পদার্থের ভেদ বুঝায় । সেই ‘বিবেক’ হইয়াছে ‘নিম্ন’ অর্থাৎ আলম্বনভূমি যাহার তাহাই বিবেকনিম্ন ; অর্থাৎ বিবেকনিষ্ঠ ; বিবেকনিষ্ঠ হয় বলিয়া তাহা “কৈবল্যপ্রাগ্ভার” হয়, কৈবল্য হইয়াছে প্রাগ্ভার বা অবধি যাহার তাহা কৈবল্যপ্রাগ্ভার, অর্থাৎ (সেই চিত্ত) কৈবল্য ফলাবসান হইয়া,—কৈবল্যরূপ ফললাভে চরিতার্থ হইবার জন্ত, ধর্মমেষ নামক ধ্যানে রত হয় । ইহাই তাৎপর্য ।

শঙ্কা—ভাল, এইরূপ চিত্তের ‘আমি,’ ‘আমার’ ইত্যাদিরূপ ব্যুৎপত্ত্যন্তর কেন হয় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

তচ্ছিত্ত্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

তচ্ছিত্ত্রেষু সংস্কারেভ্যঃ প্রত্যয়ান্তরাণি (ভবন্তি) ।

প্রসংখ্যানে রত চিত্তের প্রসংখ্যানের বিরামাবস্থায়, পূর্বসংস্কারবশতঃ ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাদিরূপ বিভিন্ন প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে । যিনি বিবেকখ্যাতিরূপ প্রসংখ্যানে অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতা পরিস্ফুটনরূপ তত্ত্বাত্ম্যাসে নিরত থাকেন, তাঁহার ব্যুৎপত্ত্যন্তরসকল দিন দিন ক্ষয় পাইতে থাকিলেও, সেই তত্ত্বাত্ম্যাসে যে সকল ছিদ্র বা স্বল্পক্ষণস্থায়ী বিরাম ঘটে, সেই বিরামাবসরে অভিব্যক্ত ব্যুৎপত্ত্যন্তর

হইতে ‘আমি,’ ‘আমার’ ইত্যাদিরূপ ব্যুত্থানপ্রত্যয় (তাহার চিত্তে) উঠে ।
ইহাই স্বত্রার্থ ।

শঙ্কা—ভাল, প্রসংখ্যান বা তদ্ভাভ্যাস যখন চলিতে থাকে, তখন ফলোৎ-
পাদনের জন্ত বা কোনও কার্য্যোপলক্ষে ব্যুত্থান সংস্কার সকল (ব্যুত্থানপ্রত্যয়রূপে)
উঠিলে, তাহাদের পরিহারের উপায় কি ?

এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

হানমেবাং ক্লেশবহুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

এবাম্ হানম্ ক্লেশবৎ উক্তম্ ।

এই সকল ব্যুত্থানপ্রত্যয়কে ক্লেশ পরিহারের মতই পরিত্যাগ করিতে হইবে
এইরূপ বলা হইয়াছে ।

অবিজ্ঞা, রাগ (আসক্তি) প্রভৃতি ক্লেশ সকলকে ক্রিয়াযোগ দ্বারা ক্ষীণ করিলেও,
তদ্ভাভ্যাসের ছিদ্রাবসরে তাহারা প্রসার লাভ করে । তাহা করিলে, তাহা-
দিগকে বিবেকভাভ্যাসরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হয় ; তাহা হইলে তাহারা চিত্তে আর
সংস্কার প্রসব করেনা । সেইরূপ বিবেকখ্যাতি যতদিন না পরিপাক লাভ করে
ততদিন ব্যুত্থান সংস্কার সকলও অল্প প্রত্যয় উৎপাদন করিতে থাকিলে, তাহা-
দিগকে ঠিক পূর্বোক্তরূপেই পরিপক্ক প্রসংখ্যানাগ্নি দ্বারা দগ্ধরূপ বীজভাব
পাওয়াইতে হয় । তাহা হইলে তাহারা সংস্কারপ্রসবরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করে ।
এইরূপে তাহাদের পরিহার, ক্লেশপরিহারের স্থায় ; এইরূপ বুক্তিতে হইবে ।

প্রসংখ্যান দ্বারা ব্যুত্থানের নিরোধ করিতে হয়, তাহা এইরূপে বলিয়া, সেই
প্রসংখ্যানকেও নিরোধ করিবার উপায় বলিতেছেন ; কেন না নির্বীজ যোগের সহিত
তুলনায় সেই প্রসংখ্যানও এক প্রকার ব্যুত্থান ।

প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদন্ত্য সর্ব্বথা

বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসংখ্যানে অপি অকুসীদন্ত্য (রাগ শূন্য) সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্ম্মমেঘঃ
সমাধিঃ (ভবতি) ।

পূর্ব্বোক্ত প্রসংখ্যানে বা বিবেকজনিত সিদ্ধিতে আসক্তিশূন্য হইলে যে পূর্ণ
বিবেকখ্যাতি হয় তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি ।

ষড়্বিংশতি তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন,
তদ্বিষয়ক যে উপলব্ধি জন্মে, সর্বাধিষ্ঠাতৃত্ব প্রভৃতি, সেই উপলব্ধির অবাস্তুর ফল

হংকালে জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞেয় অল্প ।

সেই উপলব্ধির নামই প্রসংখ্যান ; তাহাতেও যিনি অকুসীদ বা রাগশূন্য ; ‘কুংসিতেষু সীদতি ইতি কুসীদঃ’ জঘন্তা বস্তুতে অর্থাৎ বিষয়ভোগে, উপবিষ্ট অথবা অবসন্ন, হয় বলিয়া ‘কুসীদ’ শব্দের অর্থ রাগ বা আসক্তি,—অতএব সেই আসক্তিশূন্য অধিকারীর সম্পূর্ণরূপেই বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ অবিস্মিন্নরূপ “ধর্মমেঘ” নামক সমাধি হয় । সেই সমাধির উক্তরূপ “ধর্মমেঘ” নাম হইবার কারণ এই যে তাহা “অশুদ্ধকৃষ্ণ” (কৈবল্যপাদ, ৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য) ধর্মকে অর্থাৎ কৈবল্যফলকে মেহন অর্থাৎ বর্ধন করে । প্রসংখ্যানে বৈরাগ্যবশতঃ ‘ধর্মমেঘ’ উৎপন্ন হইলে, পরবৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সেইহেতু প্রসংখ্যানও নিরুদ্ধ হইয়া যায় । ইহাই তাৎপর্য্য !

এইরূপ ক্রম স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ (ভবতি) ।

তাহা হইতে ক্লেশ (সাধনপাদের ৩য় সূত্র দ্রষ্টব্য) ও কর্মের নিবৃত্তি হয় ।

“ততঃ” সেই ধর্মমেঘ নামক সমাধি হইতে অবিজ্ঞাদি পাঁচটি ক্লেশ, তাহাদিগের সংস্কার এবং তন্মূলক (পুণ্য ও অপুণ্য) কর্মসমূহের নিবৃত্তি হয়—ইহাই সূত্রার্থ ।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্ত জ্ঞানস্থানস্ত্যাজ্

জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্ত জ্ঞানস্ত আনস্ত্যাজ্ জ্ঞেয়ং অল্পং (ভবতি) ।

তখন সমস্ত আবরণমল অপগত হয় বলিয়া, জ্ঞান অনন্ত হয়, এবং সেইহেতু জ্ঞেয় অল্প হইয়া যায় ।

চিন্তকে আবরণ করে বলিয়া, রজস্তমোময় ক্লেশ ও কর্মরূপ মলসমূহকে আবরণ বলা হয় । সেই ‘সর্ব’ আবরণ ও মল—(কর্মধারয় ও বৃন্দ সমাস) সর্বাবরণমলসমূহ, তাহাদিগের দ্বারা ‘অপেত,’—ধর্মমেঘধ্যানের অভ্যাসহেতু পরিত্যক্ত, ‘জ্ঞানস্ত’—শুদ্ধবুদ্ধিরূপ আলোকের, “আনস্ত্যাজ্”—অসীমতা হেতু, “জ্ঞেয়ম্”—চেতন ও অচেতনরূপ সমুদয় জ্ঞেয়বস্তু, ‘অল্পং ভবতি’—হ্রাস পাইয়া থাকে । যেমন শরৎকালে, নিরবচ্ছিন্ন মেঘাদিমল হইতে নিম্মুক্ত আকাশে বধন চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রচণ্ড মর্ত্তও উদিত হন, তখন সূর্য্যের সেই সর্ষদিক্ প্রকাশকারী প্রজ্বলিত আলোকরাশিতে ঘটাди প্রকাশ বস্তুর সংখ্যা অল্প হইয়া যায় অর্থাৎ একরূপ বস্তু অতি অল্পই থাকে, যাহা শরৎকালীন সূর্য্যের নির্মল প্রকাশ প্রকাশিত না হয় । সেইরূপ ধর্মমেঘধ্যান দ্বারা চিন্ত হইতে

অবিজ্ঞা প্রভৃতি মল বিদূরিত হইলে বুদ্ধিসত্ত্ব বা জ্ঞানের নির্মল আলোকে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা অগোচর থাকিতে পারে? ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে ধর্ম্মমেষ নামক (ধ্যানের) চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল। অতএব ‘ধর্ম্মান্’ ধর্ম্মসমূহকে অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুকে ‘মেহতি’ (বর্ষণ করে) প্রকাশিত করে এইরূপ ব্যাপ্তিক্রমেই ‘ধর্ম্মমেষ’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ‘ধর্ম্ম’ শব্দের অর্থ জ্ঞেয়বস্তু, তাহা ‘প্রিয়ন্তে’—অবপ্রিয়ন্তে—নিশ্চিত হয়, এইরূপ ব্যাপ্তি ধরিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

এইহেতু বলিতেছেন এই ধর্ম্মমেষের পরিপাকরূপ জ্ঞানের প্রসন্নতা (নির্মলতা), সর্বদোষবিবজ্জিত পুরুষকে (আত্মাকে), করতলে স্থাপিত আমলকী ফলের ত্রায় (যোগীর) প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয় এবং প্রকৃতির বিকারস্বরূপ, জড়, অবিশুদ্ধ, যাবতীয় দৃশ্য বিষয়ের মধ্যে অশুদ্ধি, নশ্বরতা প্রভৃতি দোষ সকলকে, নির্মলসলিলান্তর্গত মৎস্তরাজির ত্রায় প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সেইরূপে বধন-তাহা চিত্তরূপ তপস্বীকে নিব্বীজ যোগ অর্থাৎ অসংশ্রজাত সমাধিরূপ রত্ন পাওয়াইয়া দেয়, তখন তাহার ‘পর-বৈরাগ্য’ এই নাম হয়। ৩১।

শঙ্ক।—ভাল, বুক্লাম এই পরবৈরাগ্য ক্রেশসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, শুভ ও অশুভ কর্মাশয় সমূহকেও সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলেও গুণত্রয় ত’ স্বভাবতঃ পরিণামশীল, তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পরিণামক্রম সেই (পরবৈরাগ্যপ্রাপ্ত) পুরুষ সম্বন্ধেও চলিতে থাকুক; এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন :—

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ততঃ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ (ভবতি)।

তদনন্তর (জ্ঞানের অনন্ততালভ হইবার পর) গুণত্রয় (ভোগ ও বিবেক-খ্যাতি সম্পাদন করিয়া) চরিতার্থ হইলে, তাহাদের বুদ্ধাদিরূপে পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়।

‘ততঃ’—তদনন্তর, অর্থাৎ ধর্ম্মমেষের ফলরূপে যে পরবৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই পরবৈরাগ্যস্বরূপে অনন্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর, “গুণানাম্ পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ”—

• আভ্যুদয় ও দামোদর উভয় সংস্করণেই পাঠ—“অতএব ধর্ম্মা, ন চ প্রিয়ন্তে ইতি ব্যাপ্ত্যয়া” এইরূপ। চুড়িরাজশাস্ত্রিগত পাঠ—“অতএব ধর্ম্মান্, অবপ্রিয়ন্তে ইতি ব্যাপ্ত্যা, সর্বান্ এবং জ্ঞেয়ান্ মেহতি প্রকাশয়তাপি ধর্ম্মমেষ ইত্যাহ”—এই পাঠই সম্বলীন বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারেই অনুবাদ করা হইল।

ভোগ ও বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থ সাধনের পূর্বে গুণত্রয়ের যে পরিণাম হইত, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে অনুলোমক্রমে মহত্ত্ব হইতে ঘট পর্যন্ত, এবং প্রলয়কালে প্রতিলোমক্রমে ঘট মৃত্তিকায়, মৃত্তিকা জলে, জল তেজে, ইত্যাদিরূপে পরিণামের যে ক্রম ছিল, তাহার পরিসমাপ্তি হয়, পুরুষের প্রতি; কেননা গুণত্রয় পুরুষের অর্থ-সাধক-ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন সাধক। পুরুষার্থ অনাগতাধা—ভবিষ্যদ্বশে অপ্ৰাপ্ত—ইহা থাকিলেই তাহা গুণত্রয়ের প্রবর্তক; (কিন্তু) সেই পুরুষার্থ, কৃত-নিষ্পাদিত,—সাধিত হইলে পর, গুণত্রয় ক্ষণকালমাত্রও থাকিতে পারে না। ইহাই অতিপ্রায় ১৩২।

এক্ষণে ‘ক্রম’ শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তনিগ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্রমঃ ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তনিগ্রাহ্যঃ (পদার্থঃ ভবতি) ।

‘ক্রম’ ক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হয়, এবং পরিণামের শেষ অবধি (সীমা) দেখিয়া তাহার অবধারণ করিতে হয় ।

ক্ষণ সকল কালাংশ বিশেষ; (‘কলাংশ’ পাঠে কলা ১ মিনিট, অথবা ৪৮ সেকেন্ড, অথবা ৮ সেকেন্ড সময়, তাহার অংশ), তাহাতে যিনি বুদ্ধিকে সমাহিত করেন, তিনি ‘ক্রম’ উপলব্ধি করিতে পারেন । হস্তে “ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রমঃ,” বাহা ‘ক্ষণপ্রতিযোগী’ তাহাই ক্রম, এইরূপে ক্রমের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে । ক্ষণদ্বয় বাহ্যার প্রতিযোগী বা নিরূপক তাহাই ক্ষণপ্রতিযোগী । এইরূপে ক্ষণিক পরিণামের ক্রম বৃত্তিতে হইবে । তদ্বিশেষে প্রমাণ বলিতেছেন “পরিণামাপরাস্ত-নিগ্রাহ্যঃ” পরিণামের শেষ অবধি (সীমা) দেখিয়া তাহার অবধারণ করিতে হয় । মৃত্তিকায় পিণ্ড, ঘট, কপাল (খোলা), চূর্ণ ও কণা এইরূপ যে সকল পরিণাম প্রত্যক্ষ হয়, তন্মধ্যে পূর্ব সীমায় পিণ্ড এবং শেষ সীমায় কণা, এইরূপে প্রথম ও শেষ অবধি ধরিয়া ক্রমের নিশ্চয় করিলে, ‘ক্রম’ ধারণার বোধ্য হয় । পিণ্ডের অনন্তর ঘট, এইরূপে এক্ষণে ক্রম প্রত্যক্ষ হয় । কোনও স্থলে, (যেমন অতীব বস্তুরক্ষিত বস্ত্রাদিতে) পুরাণতা দেখিয়া এইরূপে ক্রমের অনুমান করিতে হয়, বথা—প্রথম অবধিতে (সীমায়) নবম পরিণাম, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ক্ষণে, সূক্ষ্মতম পুরাণতা জন্মিল, তৃতীয় ক্ষণে তাহা সূক্ষ্মতর হইল, চতুর্থ ক্ষণে তাহা সূক্ষ্ম হইল, পঞ্চম ক্ষণে তাহা সূক্ষ্মতর, তদনন্তর সূক্ষ্মতম হইল, এইরূপ ভেদ বুঝিয়া নবমের পর সূক্ষ্মতম পুরাণতা তদনন্তর সূক্ষ্মতর পুরাণতা, এইরূপ ক্রম; ইহাই তাৎপর্য্য । ‘ভাল, এই যে ক্রম ইহা কি কেবল অনিত্য বস্তুতেই হয় অথবা নিত্য বস্তুতেও হয়?’ যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, তাহা হইলে বলিব নিত্য বস্তুতেও সেইরূপ ক্রম হয় । তন্মধ্যে নিত্য

বস্তু বিবিধ, কুটস্থনিত্য—পুরুষ ; পরিণামী নিত্য—গুণ । যে ধর্মিবস্তুতে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা দ্বারা পরিণাম হইলেও তাহার স্বরূপের বিনাশ হয় না, তাহার সেই নিত্যতাকে পরিণামিনিত্যতা বলা হয় । তন্মধ্যে বুদ্ধি প্রভৃতি অনিত্য ধর্মিবস্তুতে আসক্তি প্রভৃতি পরিণামের যে ক্রম দেখা যায়, সেই ক্রমে যেমন পূর্বসীমা আছে, সেইরূপ শেষ সীমাও আছে ; সেই শেষ সীমা পুরুষসাক্ষাৎকার । এইরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্মিবস্তুতে সেই ক্রম পূর্বোত্তর-অবধিবিশিষ্ট । পরিণামী নিত্য গুণত্রয়ে সেই পরিণামক্রমের অবধি নাই । মুক্ত পুরুষাদিগের প্রতি সেই পরিণাম শাস্ত হইয়া যাইলেও, বন্ধপুরুষাদিগের প্রতি তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে বিঘ্নমান থাকে ।

শঙ্কা—ভাল, সকল পুরুষেরই মুক্তি হইবে কি না ? যদি বলেন সকলেরই মুক্তি হইবে, তাহা হইলে প্রধান (প্রকৃতিতে) যে পরিণাম দৃষ্ট হয়, তাহা সাবধিক (অবধিবিশিষ্ট) হইয়া পড়ে । আর যদি বলেন, সকল পুরুষের মুক্তি হইবে না, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না । এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, প্রশ্ন তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা একান্ত-বচনীয়, বিভজ্য বচনীয় ও অবচনীয় ।

তন্মধ্যে প্রথমোক্তের অর্থ্যাৎ ‘একান্তবচনীয়ের’ দৃষ্টান্ত—‘এই যে সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে তাহারা কি মরিবে ?’ এইরূপ প্রশ্ন । এই প্রশ্নের উত্তর একান্তবচনীয় ; নিয়ম স্থাপন পূর্বক অবধারণ করিয়া বলা যাইতে পারে “হাঁ মরিবে” । কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ; সেই প্রশ্নকে বিভাগ করিলে, তবে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইবে, সেই মুক্ত হইবে, অশ্রু নহে । এইরূপ হইলেই, জীব অনন্ত বলিয়া এবং পুণ্যাদিতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের অনন্ততার কথা শুনা যায় বলিয়া, সকলেরই মুক্তি হইবে না । তৃতীয় প্রকার প্রশ্নের দৃষ্টান্ত—প্রকৃতির পরিণামক্রম সমাপ্ত হইবে কিনা ? এই প্রশ্নের, (categorically) উত্তর দেওয়া অসম্ভব ; কেন না নিয়ম করিয়া (হাঁ অথবা না বলিয়া) ইহার উত্তর অবধারণ করা যাইতে পারে না । কিম্বা প্রশ্নটিকে ব্যাকরণ অর্থ্যাৎ বিশ্লেষণ করিয়া এইরূপে উত্তর দিতে হইবে । কুশল পুরুষের পক্ষে অর্থ্যাৎ যিনি বিষয়বৈরাগ্য সহকারে বিবেকজ্ঞান সাধন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে, এই সংসারক্রমের অন্ত আছে ; যিনি সেইরূপ কুশল নহেন, তাহার পক্ষে সংসারক্রমের অন্ত নাই । সেইহেতু নিরন্তর পরিণামশীল অথচ নিত্য, গুণত্রয়ে ক্রমবিশিষ্ট পরিণামের ভেদ দেখিয়া, ক্রম আছে বলিয়া অবধারণ করা যায় ; কুটস্থ নিত্য পুরুষ সমূহে সেই ক্রম,

বুদ্ধি প্রভৃতির পরিণামভেদ বশতঃ আরোপিত হয় বলিয়া, তাহা কল্পিত ; তাহা বাস্তব নহে ; সেই হেতু উক্তরূপ সিদ্ধান্ত নির্দোষ ।

এক্ষণে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য যোগের ফল যে কৈবল্য, তাহারই স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাম্ প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যম্ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিঃ ইতি ।

ভোগাপবর্গের পরিসমাপ্তিতে কার্যাকারণাত্মক গুণত্রয়ে প্রলয়ই (বিকারের অমুৎপত্তি), কৈবল্যের স্বরূপ । তাহারই নামান্তর স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তি ।

‘গুণানাম্’—বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে পরিণত গুণত্রয়, ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে, তাহাদিগের, ‘প্রতিপ্রসবঃ’—প্রতিলোম ক্রমে প্রসব বা প্রলয় হয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যানসংস্কার, সমাধিসংস্কার এবং পরবৈরাগ্য সংস্কার সকল, মনে বিলীন হইয়া যায় ; মন অস্মিতায়, অস্মিতা মহত্ত্বে, মহত্ত্ব গুণত্রয়ে, বিলীন হইয়া যায় ; এইরূপ যে ‘প্রলয়’ তাহা প্রধানের বা প্রকৃতির ‘কৈবল্য’, তাহা উপচারক্রমে পুরুষ বিশেষের কৈবল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । ‘বা’—অথবা ; ‘চিতিশক্তি’—চৈতন্যস্বভাব পুরুষবিশেষ ; ‘স্বরূপপ্রতিষ্ঠা’—কেবল নিজরূপেই, প্রকৃষ্টরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ‘স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা’ অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অনর্থের সহিত পুনরায় আত্যাত্মক বিয়োগ হওয়ার, নিত্য, সদাশুদ্ধ, অসদ, প্রকাশস্বভাব পুরুষের ‘কৈবল্য’-স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য । ইহাই সর্বোচ্চমন্দের সিদ্ধান্ত । সূত্রস্থ ‘ইতি’ শব্দ শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত ॥ ৩৪ ॥

ইতি কৈবল্য পাদ সমাপ্ত ।

পাতঞ্জল দর্শন সমাপ্ত ।

যদ্বাগপ্রবণ * প্রপত্তিদহনঃ সত্ত্বোহস্তরাস্নাটবীং

দধ্কা স্বাত্মনি বোধদৌপমচলং সূত তমঃপাটনম্ ।

যত্র যন্তসমস্তকশ্ম জনয়েত্তোগং তদঙ্গং বিনা

বন্দে সিদ্ধিভুবং তমীশমনিশং কৈবল্যদং রাঘবম্ ॥

বাধ্যবহারে পরায়ুথ হইয়া—মৌন ভাবে অর্থাৎ বাক্যদ্বারা কোনও বাঞ্ছিত বস্তুর জ্ঞান আবেদন না করিয়া, যাহার কেবল শরণাপন্ন হইলে, সেই আশ্রয়গ্রহণরূপ

* “যদ্বাগপ্রবণপ্রপত্তিদহনঃ” পাঠ করিলে—‘অগ্রবান্’—বেদে অনবিকারী ব্রাহ্মণের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের ‘প্রপত্তিঃ’—শরণাগতিরূপ, ‘দহনঃ’—অগ্নি—এইরূপ কষ্টকল্পিত অর্থ করিতে হয় ।

অগ্নি, বিদ্যের বনকে—অসংখ্য বিদ্যকে, তৎক্ষণাৎ দহু করিয়া ফেলে, এবং সেইরূপে
আত্মবিষয়ে অজ্ঞানাত্মকারবিনাশন-নিষ্কম্প বোধদীপ উৎপাদন করে, এবং যাহাতে
অর্পিত সমস্ত কন্দই, সপ্ত যোগাঙ্গের অল্পাধীন বিনাই, সমাধি উৎপাদন করে, সেই
সর্বসিদ্ধিনিদান কৈবল্যপ্রদ, পরমেশ্বর রামচন্দ্রকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি ।

যৎপ্রসাদলবঃ সূতে মোক্ষাত্মাঃ সর্বসম্পদঃ ।

উমাধবং মহেশানং তং কাশীনিলায়ং ভজ্যে ॥

যাহার প্রসাদকণিকা মোক্ষ প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পদ প্রসব করে, সেই
কাশীনিবাসী উমাপতি মহেশ্বরকে ভজনা করি ।

ফলীন্দ্রমুত্রসম্বন্ধা ব্যাসবাজ্জনিভূষিতা ।

মদ্রাঙ্ মৌক্তিকী মালা স্মৃতাং সদা রামপাদরে ॥

শেষনাগাবতার পতঞ্জলিবিরচিত হুত্র লইয়া গ্রথিত, ভাষ্যকার ব্যাসদেবের
বচনমণিভূষিত, আমার এই মণিপ্রভাটীকারূপ বচনমুক্তার মালা শ্রীরাম
চন্দ্রের চরণদ্বয়ে (অর্পিত হইয়া) চিরদিন বিরাজিত থাকুক ।

স্বাহং প্রমাদনিরতঃ ক বাৎসল্যং গুরোরিদম্ ।

নূনং মহাত্মনাং দীনে স্বতশিত্তং রূপান্বিতম্ ॥

কোথায় আমার তায় ভ্রমপ্রবণ শিষ্য, আর কোথায় বা গুরুদেবের এই স্নেহ,
(যাহার সহায়তা পাইয়া আমি এই যোগমণিপ্রভা রচনা করিলাম) । (এতদুভয়ের
অন্তর বিশাল) মহাত্মগণের চিত্ত স্বভাবতঃই দীনজনের প্রতি রূপান্বিত হইয়া
থাকে । ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচাৰ্য্য-শ্রীগোবিন্দানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য

শ্রীরামানন্দসরস্বতী কৃত

সাংখ্য প্রবচনের*

যোগমণিপ্রভা টীকায় কৈবল্যপাদ নামক চতুর্থ পাদ সমাপ্ত হইল ।

শ্রীহুগাঁচরণ চট্টোপাধ্যায়বিরচিত, যোগমণিপ্রভার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ।

পাতঞ্জল দর্শন সমাপ্ত ।

* বাসভাষ্যে পাতঞ্জলহুত্র সাংখ্যপ্রবচন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

পাতঞ্জলদর্শনের

বর্ণানুক্রম সূত্রসূচী ।

পৃষ্ঠা	পাদ	সূত্র
১১৯	৪	অতীতানাগতং স্বরূপতোহিত্যধ্বভেদাদির্মাণাম্ । ১২
২	১	অথ বোগানুশাসনম্ । ১
৪৩	২	অনিত্যশুচি হঃখানাশ্রম্ নিত্যশুচিস্বখাশ্রম্যতিরবিজ্ঞা ৫
১০	১	অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ । ১১
৬৬	২	অপরিগ্রহস্থৈর্ঘ্যে জন্ম কথন্তাসম্বোধঃ ৩৯
৯	১	অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি নির্দ্রা ১০
১১	১	অভ্যাসবৈরাগ্যভ্যাম্ তন্নিরোধ ১২
৪২	২	অবিজ্ঞাহস্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ৩
৪২	২	অবিজ্ঞা ক্ষেত্রমুক্তরেবাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্ ৪
৬৬	২	অস্তেরপ্রতিষ্ঠায়ান্ সর্বরক্তোপস্থানম্ ৩৭
৬৫	২	অহিংসা প্রতিষ্ঠায়ান্ তৎসম্মিধৌ বৈরত্যাগঃ ৩৫
৬১	২	অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ৩০
১৯	১	ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্ধা ২৩
১০০	৩	উদান জয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষদঙ্গ উৎক্রান্তিস্চ ৩৯
৩৬	১	ঋতন্তরা তত্র প্রজ্ঞা ৪৮
১২৭	৪	এক সময়ে চোভয়ানবধারণম্ ২০
৩৪	১	এতৈব সবিচারান্ নির্বিচারান্ চ হৃদ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাতা ৪৪
৮৩	৩	এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু-ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিগাধি ব্যাখ্যাতাঃ ১৩
৯৬	৩	কণ্ঠকূপেস্কুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ ৩০
১১৪	৪	কর্মাশুক্রাক্ষয়ং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেবাম্ ৭
৯২	৩	কায়রূপ সংযমাতদ্ গ্রাহ্যশক্তিস্তত্ত্ব চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রযোগেহন্তর্দ্বানম্ ২১
১০২	৩	কায়কাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপ্তেশ্চাকাশগমনম্ ৪২

৬৮	কায়েজিরসিদ্ধিরশুদ্ধিসংক্রান্তপদঃ	২	৪৩
৯৬	কুর্শনাড্যাংস্থৈর্যম্	৩	৩১
৫৫	কৃতার্থংপ্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্তসাধারণত্বাৎ	২	২২
৮৫	ক্রমান্তত্বং পরিণামান্তত্বে হেতুঃ	৩	১৫
১৯	ক্লেশকর্ম্মবিপাকশয়ৈরপরাংমুঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ	১	২৪
৪৭	ক্লেশমূলঃকর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্ম বেদনীয়ঃ	২	১২
১০৮	ক্ষণ তৎক্রময়োঃ সংবমাদিবেকজং জ্ঞানম্	৩	৫২
১০৩	ক্ষণ-প্রতিযোগী পরিণামাপরাগন্ত নিগ্রাহঃ ক্রমঃ	৪	৩৩
৩১	ক্ষীণবৃত্তেরতিজাতশ্চেবমগ্নেগ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহেয়ং তৎস্থতদগ্ননতাসমাপপত্তিঃ		
		১	৪১
১০৪	গ্রহণ স্বরূপাস্মিতাংঘরার্থবদ্ধ সংযমাদিশ্রিয়জয়ঃ	৩	৪৭
৯৬	চক্ষ্রে তারা ব্যাহজ্ঞানম্	৩	২৭
১২৯	চিত্তেরপ্রতিসংক্রম্যাস্তদাকারতাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্	৪	২২
১২৮	চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধিবুদ্ধে রতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিশব্দরশ্চ	৪	২১
১১১	জন্মোষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ	৪	১
১১৬	জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্গতং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ		
		৪	৯
৬১	জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্কভৌমা মহাব্রতম্	২	৩১
১০৮	জাতিলক্ষণদৈর্ঘ্যরক্ততানবচ্ছেদে তুল্যায়ান্ততঃ প্রতিপত্তিঃ	৩	৫৩
১১২	জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ	৪	২
১৩৩	তচ্ছিদ্রেয়ং প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভাঃ	৪	২৭
২৪	তজ্জগদন্তর্দর্শনত্বম্	১	২৮
৩৮	তজ্জঃ সংস্কারোহন্তসংস্কারপ্রতিবন্ধী	১	৫০
৭৯	তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞা লোকঃ	৩	৫
১০৩	ততোহগ্নিমাদিপ্রাচীর্ভাবঃ কায়সম্পত্তকর্ম্মানভিঘাতশ্চ	৩	৪৫

পৃষ্ঠা	পাদ	স্থ
৭১	২	৪৮
১০৫	৩	৪৮
১০৭	৪	৩২
১০৫	৪	৩০
৭৩	২	৫২
৭৫	২	৫৫
২৪	১	২৯
৯৯	৩	৩৬
১৩	১	১৬
২৬	১	৩২
৭৮	৩	২
১১৪	৪	৬
২১	১	২৫
৩২	১	৪২
১১	১	১৩
১১৫	৪	৮
৮১	৩	৮
৫৭	২	২৫
৫৪	২	২১
১৩১	৪	২৪
৫	১	৩
১৩৩	৪	২৬
১৩৫	৪	৩১
১২৪	৪	১৭
৭৯	৩	৩
১০৬	৩	৫০
৪১	২	১
৭১	২	৪৯
৮২	৩	১০

পৃষ্ঠা	পাদ	স্থ
৮০	তস্য ভূমিষ্ বিনিরোগঃ	৩
২২	তস্য বাচকঃ প্রণবঃ	১
৫৮	তস্য সপ্তধা প্রাস্তুভূমিঃ প্রজ্ঞা	২
৫৭	তস্য হেতুরবিভা	২
৩৯	তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নিবীজঃ সমাধিঃ	১
৩৫	তা এব সর্বীজঃ সমাধিঃ	১
১৮	তীত্র সংবেগানানামনঃ	১
১০০	তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মক্ৰমক্ষেতি বিবেকজ্ঞং জ্ঞানম্	৩
১১৭	তাসামনাদিত্বং চাশিষোনিত্যত্বাৎ	৪
৪৬	তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ হৃক্ষাঃ	২
৪৯	তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ	২
১২০	তে ব্যক্তহৃক্ষা শুণ্যান্নানঃ	৪
৯৯	তে সমাধাবূপদর্গা বাথানে সিদ্ধয়ঃ	৩
৮০	ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ	৩
৭৯	ত্রয়মেকত্র সংযমঃ	৩
২৬	জুঃখদোর্ম নস্তানমেজয়ত্বাৎসপ্রাখ্যাসা বিক্ষেপদহভুবঃ	১
৪৫	জুঃখানুশরী বেষঃ	২
৪৪	দৃগ্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা	২
১২	দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্	১
৭৬	দেশ বন্ধশ্চিন্তস্ত ধারণা	৩
৫৪	দৃষ্টাদৃশিমাত্রঃ শুক্লোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ	২
৫২	দ্রষ্টৃদৃশ্যযোঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ	২
১৩০	দ্রষ্টৃ দৃশ্যোপরন্তং চিন্তং সর্বার্থম্	৪
৭৪	ধারণাস্ত চ যোগাতা মনসঃ	২
৪৭	ধ্যানহেয়াস্তদবৃত্তয়ঃ	২
৯৬	ক্রবে তদগতিজ্ঞানম্	৩
৯১	ন চ তৎসালম্বনং তস্তাবিবরীভূতত্বাৎ	৩
১২৩	ন চৈকচিন্তিতত্ত্বং বস্ত তদপ্রমাণকং তদা কিং জ্ঞাৎ	৪
১২৬	ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ	৪

পৃষ্ঠা	পাদ
১০২ বহিরকল্পিতাবৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ	৩
৭৩ বাহ্যভাস্তরবিষয়ক্ষেপী চতুর্থঃ	২
*৭১ বাহ্যভাস্তরস্তত্ত্ববৃত্তিদেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ দীর্ঘস্থলঃ	২
৬৬ ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্যলাভঃ	২
১৬ ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্	১
৯৫ ভুবনজ্ঞানং স্বর্ঘ্যে সংযমাৎ	৩
✓৯৭ মূৰ্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্	৩
১৮ মুহুমধ্যাধিমাভ্রাত্ততোহপি বিশেষঃ	১
২৭ মৈত্রীকরুণানুদিতোপেক্ষাণাং মুখহুঃখপুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্.	১
৯৪ মৈত্র্যাদিষু বলানি	৩
৩০ যথাহভিমত ধ্যানায়া	১
৬০ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমা- ধয়োহষ্টাবস্থানি	২
৩ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ	১
৬০ যোগান্ধারুণানাদমুদ্বিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ	২
১০৪ রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননস্থানি কায়সম্পৎ	৩
১২২ বস্তুসাম্যে চিত্তভেদান্তয়োর্বিত্তক্তঃ পস্থাঃ	৪
৬৩ বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্	২
১৪ বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ	১
৬৪ বিতর্কাহিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মুহুমধ্যা মাত্রা হুঃখাজ্ঞানান্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্.	২
৮ বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্	১
১৬ বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বকঃ সঙ্কারাশেষোহহুঃ	১
৫৮ বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ	২
১৩২ বিশেষদর্শিন আত্মভাব ভাবনাবিনিবৃত্তিঃ	৪
৫৩ বিশেষাবিশেষবিজ্ঞমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ক্যাণি	২
২৯ বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী	১

* সত্ববাহ্যভাস্তর ইত্যাদি পাঠও দেখা যায়।

	পাদ	স্থ
বিষয়বত্তী বা প্রবৃত্তিক্রমঃ ননসঃ স্থিতিবিবক্ষনী	১	৩৫
বীতরাগবিষয়ং বা চিন্তম্	১	৩৭
বৃত্তয়ঃ পঞ্চত্বাঃ ক্লিষ্টাকিষ্টাঃ	১	৫
বৃত্তি সাক্ষ্যমিতরত্র	১	৪
ব্যাধিত্ত্যানসংশয়প্রমাদালম্ব্যবিরতিভ্রান্তির্দর্শনালকভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি		
চিন্তাবিক্ষেপান্তেহস্তরায়াঃ	১	৩০
ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োরতিভবপ্রোক্তবৌ নিরোধক্ষণ		
চিন্তায়সৌ নিরোধপরিণামঃ	৩	৯
শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্পঃ	১	৯
শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগসংঘমাৎ		
সর্বভূতরুতজ্ঞানম্	৩	১৭
শাস্তোদিভাব্যপদেশধর্ম্যানুপাতী ধর্ম্যা	৩	১৪
শাস্তোদিভৌ তুল্যপ্রত্যয়ে চিন্তাস্যাকাগ্রতাপরিণামঃ	৩	১২
শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ	২	৩২
শৌচাৎস্বাঙ্গজুগুপ্সা পঠেরসংসর্গঃ	২	৪০
শ্রদ্ধাবীর্ঘ্যস্থিতিসমাপ্তি প্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্	১	২০
শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাত্যমতবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ	১	৪২
শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংঘমাদিবাং শ্রোত্রম্	৩	৪১
স পূর্বেষামপিগুরুকালেনানবচ্ছেদাৎ	১	২৬
সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ	২	১৩
স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য সংকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ	১	১৪
সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্	২	৩৬
সর্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি	৩	৫৫
সর্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থ		
সংঘমাৎ পুরুষজ্ঞানম্	৩	৩৫
সর্বপুরুষাত্তাত্বাখ্যাতিমাত্রস্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং		
সর্বজ্ঞাতৃত্বং চ	৩	৪৯
সর্বজ্ঞানসৌমর্দনশকাগ্রোজ্জিয় জয়ায়দর্শনযোগ্যত্বানি চ	২	৪১
সর্বজ্ঞানচিন্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষশ্রুতপরিণামিত্বাৎ	৪	১৮

৪২	সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থঃ	২
৬৯	সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাং	২
১০১	সমানজয়াজ্জলনম্	৩
৮২	সর্বার্থতৈকাগ্রত্যোনিরোধক্ষণচিত্তাঘ্রো নিরোধ- পরিণামঃ	৩
৪৫	স্থখানুশয়ী রাগঃ	২
৩৪	স্থলবিষয়ত্বং চালিন্দ্রপর্ধ্যবসানম্	১
৯৩	সোপক্রমং নিরূপক্রমং চ কক্ষং তৎসংবাদপরাভিজ্ঞানম- রিষ্টেভ্যো বা	৩
৮৯	সংস্কারসাক্ষাৎকারাং পূর্বজাতিবিজ্ঞানম্	৩
৩৩	স্বতিপরিপ্তকৌশলপশুত্বার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা	১
১০৬	স্থাপনমন্ত্রণে সঙ্গস্বাকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাং	৩
৭০	স্থিরস্থখমাসনম্	২
১০২	স্থলস্বরূপস্থলস্বার্থবত্ত্বং সংবাদভূতজয়ঃ	৩
২২	স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা	১
৪৫	স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথাক্রটোহভিনিবেশঃ	২
৭৪	স্ববিষয়াসংপ্রয়োগে চিত্তস্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ	২
৫৬	স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ	২
৬৯	স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ	২
১৩৪	হানমেষাং ক্লেশবজ্জলনম্	৪
৯৭	হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ	৩
১১৮	হেতু ফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীততাদেয়ামভাবে তদভাবঃ	৫
৫১	হেয়মজ্জঃখমনাগতম্	২

শুদ্ধিপত্র

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	সঙ্কতযুক্তিষ্	সঙ্কতিযুক্তিষ্ ।
১৯	নযুজ্যতে	যুজ্যতে ।
২৮	যোগশিক্ষা	যোগশিখা ।
২৭	দেয়	দেন ।
১০	অদৃষ্টকলক	অদৃষ্টকলক ।
১৮	প্রাচীন	প্রাচীন ।
২৩	পারনা	পারিনা ।
২২	কথ্যযোগসিদ্ধি	কথ্যযোগসিদ্ধি ।
৪	শুক্ৰানি	শুক্ৰাণি ।
৮	চণ্ড মনা	চণ্ড মণা ।
১৭	শম্পকানি	শম্পকাণি ।
১১	মনাথরীয়ঃ	মনাথরীয়ান্ ।
২৯	সার্কভোমমহাব্রত বর্ণন	মহাব্রতবর্ণন ।
৩০	বিদিত্বা	বিদিত্বা ।
১০	বলিয়া বলিয়া	বলিয়া ।
২৫	নিম্প্রয়োজনীয়তা	নিম্প্রয়োজনীয়তা ।
২৭	উর্দ্ধেপ্রোতঙ্ক	উর্দ্ধপ্রোতঙ্ক ।
১২	ইহতে	ইহতে ।
২৬	অসম্প্রমোষ	অসম্প্রমোষ ।
২০	যোগীগণ	যোগিগণ ।
১৭	পূর্বেষাম্	স পূর্বেষাম্ ।
৩১	ইদানিস্তন	ইদানীস্তন ।
কুটনোটে	কর্ষাসম্পন্ন	কর্ষসম্পন্ন ।
১৫	পরমাণ	পরমাণু ।
১৮	সত্তা	সত্তা ।
কুটনোট	বিশেষজ্ঞাম	বিশেষজ্ঞান ।
১১	আর	আর ।
১১	যেতুর	হেতুর ।
১৫	নির্জীব	নির্বীজ ।
১১	ঐ	ঐ
বর্ণানুক্রমিক সূচী :		
১১	স্থাপ	স্থাপ ।
১১	সহ	সেই ।
১৫	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক
৪২	২৮	অবিষ্ট ক্ষেত্র
৪৭	১৫	বিমষ্ট
৪৭	২০	জন্ম
৪৮	৪	ছিলে
৪৮	১৩	তবতি
৫১	২৮	ক.?
৫৫	ফুটনোট	মার্জনা
৬৭	২	তীর্থকল্পে
৮১	৭	নিবীজা
৮২	১৩	চিন্তা
৮৬	১৭	দর্শনবর্জিত
৯১	১৮	তত্ত্বাৎ
৯২	ফুটনোট	কৃতো
৯৪	হেডিং	মতাদিতে
৯৪	৭	যোর
৯৪	১২	হর মা
৯৪	ফুটনোট	নিষ্ঠুরতা
৯৫	১২	সর্ঘ্যে
৯৫	ফুটনোট	সীমা
৯৬	কোনে	
৯৭	১৪	প্রাতিভা
৯৮	কোনে	ঐ
৯৯	কোনে	[পরকায়...]
১০০	১৩	বহারা
১০১	কোনে [আকাশ...ক্ষয়ঃ]	
১০১	২৬	শ্রাবণ
১০২	২৪	হৃদ্বাহারার্থ
১০৭	১৬	মধুভূমিকা
১০৯	২৯	প্রকারবিষয়ক।
১১৭	১১	তন্মাতাবলম্বি
১১৮	২৪	থাকো।
১২৮	২০	বলিও
১২৯	১১	সম্বন্ধ
১৩০	৭	উপরোক্ত